# ত্রিযামা

# ত্রিযামা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

—কাব্যলোক—
সমবায় পাব্‌লিশার্স ঃঃ কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান :—বুক ফোরাম, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ত্রিযামা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫৫

মূল্য—চার টাকা

সমবায় পাবলিশার্স-এর পক্ষে বুক ফোরাম, ৭২, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা হইতে মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।
আর্থিক জগৎ প্রেস, ১২২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে বীরেন্দ্রনাথ বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত।

# সূচী

# ত্রিযামা

## ঘুমের সাথী

নয়নে ঘনালো শ্রাবণের ঘোর
বর্ষণ-ঘন রাতি,
তোমার মাঝারে খুঁজি আজ সখি,
আমার ঘুমের সাথী।
অস্তাচলের এল সংবাদ,—
ভেঙে পড়ে সেথা চেতনার বাঁধ,
সুপ্তিসাগর প্লাবন-নেশায়
সহসা উঠেছে মাতি';
এই দুর্যোগে খুঁজে ফিরি সখি
আমার ঘুমের সাথী।

তুমি কেড়েছিলে নয়নের নিদ
মধুর মাধবী রাতে,
আষাঢ়াস্তের বিবশ দিবসও
জেগে কাটে তব সাথে।
সাধ ছিল মনে—ঘুমে দিয়ে ফাঁকি
অনিমিখ করি' অতন্দ্র আঁখি
দুটি হৃদয়ের চির-জাগরণ
লিখিব নয়নপাতে।
তাই সখি মোরা জেগে বসেছিনু
বসন্তে বর্ষাতে।

আজও তুমি মম অনন্যতম
জাগরণ-সঙ্গিনী।
যদি কভু ভুলে পড়ি আমি ঢুলে
বাজে তব কিঙ্কিনী।
চমক ভাঙিয়া চাহি' ও-নয়ন
পান করি যেন নব রসায়ন,
অনাকুঞ্চিত নিশীথ শয়ন,
জেগে আছ বিজয়িনী।
তুমি যে গো মোর এ জীবন ভোর
জাগরণ-সঙ্গিনী।

আজি আসন্ন শ্রাবণ-প্লাবনে
জাগে প্রাণে প্রলোভন,
নিঃসাড় দেহে নিঃশেষ স্নেহে
বিবশ আলিঙ্গন।
(মুদিয়া গিয়াছে আঁখি-পল্লব,
হৃদয়ে হৃদয়—নাহি অনুভব,
অধর-প্রান্তে বৃন্তচ্যুত
অচয়ন চুম্বন।
সংজ্ঞাবিহীন আসঙ্গে লীন
নিস্পৃহ তনুমন।)

জানিব না সখি আছি কিনা আছি
আছ কিনা আছ পাশে,
বুঝিব না—যদি হয় বিনিময়
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।

বাহুডোরে বাঁধা তনুর ভেলায়
উদাসীন প্রেম ভাসিবে হেলায়
সুপ্তিসাগর মিশেছে যেথায়
মুক্তির নীলাকাশে।
জানিবে না সখি আছ কিনা আছ,
আছি কিনা আছি পাশে।

তাই আসিয়াছি তোমার দুয়ারে
খুঁজিতে ঘুমের সাথী,
অনিদ চোখের ধ্রুবতারা ওগো
নিবাও তোমার ভাতি।
শ্রাবণ রজনী হ'ল যে নিঝুম
ঘিরে আসে যত ফিরে-যাওয়া ঘুম,
বাদল হাওয়ায় রাখা নাহি যায়
তোমার সন্ধ্যা বাতি।
ঘনায় নয়নে শাওনিয়া ঘোর,
হে মোর ঘুমের সাথী।

জাগরণ—আজ চেতনার লাজ
তন্দ্রার কশাঘাতে,
তার চেয়ে হোক প্রেমের পরখ
ঘুমের নিকষ-পাতে।
আমাদের সেই সোনার আঁচড়ে
একটি কোরকে যদি রং ধরে,
মেলে যদি দল একটি কমল
নীলজল-শয্যাতে,
সার্থক হবে আমাদের ঘুম
আজি এ শ্রাবণ রাতে।

---

# বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮

মেঘ চাপা পূর্ণিমা,
আর সারি সারি মুখঢাকা রুদ্ধমান আলোয়
সহরের নিস্প্রদীপ রাত শ্রাবণ-সমাচ্ছন্ন :
আলো নিব্‌ল,
রাত কাট্‌ল,
পূর্ণিমা ছাড়ল,
কিন্তু প্রভাতের কপালে
আজ আর সূর্য উঠল না।
এম্‌নি দিনেই,
এম্‌নি শ্রাবণঘন গমন মোহে,—
কাননভূমি যখন কুজনহীন,
সকলের ঘরে যখন তুয়ার দেওয়া,—
একেলা পথিক গোপন তার চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরবে পথ চলে।

সহরে তা অশোভন,
সহরে তা অসম্ভব।
পথিকের বাঁধাপথ আরও বেঁধে দেওয়া হয়েছে—
কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট,
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হয়ে
পথিক যাবে।

তারই একটা মোড়ে—
সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি।
|| দূর হতে কানে আসছে—
বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি!
    সহসা দেখা গেল—
মরণের কুসুমকেতন জয়রথ! ||
মনে হ'ল—
        কি বিচিত্র শোভা তোমার—
        কি বিচিত্র সাজ!

জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া জোড়া যোয়ান
আজ মৃত্যুমদে মাতাল হ'য়ে
টানছে সেই যান।
টলছে যত তাদের পা,
দুলছে তত রথের বিজয়কেতু!
হায় রে! যেন—
        লটপট করে বাঘছাল,
    যেন—
        বৃষ রহি রহি গরজে!
বাঁধাপথে অগণ্য নগণ্যের জনতা;
তারই বুক দ্বিধা ক'রে
সিধা চলেছে মৃত্যুস্যন্দন
তার কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট,
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পার হ'য়ে।

সেই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে
পলকের জন্য তুমি কাছে এলে বন্ধু !
পলকের তরে চোখে পড়ল তোমার মুখ !
মরণের অভিনন্দনে
সে মুখ কি অপরূপ হয়েছে বন্ধু !
মানুষের সকল পৌরুষ-প্রয়াস
বুকের পাটায় ঘ'ষে ঘ'ষে
উঠেছে যে ব্যর্থতার চন্দন,
তাতেই হ'ল তোমার ললাট অভিলিপ্ত।
তাদের সকল প্রার্থনাকে পরিহাস ক'রে
ফুটে উঠেছে যে ফুল,—
তাতেই রচিত হ'ল তোমার মাল্য !

করযোড়ে, নতশিরে, প্রণাম ক'রে বললাম—
বিদায় ; বন্ধু ; বিদায় !
|| মরণের হাতের লীলাকমল তুমি,
চলেছ আজ, জনস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে,
সদ্যছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতোই ভেসে
শোকের বার্‌দরিয়ায়, ||
অগণিত নগণনীয়ের নাগালের বাইরে।
পরম অভিমানে তারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে
তাদের নিষ্ফলা ফুল।
আমি ফুল দিই নি বন্ধু,
আমার পথে ফুলের দোকান পড়ে না।

আমি বলতে এসেছিলাম,—

হৃদয়বন্ধু, শোনো গো বন্ধু মোর

কিন্তু তুমি তখন
আমার কথার বাইরে চ'লে গেছ।
তাই শুধু চোখের জল মুছে
চোরের মতো চুপি চুপি ঘরে ফিরছি।
ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
মৃদু হতে হতে আর শোনা যাচ্ছে না।
শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে।
আর সাথে সাথে
রিক্‌শওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে—
কি বিচিত্র শোভা তোমার,
কি বিচিত্র সাজ!

---

# সভ্য বিধবা

বহুদিন পরে এলে মোর ঘরে
বন্ধু, পরম ক্ষণে,—
কাল রজনীতে ঝড় হ'য়ে গেছে
রজনীগন্ধার বনে।
নব ফুটন্ত ফুলের দণ্ড,
কেটে আটি বাঁধি তাই ;
কবি নাই শুধু শুনেছ বন্ধু,
আর কিছু শোনো নাই ?
তোমার ও-পথে আসিতে আসিতে
শোনো নাই কলরব ?
সভ্য-বিধবা কবিতার আজ
শাঁখাভাঙা উৎসব !
ছোট্ট একটি সোনার হাতুড়ি,
হু'সের তারের কাঁটা,
আঙুলের চাপে ফোটান কমল
আস্‌সেওড়ার আটা,
সেতার বেতার চালান করেছি,
এখন কেবল বাকী,—
কাল রজনীতে ঝড়ে লুটে পড়া
রজনীগন্ধার ফাঁকি।
কবির অভাবে সাশ্রু কবিতা
সভ্য বিধবা কিনা,—
জানো তো বন্ধু, মানাবে না তারে
রজনীগন্ধা বিনা !

# বাড়ি ভাড়া

'ড্যাঞ্চিরা' * বহ্রমপুরে যবে
ঢুকিতে লাগিল হু হু রবে
লক্ষ্মী বর-পুত্রগণে শুধালেন জনে জনে
দুর্দিনে তোমরা বলো কেবা
বাড়ি-হীনে বাড়ি ভাড়া দেবা ?

শুনি তাহা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
করজোড়ে কহে, মাতা খালি হ'ল কলিকাতা
সবে বাড়ি যোগাইয়া যাই,
এমন ক্ষমতা যে মা নাই।

কহিলা স্বয়ং মহারাজ,
আজি মা গো পেনু বড় লাজ,
যত বাড়ি ছিল খাড়া সবই হ'য়ে গেছে ভাড়া
ভাঙাচোরা—তাও বাগ্‌দত্তা,
খালি বাড়ি নেই আর কোথা।

---

* মফস্বল সহরে কলিকাতা হইতে নবাগত বাবুদের 'Damn-cheap বা ড্যাঞ্চিবাবু বলা হয়।

কহিল রংরাজ মাড়োয়ারী,
বাড়ির মতন ছিল বাড়ি,
জগৎশেঠের নাতি সেখানে রাখিত হাতী,
অগ্রিম কেরেয়া সহ তাহা
রুধিয়া রেখেছে মতি লাহা।

রহে সবে পরস্পর চাহি,
কোথাও কাহারো বাড়ি নাহি।
থম্‌থম্‌ করে 'হল', লক্ষ্মীর নয়নে জল,
সভ্যদল ফ্যালফেলি চায়;
নিরাশ্রয় আশ্রয় না পায়।

তখন কে আসে ধীরে ধীরে
বুট পায়ে গান্ধী-টুপি শিরে!
হল-ঘরে আলো নাহি, স্তব্ধ সবে দেখে চাহি,
সম্মুখে ফেরারী হাঁহুবাবু।
পশ্চিমে তপন প্রায় কাবু।

লক্ষ্মীর চরণরেণু ল'য়ে
হাঁহুবাবু কহিল বিনয়ে,
কাঁদে যারা বাড়ি-হারা আমার ভাড়াটে তারা,
সবাকার বাড়ী মিলাবার
আমি আজ লইলাম ভার।

শুনিয়া বিস্মিত সবে ভাবে,
এত বাড়ি হাঁহু কোথা পাবে ?
ম্যাজিষ্ট্রেট, মহারাজ    যে কাজে অক্ষম আজ,
লক্ষ্মী-সাক্ষী কি কহিল হাঁহু ?
ফেরারী কি শিখে এল যাহু ?

হাঁহু কহে নমি' সবা কাছে,
শুধু সেই বাড়িখানি আছে—
যে বাড়ি আমার নয়,    তাই সে সবার হয়,
মন্ত্রী ভিক্ষু করে কাড়াকাড়ি,—
গলিপ্রান্তে বিরহিণী বাড়ি।

পাই যদি তোমাদের দয়া
মোর আশা হইবে বিজয়া,
বোম্-ভীত স্তম্ভিত যারা সকলেই পাবে ভাড়া,
সে বাড়ি একশ হয়ে আজ
ঘুচাইবে নগরীর লাজ।

——————

# পঁচিশে বৈশাখ

আবার আহ্বান ?
যতকিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো হ'য়েছে আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবী বন চ'লে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যূষ নবীন।
প্রখর পিপাসা হানি' পুষ্পের শিশির টানি'
গেছে মধ্যদিন।
নদীপারে ম্লান ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
সুষুপ্তি-শয়ান ;—
তবু আঁখি ছলছলি' পঁচিশে বৈশাখ বলি'—
আবার আহ্বান ?

মিছে আনিয়াছ আজি বসন্ত কুসুমরাজি
দিতে উপহার।
নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার।
ছিলে যারা উদাসীন বৃথা আজিকার দিন
করিছ স্মরণ
অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে'
ডাকো অকারণ।

আর পরিচিত মুখে          তোমাদের দুঃখে সুখে
আসিবে না ফিরে।
আর তুলিবেনা তান          অবিশ্রান্ত কলগান
তোমাদের তীরে।
বসিয়া আপন দ্বারে          ভালো মন্দ বল তারে
যাহা ইচ্ছা তাই ;
অনন্ত আজানা মাঝে          গিয়াছে সে মিশিয়া যে,
সে আর সে নাই।

তবু আজি একবার          খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়ানে,
সুদূর দিগন্তে চাহি          কল্পনায় অবগাহি
হেরি মুগ্ধমনে :—
নবীন ফাল্গুন দিন          সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা          পুষ্পরেণু-গন্ধ মাখা
দক্ষিণ সমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা          রাঙায়ে দিয়াছে ধরা
যৌবনের রাগে,
সেখানে উতলা প্রাণে          হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে।

যত তারে প্রশ্ন করি যত তার পায়ে ধরি
রহে নিরুত্তর।
কেঁদে কহি—হায় কবি, ছবি, তুমি শুধু ছবি
পটের উপর ?
তুমিই ত এ নিখিলে দিকে দিকে লিখে দিলে
রসের মূরতি,
তোমারি চঞ্চল সুরে স্থিরতার অন্তঃপুরে
বাণী মূর্তিমতী।
সহসা নিমেষহত আপন সৃষ্টির মত
হ'লে কি শাশ্বত ?
জীবন নির্ঝর মাঝে মরণ কিঙ্কিনী বাজে,
তুমি অনাহত ?
চলেছে ফুলের দল, চলেছে নদীর জল,
থেমে গেছে কবি,
দাঁড়ায়ে কালের তটে স্রোতময় স্মৃতিপটে
ছবি শুধু ছবি।

উঠিছে ঝিল্লীর গান তরুর মর্ম্মরতান
নদী-কলস্বর।
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে
সঙ্গীত উদার,

সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।
দেখ তারে বর্ণে বর্ণে প্রভাত-সহস্র পর্ণে
প্রস্ফুট আলোকে।
পরিচয় লহ তার মহামৌন তমিস্রার
নক্ষত্র-পুলকে।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মেপোনা তাহাকে।
খুঁজিওনা বারে বারে পাঁজির পাতায় তারে
পঁচিশে বৈশাখে।

অবিচ্ছিন্ন রবিহারা বাইশে শ্রাবণধারা
নিত্য হ'ল সেই ;—
তারি স্রোতে অশ্রুমান পঁচিশে বৈশাখী গান
অঞ্জলিয়া দেই।

---

# নির্ঝরের যাত্রা

স্তব্ধ পাষাণ-কূটে
এল মেঘসম্পুটে
সাগরের তরঙ্গবার্তা ;
তাই এই চঞ্চল
কুলু-কুল্ কলো-কল্
কোন্ দূর সিন্ধুর যাত্রা।

পাহাড়ের দূত মোরা
সাগরের যাত্রী—
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে
চলি দিবারাত্রি।
দু'হাতে পাথর কেটে
চল্ চল্ চলি তাই,
তরুলতা গুল্মেরে
উন্মূলি' দলি' যাই।

জানি, পথ দুর্গম,
জানি, পথ বন্ধুর,—
দেখি, যদি দেখা পাই
সিন্ধুর।

—

# তর্পণ

আজ,
যত গত জনে স্মরণ করি,
জীবনের এই শ্রাবণ-সজল সাঁঝে,
কম্পিত করে
ক্ষীণ দীপালোক ধরি',
ভগ্ন জীর্ণ স্মৃতির দেউলে
বিস্মৃতদের বরণ করি।
পিতা পিতামহে প্রণাম করি।
স্বর্গত যত বন্ধুস্বজনে
মনে মনে মনে
বাহুবেষ্টনে জড়ায়ে ধরি।
হারানো মুখের তরুণ মুকুল
গহনে গহনে চয়ন করি,
বিনিসূতে মালা বয়ন করি।
যে-আলো প্রভাতে
প্রথম নামিয়া চোখে
ফিরে গেল লোকে লোকে,
আঁখি মুদে তারে
সন্ধ্যা-আঁধারে ধ্যেয়ান করি।
ভোরের যে-গান
জাগাইয়া প্রাণ হইল দেশান্তরী,
নিঃসঙ্গীত স্তব্ধ মানসে
তারেই স্মরি।

মর্মমথন যত পুরাতন
স্মরণ করি—বরণ করি—প্রণাম করি।

নবীন বয়সে
নিতি নূতনের টানে
চলেছিনু কার পানে!
চলিতে চলিতে যা কিছু পেয়েছি
পিছনে ফেলেছি ছুঁড়ে,
যা কিছু পাইনি তারাই টেনেছে
দূর হ'তে আরও দূরে।
পুরাতন, ওগো পুরাতন,
সেদিনের যত অযতন স্নেহসঞ্চয়
ছায়াবলিপ্ত সাশ্রু স্মৃতির
অনিমেষ প্রীতি-পরিচয়
পিছু ডাকে মোরে
তব ধ্রুব তট হ'তে,
নূতনের খর শঙ্কা-আবিল স্রোতে
মরণের মুখে ছুটে চলে যত
জীবনতরী;
পুরাতন, তোমা' স্মরণ করি।
করি অর্পণ সবেদন অবসন্ন চিত্ত
চরণতলে,
করি তর্পণ অঞ্জলি ভরি'
নয়নজলে।
পুরাতন, আজি তোমারেই শুধু
স্মরণ করি—বরণ করি—প্রণাম করি।

---

## ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯

কবি, আজ তুমি বেঁচে নাই,—
তাই হেথা মিলিয়াছি মোরা ক'জনায়
যারা ভাবি আজও আছি বেঁচে;
মরণের প্রসন্নতা যেচে
যারা আজও মরি ঘুরে
মৃত্যুময় মহাব্যোমে—
জীবন-বুদ্বুদসমা
নিঃসঙ্গিনী ধরণীর সূর্যপরিক্রমে।
মহাশূন্যে এইখানে হারানু যে তোমা'।
ঘুরে এসে পথের পরিধি
তাই মোরা করি অন্বেষণ,—
বাইশে শ্রাবণ
পথপ্রান্তে অশ্রুচিহ্ন রেখেছে কি কোথা?
এঁকেছে কি ব্যথা—
গভীর শোণিমা টানি' আকাশের পটে?
কিছু হেথা আছে কি নিশানা
যাহে যায় জানা
এই পথে, এইখানে ছেড়ে গেল কবি?
ডুবে গেল অনুদয় রবি?
কোথা কিছু নাই—
রেখা লেখা চিহ্নের বালাই।
অমলিন ব্যোমপথ
নহে সিক্ত নয়নের জলে।
শ্রাবণ বর্ষণ করে শুধু বর্ষা ব'লে।

তেমনি ফুটিয়া চলে ফুল,
তেমনি গাহিয়া চলে
তরঙ্গিনী, বিহঙ্গমকুল।
মেঘে মেঘে চলে সেই মল্লার আলাপ,—
ধ্বনিছে অরণ্যশিখী, মেলিছে কলাপ।
তুমি যে এদের কেউ ছিলে
হেন চিহ্ন নাহি এ নিখিলে।
অতি মাত্র ত্বরা
বাঁধা পথে ছুটে চলে ধরা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মরুমাঝে
শুধু ক্ষুদ্র মানুষেরই বুক
বেদনার অশ্রু দিয়ে ভরা।
হে কবি, আছ কি নাই—
সে কথা জানিতে নাহি চাই।
আমরা তোমার তরে কাঁদি,
তোমারে স্মরিয়া ছন্দ ফাঁদি,
তব গান গাই গুণী,
যন্ত্রে তব কণ্ঠ শুনি,
তোমার ছবিরে দিই মালা।
তোমার লিখন পড়ি,
তোমারে প্রণাম করি
তোমাতেই লই ভরি অন্তরের ডালা।
বাঁধা পথে ঘুরে চলে ধরা,
দিগন্তে মিলায় দূরে তব মৃত্যুক্ষণ;
স্মৃতির আঁচলে বাঁধি গিরে
এক, দুই, বাইশে শ্রাবণ।

---

# রোগ শয্যায়

স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায় অশ্বত্থশাখা আমার এপারে।
জ্বরাতুর ক্ষীণদেহে লাগে শিহরণ,
লাগে তন্দ্রা, লাগে জাগরণ,
জীর্ণ-গৃহ, মুক্ত বাতায়ন,
চেয়ে চেয়ে দেখি—
বসুন্ধরা
আকাশে ফিরিছে ফেরি করি'
রোগ শোক দৈন্যের পশরা।

ভাঙে তন্দ্রা।
ওপারে ভেঙেছে বাঁধ, ঢুকে বন্যাজল ;
পক্কপ্রায় আউশের সাথে
সদ্যরোয়া আমনের ক্ষেত
হয়েছে নিতল।
ডোঙা চলে পাটের ডগায়।
কান পেতে শারদ হাওয়ায়
শোনা যায়,—
কৃষকের ঘরে ঘরে নিরাশ নিশ্বাস,
অবশ্যম্ভাবী উপবাস।

ঘরে ঘরে ধ্বসি' পড়ে মাটির দেওয়াল,
হুম্‌ড়িয়া পড়ে চাল,
উলঙ্গ ছেলের দল
বাঁশবনে কাটিছে সাঁতার,
পথে পথে পশেছে পাথার।

এপারে সমুচ্চ পাড় কোলে কোলে জল,
স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায় অশ্বত্থশাখা,
জ্বরাতুর ক্ষীণদেহে লাগে শিহরণ,
পল্লীপ্রান্তে দ্বিতলের জীর্ণ বাতায়ন,
নীলাকাশ খণ্ড খণ্ড পাণ্ডু মেঘ,
ঘুরে ঘুরে উড়িছে শকুন,
কুরে কুরে কাঠের চৌকাঠ
বাসা গড়ে চিক্কণ ভ্রমর,
সহসা উড়িয়া যায় দারুণ নির্বেদে,
ঘুরে আসে অদূর ওদের ছাদে
শুকায় যেখানে—
শিউলির বোঁটা, কমলার খোসা,
কুলোভরা পোকাধরা কুল,
মলিন মট্‌কা থান, ভিজে নীলাম্বরী।
আকাশে শুকায় চুল
অপ্রাপ্য প্রেয়সী।
উঠে বসি—
মাথায় ঠেকিতে পড়ে পাড় ;
চাহি পাশে,—

স্মিতহাসি আমার শ্রেয়সী
ঢেলেছে কাচের গ্লাসে ডাক্তারি দাওয়াই
খাওয়াই তা চাই।
ফাটা প্লেটে দাড়িম্ব বিদরে,
থরে থরে
রসপাণ্ডু জ্বরগন্ধী দানা,
কোসো পেয়ারার কুচি
যদি রুচি ফিরে।
পেটে মৃত্যুঞ্জয়ী শূল
থেকে থেকে করিছে উল্লাস,
হৃদয়ে হৃল্লাস চলে,
চিত্তে উপবাস ;
চাবিবন্ধ খালি বাক্সে চাপা উপহাস।
ডাক্তারি দাওয়াই
খাওয়াই তা চাই।

কেঁদে চ'লে গেল কানা মেঘ
আকাশ প্রান্তরে,
পূবে উবে গেল রামধনু,
ডুবে সূর্য রঙিন পশ্চিমে।
সন্ধ্যার আঁধারে
চিত্তমাঝে উঠে ধোঁয়াইয়া
হারাণো পুরাণো মুখ বিস্মৃতি বিকৃতি,
ফুরানো দুঃখের যত অম্লমধু স্মৃতি।

ঘণ্টা উঠে বাজি,
গৃহদেব শালগ্রাম লভে নিত্যপূজা।

উদ্দেশে নোয়াতে মাথা, দেখিলাম,
ঠিকই দেখিলাম,—
পিতামহ-পিতামহী নবীন দম্পতি
চেলাঞ্চলে গ্রন্থিবাঁধা
করিছে প্রণাম,—
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।
পলক পালটি' মুছি কপালের ঘাম
দেখিলাম, ঠিকই দেখিলাম,—
কাশী গয়া বৈদ্যনাথধাম,
তীর্থঙ্কর প্রপিতামহের
অন্তিম জাহ্নবী যাত্রা, পূর্ণমনস্কাম,
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।
ঘণ্টা উঠে বাজি
উঠে বাজি—
পূর্ব পূর্ব পুরুষে পুরুষে
যত জন্ম, যত মৃত্যু, উৎসব, ব্যসন,
শান্তি সস্ত্যয়ন,
ভবতু শতায়ূঃ সপ্তপদী, লাজ বরিষণ,
মধুবাতা ঋতায়তে ;—
তারি মাঝে অক্ষুণ্ণ অম্লান
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।

মানুষের গৃহের দেবতা
তাই হওয়া চাই,—
গণ্ডকীর খর স্রোতে গড়াতে গড়াতে
অনয়ন অশ্রবন হস্তপদ নাই,

শিলায় শিলিত বুক বজ্রকীটবিদ্ধ,
তাই হওয়া চাই।

তবু কেন
সে দেবতা সে মানুষ সে ধরণী ছেড়ে
চ'লে যেতে হবে ভেবে
শান্তি নাহি পাই ?
মনে হয়—সবই ভালবাসি,
নহে শুধু আলো, শুধু হাসি ;
অন্তরে অন্তরে
বাস করে দীর্ঘ উপবাসী
যে লীলাবিলাসী,
সে আমার—
রোগ শোক দৈন্যেরও পিয়াসী।

রোগ তবে রোগ নয় ?
শোক নহে শোক ?
দৈন্য সে কথার কথা তবে ?
এত যে যন্ত্রণা—
এ সবই নেপথ্যবাসী আমারি মন্ত্রণা ?

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুমদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

---

# মতি চাপরাশী

মতি ছিল ঘরের চাকর
হাটে ঘাটে অতীব বিশ্বাসী
ছমিরের দেহান্ত ঘটিলে
সাধ গেল হবে চাপরাশী।
অন্দর হইতে সুপারিশ
যা হ'ক হিঁদুর ছেলে মতি,
যার তার হাতে জল খাওয়া
পরকালে কি হইবে গতি ?
আমি ভেবে কহিলাম, বেশ
মতি যেন আফিসেতে যায়,
পবিত্র গোময়ভরা মাথা
হিঁদু সে যে সন্দেহ কি তায় ॥

ছাপমারা ছমিরের কোট
কাচিয়া চড়ায় অঙ্গে মতি,
গলার বোতাম আঁটি বুকে
পাগড়ি জড়ায় দ্রুতগতি।
সরকারী আইনানুযায়ী
কত দীর্ঘ পাগড়ী কে জানে.
যত মতি পাক দেয় শিরে
তত নেমে আসে নীচু পানে।
ঢাকে কান ঢাকে দুটি ভুরু
পাকে পাকে ঢাকে চোখ নাক,
তথাপি পাগড়ি নহে শেষ
মতির ত ঘটিল বিপাক।
ছেলে মেয়ে হাসিয়া আকুল
অদৃষ্টপূরব মূর্তি দেখি,
পাগড়ি হইয়া ছলিবারে
আপনি বাসুকী এসেছে কি !
ঘড়িতে বারটা যবে বাজে
মতি এসে আফিসে হাজির,
তথায় দেখিল সর্বলোকে
পাগড়ি বগলে চাপরাশীর।
সেই যে প্রথম দিন মতি
পাগড়িটি ভরিল বগলে,
আর কভু তুলে নাই শিরে
গেছে যেথা স্থলে কিম্বা জলে।
আফিসের কামরার দ্বারে
নিয়মিত বসে মতি ঢুলে।
অবিরাম ঘুমায় সে খাড়া
ভুলেও তিলেক নাহি ঢুলে।

টেবিলে বাজাই ঘণ্টা ঘন
কেরাণী ডাকিয়া দিলে তারে
রামের ফাইল পেলে মতি
নাজিরে ডাকিতে যদি বলি
তথাপি চাকুরী থাকে তার
ভাগ্যই সর্বত্র ফলবান

বারেক চাহেনা মতি ফিরে
তখন সে ডাকে কেরাণীরে।
রহিমে সে অবশ্যই দেবে,
একেবারে ডাকিবে সাহেবে।
নাস্তিকেও মানিল প্রথম—
নহে বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।

কর্মফলে ঘুরিয়া বেড়াই
পরকাল বজায় রাখিয়া
আপনি টিকিট কিনে আনি
মতিরে গাড়িতে বসাইয়ে
যেথায় নামিতে হবে পুনঃ
ছুটে এসে দ্বার খুলে দেই
দিন শেষে কাটাইতে রাত
কাঁধে ছাতি বগলে পাগড়ি
বেডিং খুলিয়া দিলে আমি
হিন্দু মতে জলপান করি
মশারি ফেলিতে গিয়ে দেখি
নাহি নামে বিছানার দিকে
দূরে মতি ডাকাইয়া নাক
আকাশে হাসিছে আধা চাঁদ

দূর দূরান্তর মফঃস্বলে,
মতি মোর সাথে সাথে চলে।
কুলী-শিরে লগেজ্ উঠাই,
নিজের গাড়ীতে পরে যাই।
কুলী ডেকে আগে নামি আমি
ধীরে ধীরে মতি আসে নামি।
উঠি গিয়া ডাক-বাংলায়,
মতি মোর সাথে সাথে যায়।
মতি বটে বিছায় বিছানা,
শয্যাপরে ঢালি দেহখানা।
টাঙানো তা এমন কৌশলে
খুলিলে সে ছাদ পানে খোলে।
জানাইছে এ জীবন ভুয়া,
ডাকে শিবা ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া।

সেদিন স্টেশন বর্ধমানে
বলিলাম, ঐ দেখ মতি
শীঘ্র গিয়ে ডেকে আনো ওরে,
মতি ছুটে গেল উর্ধ্বশ্বাসে

মতিরে ডাকিয়া লয়ে পাশে
ঐ যে বরফওলা আসে
বড় তৃষ্ণা, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে,
নিয়ে এল স্টেশন মাষ্টারে!

ক্ষমা চেয়ে সাহেবের কাছে
গাড়িতে উঠিনু তাড়াতাড়ি,
মতিকে বলিনু উঠে পড়ো
পাশেই চাকরদের গাড়ী।
পরের স্টেশনে গণ্ডগোল
পুলিশ পাহারা ছুটে আসে,
আমি ব'সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে
মতি একা বসে ফার্ষ্ট ক্লাসে!
কাকুতি মিনতি করি' বহু
মতিকে করানু তবে ছাড়,
মতির যে কোন দোষ নাই
আমি ছাড়া কে বুঝিবে আর?
ভাবিলাম চাকরী ছাড়িয়া
সিধে চ'লে যাই বৃন্দাবন—
বসন্ত হ'লেও হতে পারে
সঙ্গে মতি রয়েছে যখন!

বৃন্দাবন হ'ল নাকো যাওয়া
বদ্‌লী হইনু অন্যদেশে,
অনেক বুঝানু সাথে যেতে
মতি রাজী হ'ল নাকো শেষে।
পত্নীপুত্র আছে ঘর বাড়ী
সব ছেড়ে কোন্ দূরে যাবে,
তার চেয়ে নিজ দেশে থেকে
যা হয় দুমুঠো খেটে খাবে।
পাগড়ি ও কোট্ খুলে রেখে
প্রণাম করিয়া গেল বাড়ী,
চাকরী ত ছাড়েনি মতিরে
মতিই চাকরী দিল ছাড়ি।

চাপরাশী আজও চলে সাথে,
মফঃস্বলে আজও যাই আসি,
চাকরী চাকরী আজ শুধু
সাথে নাই মতি চাপরাশী।

---

# বিজয়া দশমী

বিশ্ব ব্যাপিয়া ফুটিতেছে বোম্
ছুটিতেছে গোলাগুলি ;—
তা হ'ক বন্ধু, আজ আমাদের
বিজয়ার কোলাকুলি ।

দশমী চাঁদের মুকুরে ধরণী
হেরে কলঙ্কী মুখ,—
ক্ষণিকের তরে বাড়াইয়ে বাহু
ভাঙা বুকে রাখো বুক ।

দুর্গা দুর্গা দুর্গতিহরা,
মা আজ গেলেন চলি',
জুটেছিল শুধু পোষা পাঁঠা আর
চালকুমড়োর বলি ।

তা হ'ক তবু এ শক্তিপূজার—
পুণ্য কি ক'ব তোমা',
মোদের আকাশে আজিও জ্যোছনা
ওদের আকাশে বোমা ।

ওরা ছোড়ে গোলাগুলি,—
আমাদেরই শুধু দশমী-রাত্রে
বিজয়ার কোলাকুলি ।

জ্যোৎস্নানিশীথ পুরে—
শেষ প্রতিমার বিসর্জনের—
জয়ঢাক বাজে দূরে।

শুভ্র আকাশে বিথারি' পক্ষ
বন্ধু, কি আসে উড়ে!
চাঁদনি রাতের চকোর ত নহে,
অন্তরীক্ষ জুড়ে;
প্রলয় আসে কি উড়ে?

শেষ প্রতিমার বিসর্জনের—
জয়ঢাক বাজে দূরে।
দশভুজে মা'র দশ প্রহরণ
কৃপণের মতো করিয়া হরণ
বিসর্জনের বাজনা বাজায়ে
ফিরেছি আঁধার পুরে;
প্রলয় নামে কি দূরে?

হয়ত এখনি গগনবিদার—
শম্ভুর শিঙা দিবে হুঙ্কার,—
তা হ'ক্ বন্ধু, আজ যে মোদের
বিজয়ার কোলাকুলি,
ফুটুক না বোম্ অম্বর ভরি'
ছুটুক্ না গোলাগুলি।

ঘরের তৈয়েরি মিষ্টি—
মুখে দিয়ে নাও,—আসন্ন বুঝি
আসল মুষল বৃষ্টি!

---

৮ শপথ ভঙ্গ

॥ শোনো শোনো শোনো মনোরমা ;
নিগূঢ় অন্তর-ব্যথা
আজ তোমা' কহিব তা
করো যদি ক্ষমা।

(তোমার যৌবন গেছে,
তবু আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময় ;
আজি ওই তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময়।) ॥ ২॥

কপালে পড়েছে আঁকা
বিদায়-রথের চাকা
কুসুমকেতন,
রূপের ভিটার 'পরে
আঁখি মোর খুঁটে মরে
কী হারা রতন ?

মুখপানে তুলি' বাতি
মিছে খুঁজি অর্ধরাতি
সেই মুখখানি,
বাঁধা গান কেঁদে যায়,
ঠোঁটে এসে বেধে যায়
সোহাগের বাণী।

ফুঁ দিয়া নিবাই দীপ,
অন্ধকারে রচি টীপ
স্মৃতির কপালে,
অলক ঝালর তুলে'
শ্রবণ সাজাই দুলে
কণ্ঠ ফুলমালে।

মুঠিম কটিতে আঁটি
পরাই খয়েরি সাটি,
পিঠে এলোকেশ,
অধরে চাঁদের ফালি,
কপোলে গোলাপ-ডালি
নয়নে আবেশ।

তনুর মুকুর ধরি'
মনের মাধুরি, মরি,
পলক হারায়,
থমকি চমক-মনে
দখিণের বাতায়নে
ফাগুন দাঁড়ায়।

কাঁদিয়া বাঁধিয়া বুকে
শুধাই গভীর দুখে
বলো বলো প্রিয়া,
কোথায় সঞ্চিলে ধন
অতুলন সে যৌবন
আমারে বঞ্চিয়া?

ঠুনকো মনির মতো
টুকরো ছড়ানো যত
আমারি এ ঘরে,
জোড়াতাড়া দিয়ে তাই
তোমারে গড়িতে চাই,—
ভেঙে ভেঙে পড়ে।
॥ শপথ করিয়াছিনু
ও-তব যৌবন বিনু
ধরিব না প্রাণ,
সুন্দর আনন্দপুর,
সহিব না, ও-তনুর
তিল অপমান।॥ ১॥
অনন্য অর্চনাভারে
পাষাণ করিব তারে—
করিব অক্ষয়,
যতদিন আমি বাঁচি
তাহারি প্রসাদ যাচি'
অর্জিব বিজয়।
সেদিন সহসা একি,
মাটির প্রতিমা দেখি
হয়নি পাষাণ ;
আমারি অঞ্জলি জলে
আমার প্রতিমা গলে,—
আসন্ন ভাসান!
হরিয়া আমার পূজা
যৌবনের দশভুজা
ডুব দিল জলে,

মলিন নির্মাল্য প্রায়
ও-তনু পড়িয়া হায়
শূন্য বেদীতলে।
তখন অঝোরে কাঁদি
লইনু আঁচলে বাঁধি
পুষ্পের প্রসাদ,
ভাবি জীবনের ফের,
এই কিরে যৌবনের
শেষ আশির্বাদ ?
অদিনে দুর্গম পথে
বাকি যাত্রা ভাঙা রথে,
কে আর সহায় ?
আমার মনের ভুল,
আমার পূজার ফুল
মোর মুখে চায়!
স্মৃতিগন্ধ-সুমধুর
সুপবিত্র ও-তনুর
করি বহুমান
শপথ ভাঙিনু প্রিয়ে
বুক হ'তে তুলে নিয়ে
শিরে দিনু স্থান। ॥৩॥

মনোময়া শোন প্রিয়তমা,
গহিন্ নিলাজ ব্যথা
মুখ ফুটে কহিনু তা,—
করিলে কি ক্ষমা ? ॥

——

# অন্নসমস্যা

আমরা যাহারা কাব্য লিখি
তারাও চালের দর জানি,
উদর যে হৃদয়ের মূলে
সে কথা হাজার বার মানি।
তবু হায়াহীন,
পূরাইতে অপূরণ দাবী
ফুরাইতে নিরানন্দ দিন
মোরা কাব্য লিখি।
হয়ত এ বিধির বিদ্রূপ ;—
জীবনগণ্ডস্যোপরি বিষবিস্ফোটক,
বোঝার উপরে শাক-আটি,
অথবা—টাকের 'পরে টিকি,—
কাব্য যাহা লিখি।

আমরাও তোমাদেরি মতো
নয়ালিতে নয়া ধান কিনে
পাড়ার ঢেঁকির দ্বারে যাই ;
কিছু সস্তা করিবার আশে
দুর্গম হাটের পথ চিনে
ওপারের গঙ্গাজলী গম
অপাড়ার জাঁতায় পিষাই।
তোমাদেরি মতো মাঝে মাঝে
পরীক্ষিয়া দেখি—বারি বিনা

শুধু বাক্যরসে চিপীটক
ভিজায়ে তুলিতে পারি কিনা।
উপরন্তু কিছু কাব্য লিখি ;—
সে শুধু চোখের দোষ, তাই
মরণের পরপ্রান্তে দেখিবারে পাই
অমরা করিছে ঝিকিমিকি
আমরা যখন কাব্য লিখি।

মাঝে মাঝে ঘুরে মরি দূর বনে বনে,
মূর্খ মধুমক্ষিকার মতো
জন্মান্তের ক্ষুধার তাড়নে
পুষ্পে পুষ্পে মধু আহরণে ;
রচি চক্র অক্লান্ত কৌশলে।
সহসা আসন্ন পূর্ণিমায়
আপন বঞ্চনাজাত সঞ্চিত সে মধু,
লুঠ হয়ে যায়।
কিছু তার
হয়ত ছড়ায়ে পড়ে
ধরণীর মৃত্তিকার 'পরে ;
কিছু-বা থাকিয়া যায় তোমাদের ঘরে ;
লাগে তোমাদেরি ভোগে
আরোগ্য বহিয়া আনে রোগে।
পাখায় বহিয়া ক্ষুধা
নিরুদ্দেশে মোরা উড়ে যাই।
মানুষ মৌমাছি হ'লে
ভবিতব্য তাই,
এ নিয়ে কলহ ক'রে কোনো ফল নাই।

তোমাদেরি মতো—দেহে
আধি ব্যাধি হাঁচি কাশি আদি
নিত্য আছে লাগি।
তবু চাঁদে চাহি মোরা মূঢ়ের মতন
নিদ্রাহীন শীতরাত্রি জাগি।
তারও মূলে ভাই
উদরেরই কথা শুধু, অন্য কথা নাই!
বড় দুখে উর্ধ্বমুখে
করযোড়ে জানাই প্রার্থনা—

'হে চন্দ্র, হে সুধাকর,
চিরক্ষুধাহর যে অমৃত চলেছ বহিয়া
কল্পলোক পানে,
দাও তারি কণা।
যে-সুধা পরশ-মাত্র
তপনের তাপদগ্ধ কর
পাইল কৌমুদীকান্তি শীতল সুন্দর;
যে-সুধামন্থিত গন্ধে
অতিব্যোম মন্থর বিহ্বল,
প্রমত্ত মধুপ সম নক্ষত্রের দল
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে গুঞ্জন চঞ্চল
ছায়াপথ করিয়া রচনা,—
স্বর্গের দেবতা তরে শুধু
বহিও না সে অমৃত;
দাও দাও দাও তারি কণা
বুভুক্ষিত মর্ত্যজনে।
মিটে যাক নিষ্করুণ ক্ষুধা,

উদরের দাস্য হ'তে
মুক্তি পা'ক লজ্জিত বসুধা।'
হায় ভাগ্য তোমার আমার!
সে অমৃত অমাপূর্ণিমায়
অজস্র ধারায়
বহি' যায় জ্যোছনার জোয়ার ভাঁটায়
আকাশগঙ্গার স্রোত বাহি ;
পেটে ক্ষুধা বুকে তৃষা
পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে রহি মোরা চাহি,
চির বুভুক্ষার গান গাহি।

ঘুরে মরি ফুলে ফুলে মধুরই লাগিয়া,
চাঁদে চাহি সুধা মাগি রজনী জাগিয়া,
প্রেমের গহনতলে
যে অমৃত ফল ফলে
আজীবন খুঁজি সেই পাকা হরিতকী।
ঠকিতেছি বারবার—
সে দুর্ভাগ্য সবাকার,
তাই,—
আমরা যাহারা কাব্য লিখি
তোমাদের ক্ষমা যেন পাই।
আমরা চালের দর জানি,
উদর হৃদয়াধিক মানি ;
আমরাও চেষ্টা করি ভাই
অন্যপথে মীমাংসিতে
এ বিশ্বের অন্নসমস্যাই ;—
ক্ষমা মাগি তাই।

# বনপ্রস্থ

।। চলেছিনু শাল-জঙ্গল পরিদর্শনে;—
দুর্গম পথ দুর্গমতর কালবৈশাখী বর্ষণে।
থেকে থেকে দেয়া চমকায় ;
আর মাঝে মাঝে বাজ ধমকায়
কালো তুরঙ্গে অকাল সন্ধ্যা
পথ খুঁজে ফিরে শাল বনে,
যেথা গজারু গড়ের সঙ্কটা বুড়ী
শত শঙ্কার জাল বোনে,
সেই শালবনে, দূর শালবনে।

দুর্যোগঘন রাত্রিযাপন
নির্জন বনবাংলায় ;
নিম্নে পাহাড়ী নামহারা নদী
বাঁকে বাঁকে টাল্ সামলায়।
জল কেন হোথা ছল্‌কায় ?
বুঝি বাঘে-বাইসনে জল খায় ?
সুদূরে তরুণী গারোনীর ডাকে
পথহারা গাভী হামলায়।
আনন্দমঠি সন্ন্যাসীদল জাগিয়া
যেন ভাঙা মন্দির নির্মাণে গেল লাগিয়া,

উঠে   কল কল কল হুম্‌কার,
বলো   নির্জন বনবাংলায় আসে,
ঘুম কার ?

হায়   নিদ্রাবিহীন স্বপন আমার
টুটিবে কাল,
শ্যামবনশাখে রূঢ় বৈশাখী
হবে সকাল।
কালো মলাটের মোটা মোটা খাতা.
উলটিয়া যাবো রুলটানা পাতা,
হায়রে হায়,—
মিলাব যে সব সূক্ষ্ম হিসাব
লিখিত তায়।
যত গাছ আছে গোণা হ'ল কি না ?
লেখা হয়েছে ত সঠিক ঠিকানা ?
নক্সা হ'ল কি সীমানা এঁটে ?
ক' নম্বরের কোন শাল তরু
ক' ফুট লম্বা, মোটা ও বেঁটে !
বিনা পাশে কেউ ঘাস কেটে বনে
দিল কি ফাঁকি ?
ডাল ভেঙেছিল জরিমানা তার
এখনও বাকি !

হায় রে হায়,—
আজি রজনীর স্বপ্নশঙ্কামোহঘন এই
নির্জন বনবাংলায়
কল্য প্রভাত ভরিয়া উঠিবে
আমলায় আর মামলায়।

কোথা বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ,
কোথা রামসীতা, গুহক মিতা!
বনে আসিলাম, সাথে সাথে এল
খাতা ও ফিতা।
কোথা কাম্যক হিড়িম্বা বক
কোথা দণ্ডক সূর্পনখা!
কোথা মায়ামৃগ, ছিন্নপক্ষ পিতৃসখা?
স্ফটিক ফিরানো চলনদী-জলে
জপময় কোথা তপোবন!
হোম-ধূমাঙ্কী সাম-ওম্‌কৃত
জটিল বটের ছায়াসন?
ফুল-পল্লব-মঞ্জরী-ময়ী
আশ্রম সঞ্চারিণীরা কই?
যতনপিহিত বল্কলা বালা?
হলা পিয়া সখি? কোথা বা কণ্ব?
অরণ্য হায় দারুভূত আজ
বনবিভাগের বিপণি পণ্য।

হায়রে হায়,—
বনবাসে এসে সই ক'রে চলি
বাঁধা খাতায়।
শুধু কাঠ, আর কিউবিক্ তার,
মেপে মরি বেধ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,
মনে মন নাই,—বনে বন নাই
ঘটিল না তাই বানপ্রস্থ!
পঞ্চাশোর্ধ ক্ষুব্ধ জীবন
টেনে নিয়ে ফিরি গৃহাভিমুখে ;
ঘরের দুঃখ এল যদি বনে,
বনে আসি তবে কিসের সুখে?

তবু,
কালি রজনীতে স্বপ্নশঙ্কাসম্মোহঘন
নির্জন বনবাংলায়
আমি হেরেছিনু কোন্ শিখরচারিণী
বাঁকে বাঁকে টাল্ সামলায়!
আর শুনেছিনু কোন্ বনঘরণীর
হারা গাভী দূরে হামলায়!
ঘোর ঘনাচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাপন্ন
গহনারণ্য বাংলায়। ।।

——

# প্রত্যাবর্তন

।। কত দিন পরে মোর ভাঙা ঘরে
ফিরে এলি ফিরে যৌবন ?
ফাটা ইঁটে কাঠে তাই ফুটে উঠে
বেলি-চামেলির ফুলবন।
আমতক্কার ভাঙা কবাটের বক্ষপুটে
কোন্ ফাগুনের চূতমঞ্জরী
মুকুলিয়া গুঞ্জরিয়া উঠে,
যৌবন ওরে যৌবন ?
ভোমরায় বেঁধা জীর্ণ দীর্ণ শালের কড়ি
কোন্ শাওনের ঘনবর্ষণ
বনমর্মরে উঠে শিহরি',
যৌবন ওরে যৌবন !
হেলা দেওয়ালের লোণা ইঁটে ইঁটে
খসা গাঁথনির ঢিলে গিঁঠে গিঁঠে
শিশির-সুরভি মৃন্ময়ী স্মৃতি
জাগিয়া বসে,
পতঙ্গগীত পুষ্পখচিত
লতাগুল্মিত আঁচল খসে,
যৌবন !
খড়ের দোচালা পঞ্জরসার
বহিতে পারে না অশ্রুর ভার,
কোন্ বেণুরবে আজ বুকে তার
দুলে দুলে উঠে বেণুবন।

ওরে অকরুণ, তোরি তরে যাচি'
ঘরের মেয়েরে পর করিয়াছি,
পরের মেয়ের আঁচলে গিঁঠায়ে
রেখেছি মাথার মণি ;
হেমন্তহিম এ অপরাহ্ণে
ওরে যৌবন,
গাই তোরি আগমনী।

দাঁড়াইয়ে আজি জীবনসীমায়
তনয়-তনয়া-তনুসুষমায়
হেরি নববেশে
তব কল্যাণ রূপ,
ভাঙা মন্দিরে দীপশিখা ঘিরে
আরতি গন্ধধূপ।
রাতের মুকুলে কুণ্ঠিত লাজ,
প্রভাত পুষ্পে ফুটিয়াছে আজ
অন্তর ছাড়ি' দাঁড়ায়েছে আসি
বাহিরে ;
অঙ্গনে পথে কুটীরে দাওয়ায়—
তোরি উত্তরী উড়িছে হাওয়ায়,
ওরে চঞ্চল লীলাবিহ্বল
ফিরিছ কি গান গাহি' রে !
খেয়ালীর সেরা ওরে ক্ষ্যাপা ছেলে
ফুলের ধনুটা কোথা এলি ফেলে ?
খালি তূণে আজি করেছিস্ সাজি
ভরিয়া ভোরের শেফালি,

সেবার আমারে দিয়ে গেলি ফাঁকি,
এবার হয়েছে অনুশোচনা কি ?
বুঝেছিস্ ত' রে না হেরিলে তোরে
কেন এ জীবন বিফলই ?

সম্মুখে আয়, দাঁড়া মুখ তুলে
চন্দন ফোঁটা দিব ভ্রুর মূলে
ভুলি' সব দুখ পরশি' চিবুক
করিব ও-মুখ চুম্বন।
মোর কাছে আজ কি তুই চাহিস ?
পূজা-অর্ঘ্য, না স্নেহ-শুভাশীষ ?
মাথা নীচু কর, ওরে সুন্দর,
রে জীবনাধিক যৌবন !
অমেয় হউক তোর পরমায়ু
অজেয় হউক ও-যুগল বাহু,
কুলিশ কুসুম সম দুর্দম
হোক অন্তরখানি,

হে বীর কুমার, হে কল্যাণীয়,
স্বর্গ জিনিয়া মর্ত্যে আনিও,
তোমারি বিজয়শঙ্খে ধ্বনিও,
কবির আশীর্বাণী।

যৌবন ওরে যৌবন,
এলি যদি ফিরে থাক্ মোরে ঘিরে
ভাঙা ঘরে রচি নন্দন। ৷৷

# ভিখারিণী

ওগো ভিখারিণী, দেখি আয়,
কি মিলেছে আজি ভিক্ষায়।
কত চাল, মরি মরি,
চলেছ ঝুলিতে ভরি'
এ-গাঁ হতে অন্য কোন্ গাঁয় !

এ কি হায় দেখি ভিখারিণী,
কাঁধে তো ঝুলিটা নাই।
কে বুঝি সুযোগ পাই'
একা পথে নিল তাহা ছিনি' ?

কেন তোর আঁখি ছলছল্ ?
এখনি আপনি গিয়ে
থানায় খবর দিয়ে :—
কি হয়েছে মোরে খুলে বল্।

হায় ভাগ্য, ছিন্ন সেই ঝুলি
করেছিস বুকের কাঁচুলি !
রাখিতে লাজের মান
ঝুলিটায় দিলি টান,
উদরের কথা গেলি ভুলি ?

ভিক্ষা চাস, কাঁধে ঝুলি নাই,
দান যে দাঁড়াবে—কোথা ঠাঁই ?
দ্বারে দ্বারে মুঠো মুঠো
দাক্ষিণ্যে করিলি ঠুঁটো,
বালাইয়ের উপর বালাই।

ভিখারিণী কারে তোর লাজ ?
গিঁঠায়ে রাজ্যের কানি
ঢাকিয়া যৌবন-গ্লানি
নিরন্ন ফিরিছ পথে আজ।
ক্ষুধায় ছিঁড়িছে নাড়ী ;
তবু জেগে ব'সে নারী
রক্ষা করে মানব-সমাজ।

মানবের লজ্জা আছে নারী ?
পট্ট-বাসে দেহ ঘেরা
পাটনাই পেঁয়াজেরা
তোরে হেরে ফেলে অশ্রুবারি !

ভিখারিণী, কথা রাখ্
বিবসনা হয়ে থাক্
যত দিন অন্ধ নহি মোরা।
কারে লাজ, কোন্ ভয় ?
তনু তোর গোরা নয়,
নাহি তার কনক-কটোরা।

তোরি মতো কালো মেয়ে,
রূপসী বা তোরও চেয়ে,—
হয়তো এমনি কোনো দুখে
ফেলিয়া কটির বাস
হেসে উঠে' অট্টহাস
পা দিয়ে দাঁড়াল শিব-বুকে।

তখন বিশ্বের লোক
চমকি মেলিয়া চোখ
আনে পূজা শত-উপচার ;
বলে—এ কি রূপরাশি
তিমিরে তিমির-নাশী !
দয়াময়ী তুমি মা আমার

শুনে কালো মেয়ে হাসে,
ভুবন ভরিয়া ত্রাসে
তাথৈ তাথৈ নেচে ধায় ;
কপালের দুখ যত
অনল-গিরির মতো
কপাল ভাঙিয়া বাহিরায়।

দল-মল নৃত্য-ভরে
মালা ছিঁড়ে মুণ্ড পড়ে,
হানে অসি মাভৈঃ মাভৈঃ।
দু'কানে দোদুল সুখে
কচি শিশু মরা মুখে
মার বুকে দুধ খোঁজে ওই।

মানুষের হাত কাটি'
ঘাঘরা পরেছে আঁটি'
কটির মিটিল বুঝি ক্ষোভ ;
'ভুখা হুঁ' 'ভুখা হুঁ' ব'লে
খর্পর মুখে তোলে,
যত খায় তত বাড়ে লোভ।

ভিখারিণী, কথা শোন—
তুই যে রে তারি বোন,
প্রলয়ের জানিস্ সন্ধান।
ফেলে দে ফেলে দে টানি'
ঘৃণ্য ওই চীরখানি,
ও-লাজ নারীর অপমান।

—

# লৌহনগরী

স্বস্তি অয়স্বতী নগরী !
দুর্যোগ সন্ধ্যার নামিছে অন্ধকার
ভরিতে চলেছ কোথা গাগরী !
কোন্ সে কালিন্দীর নিস্তল কালো নীর
লোভন লভিল তব চক্ষে ?
খনিয়া সে কোন্ খনি অয়স্কান্ত মণি
দুলাইয়ে দিলে নীল বক্ষে ?
বর্ষণ-উৎসব কুম্ভভরণ নব,
চুম্বক তব রূপাকৃষ্ট
দেশ দেশ দিশি দিশি দৌড়িছে দিবানিশি
অগণিত সিত পীত কৃষ্ণ ।
।| কত কারখানা কল-কব্জার কল-কল
কল-ঝঙ্কৃত কালো অঙ্গ,
ইঞ্জিন-গুঞ্জন-পুঞ্জিত বিদ্যুতে
চঞ্চল নয়নে ভ্রূভঙ্গ । ।|
স্বস্তি অয়ঃশিলা দ্রবণ-দ্রাবণলীলা,
তড়িৎ-তাড়িত মহাচুল্লী,
স্বস্তি রাস্তাঘাট স্বস্তি দোকানপাট,
অট্টালিকা ও টালিপল্লী ।
স্বস্তি ধনিক ধন স্বস্তি বণিকজন
স্বস্তি হাতুড়ি আর কাস্তে,
কাতুরি শাঁড়াশি লেদ্ স্বস্তি যন্ত্রবেদ
করাত,—কাটে যা যেতে আস্তে ।

ছোট বড় যান্ত্রিক যে তন্ত্রে তান্ত্রিক
সবাই হউক শবসিদ্ধ,
স্বস্তি কর্মশাল, স্বস্তি নগরপাল,
স্বস্তি বিমূঢ় কৃতবিদ্য।
গলদ্‌ঘর্মী তব কর্মী নিত্য নব
সিতাসিত ভীতাভীত স্বস্তি,
স্বস্তি কেদারাশায়ী চিম্‌নি চুরুটপায়ী,
স্বস্তি কুলি-কামিন্‌ বস্তি।
লুপ্ত বিবস্বান্‌ সদাধোধূম্যমান্‌
স্বস্তি সুপিঙ্গলগগনা,
বিশাল শৈলীকৃত কয়লাসমাস্তৃত
বিপুল লৌহমলমগনা।
নবযুগনন্দিনী হেমনিস্যন্দিনী
হউক হাতের নোয়া অক্ষয়,
সীমন্তে জ্বল্‌ জ্বল্‌ জ্বলুক রুদ্রানল
শুভসিন্দূর মৃত্যুঞ্জয়।

মাটীর পেটের মেয়ে আগুনে উঠ্‌লি নেয়ে
স্বস্তি লো ইস্পাতবরণী
খনিত লৌহপুরে ধ্বনিত ধন্যসুরে
রণিত হউক তব সরণি।

——

# জীব-উদ্ধার

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণবাড়ী, প্রাঙ্গণের কোণে জরাজীর্ণ কূপ।
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন বেলা শরতের শেষ, শব্দ হ'ল—ঝুপ্ !
ব্রাহ্মণ ছুটিয়া গিয়া দেখে উঁকি মারি,—কি একটা প্রাণী
আবছায়া কূপজলে ভাসিছে ডুবিছে খাইছে চোবানি।
সহসা মিলিল সাড়া,—তুর্গা তুর্গা বলো, নহে শিশু নারী ;
পড়েছে কূপের মাঝে অসতর্ক ছাগ, শব্দ উঠে তারি।
সন্নিকটে বাগ্দিপাড়া, ব্রাহ্মণ তখনি পাঠাল সংবাদ,
উঁকি মারি কহে সবে নহে মোর পাঁঠা ; একি পরমাদ !

জীর্ণ কূপে কেবা নামে ? ভাবিল ব্রাহ্মণ ছাগ যদি মরে,
মরিয়া পচিবে ক্রমে, তারপর যাহা ভাবিতে শিহরে।
একমাত্র পুত্রে তার করিল আদেশ,—নেমে যাও কূপে,
এখনও জীবিত আছে, উঠাইয়া ছাগে আনো কোনরূপে।
পিতার আদেশক্রমে ধীরে গেল নামি ব্রাহ্মণ-তনয় ;
পাঁঠা কাঁধে উঠে এল মৃত্যুমুখ হ'তে যেন মৃত্যুঞ্জয়।
নধর নিষিক্ত পাঁঠা পাইয়া উদ্ধার উঠিল দাঁড়ায়ে,
পলাইতে চাহে ক্রমে ব্রাহ্মণ-পুত্রের ত্ব'হাত ছাড়ায়ে।

পাঁঠার মালিক নাই, প্রতিবেশী দিল উপদেশ,
মালিকে করিতে জব্দ এ ছাগনন্দনে কেটে কর শেষ।
জীবন-সংশয় কার্যে নামায়ে তনয়ে সংরুষ্ট ব্রাহ্মণ
দিল মত, বাঁধি পাঁঠা রাখিল খুঁটায়, হৃষ্ট যুবজন।

হেনকালে ছুটে এসে জনৈকা বাগ্‌দিনী ধরে দ্বিজ পায়,
হে ঠাকুর রক্ষা করো, ও পাঁঠা আমার, ছেড়ে দাও তায়।
আশুতোষ দ্বিজ কহে,—বাগ্‌দিনীরে কিছু করি তিরস্কার,
মালিক মিলেছে যবে ছেড়ে দাও ছাগে। শুনে মুখভার
পাড়ার মাংসাশী সব ; উঠিল গুঞ্জন—এ ছাগ মোদের
কূপে নামিবার কালে ছিল না সন্ধান কোন মালিকের।

শুনিয়া বাগ্‌দিনী কাঁদি ব্রাহ্মণে আবার করিল প্রণাম ;
হাসিয়া ব্রাহ্মণ কহে,—পাঁঠাটির তোর কত হবে দাম ?
পাঁঠাটি নিষ্কালী দেখি, সামনে পূজায় হবে প্রয়োজন,
কিছু ন্যায্য মূল্য নিয়ে ঘরে ফিরে যাও, কোরো না ক্রন্দন।

বাগ্‌দিনী হইল হৃষ্টা পেয়ে ন্যায্য দাম গেল ফিরি ঘরে।
সস্তায় নিষ্কালী পাঁঠা পাইয়া ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট অন্তরে।
নধর ছাগের মাংস রহিল পাড়ায় হৃষ্ট প্রতিবেশী।
মৃত্যু হ'তে মুক্তি পেয়ে পাঁঠাটার খুসি সব চেয়ে বেশী।
দেখিয়া পূজার ঘটা ব্রাহ্মণের বাড়ী নাড়ে শিং মাথা,
নিতুই মোটায় যত খায় খুঁটিবাঁধা কাঁঠালের পাতা।

---

## দেহান্তরিত

পরপার হ'তে অপর পারের কথা :—
যে নদীর ঘাট নেই, খেয়া নেই, সেতু নেই,
সেই নদীর পারাপারের কথা।
দুস্তর নিস্তরঙ্গ খরস্রোত,
আর স্তরে স্তরে চোরাবালি ;
অকল্লোলিনী অতলস্পর্শিনী কালিন্দী
অবিদ্যুন্ময়ী মেঘমতী নদী,—
ডুব-সাঁতারে পার হয়ে এলাম।
        সেই রুদ্ধশ্বাস অগাধ নিশীথ-সঞ্চরণ,
        সেই নিশিতে-পাওয়া অকূল স্বপ্ন-সঞ্চরণ!
সে আর আমি, ঐকাত্মিক দেহ আর প্রাণ,
মেঘমতী নদীতে ডুব-সাঁতার।
গতপ্রাণ লঘু দেহ ভাঁটিয়ে ভেসে চ'লে গেল দক্ষিণে,
হৃততনু মুক্তপ্রাণ
উজানে ডুব দিয়ে—
সাঁতরে উঠল উত্তরে।
সেই সদ্য-পাওয়া পরপারের চোরাবালি হ'তে
অপর-পারকে আহ্বান করছি, আকুল হয়ে ডাকছি,
        অকূলে ভেসে যাওয়া হে আমার দেহ,
                অবসান হ'ল কত যুগ,
                প্রাণ দিল কত প্রাণ,
        তোমায় কি কেউ বাঁধতে পারে না?

হে আমার প্রিয়, হে আমার অন্ধের নয়ন,
বধিরের শ্রবণ, তৃষিতের কণ্ঠ,
এস এস ফিরে এস!
আমার এই পরপারের ক্রন্দন
অপর-পারের চোরাবালির চরে ঠেকে
হাহাকার ক'রে উঠল।
মনে হ'ল, সেখানে সেও কাঁদছে।
কেঁদে কেঁদে সে মাটি হ'ল,
আপন অশ্রুতে গ'লে জল হ'ল,
ফঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুরিয়ে গেল তার বুকের হাওয়া,
জ্ব'লে জ্ব'লে জুড়িয়ে গেল তার পাঁজরার আগুন,
অসীম আকাশে নিবে এল তার
ক্লান্ত করের পঞ্চপ্রদীপে
পাণ্ডুশিখার থরকম্পন,
নিভে গেল শ্রাবণ-রাতের
যূথিকুঞ্জে বর্ষণ-ক্ষত খদ্যোতিকা।
তবুও উত্তর হ'তে শুনছি দক্ষিণের কণ্ঠহীন কাঁদন।
সে আমায় কেঁদে কেঁদে ডাকছে, এস এস,
হে আমার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠের সঙ্গীত ;
সারা আকাশে আজ তোমায় চেয়ে
উড়ছে আমার অন্বেষণের আঁচল ;
ধরা দাও, ধরা দাও,—
ব্যর্থ ক'রে যেও না—
কত যুগ যুগান্তের চুপে চুপে সুদীর্ঘ আয়োজন,
ছিন্ন ক'রে যেও না—
কত দেহ দেহান্তের রূপে রূপে সহস্র বন্ধন।

হে আমার প্রিয়তম ;
এস এস ধরা দাও।
অপর-পারের সেই আকুল ক্রন্দন আছড়ে পড়ছে আমার কূলে।
উত্তাল হয়ে উঠল চৈতন্যসাগর,
উদ্দাম হয়ে এল মহান প্রাণ-ঝঞ্ঝা ;
তলিয়ে যাচ্ছে আমার ভার,
ভেসে যাচ্ছে আমার কাঁদন,
ফেটে যাচ্ছে আমার বুদ্বুদ,
অথই চৈতন্যে অচেতন হয়ে এল আমার চেতনা।
এপারে ফুরিয়ে গেলাম আমি,
ওপারে জুড়িয়ে গেল সে।
মাঝে বইছে অকল্লোলিনী অবিদ্যুন্ময়ী মেঘমতী নদী,
আর তাতেই খেয়া দিচ্ছে পারাপারের ক্রন্দন।
কাঁদছে পরপার ;—
আবার কবে কুড়িয়ে পাব
ফুরিয়ে-যাওয়া আমারে,
তোমার পানে ভাসিয়ে দেব তরী ?
কাঁদছে অপর পার ;—
কবে, সে কোন্ আরাধনায়,
অতনু মোর তনুকণায়
জাগবে তীরে পঞ্চপ্রদীপ ধরি' ?
শাশ্বত এই মেঘমতী নদী
আর শাশ্বত এই পারাপারের ক্রন্দন ;
অসেতুকা কালিন্দীর কূলে কূলে
কাঁদে চখা কাঁদে চখী,
বিভাবরী পোহাল,
তিমির হ'তে তিমিরান্তরে।

## বাউল প্রেম

এখন,  বাউল প্রেমের বয়স হয়েছে।
অনেক সওয়া সয়েছে সে
অনেক বওয়া বয়েছে।

এখন,  কুঁচ্‌কে ভুরু মুখপানে সে চায়,—
আজকে তারে ছল্‌ছলিয়ে
ভুলিয়ে নেওয়া দায়।
অমন,  ঠুন্‌কো হাসির টুক্‌রো কত,
তীখন্ আঁখির পাখ্‌না কত,
মৃৎপ্রতিমার রাংতা কত
বুঁচকিতে তার রয়েছে।
বাউল প্রেমের বয়স হয়েছে।

বনের শাখে কোকিল ডাকে মুকুল জাগিয়ে,
মনের ফাঁকে এর কথাটি ওরে লাগিয়ে।
হায়,  বুঝ্‌তে বাকি নাই
ফাঁকি  আগাগোড়াটাই ;—
জান্‌তে বাকি নেই হুনিয়ে,
ফ্‌লের পাশে গুন্‌গুনিয়ে
কান্‌ভাঙানি যে-সব কথা
মৌমাছিরা কয়েছে।
বাউল প্রেমের বয়স হয়েছে।

———

# বিচ্ছেদ

আশী বছরের বৃদ্ধের সাথে—
বাঁধন কাটিল সত্তরার
ষাট বৎসর পরে ;—
রাঙা সাড়ি সিন্দূর আলতায়
চৌদোলে গেল সত্তরা, একা
অশীতি রহিল ঘরে।

সহসা বৃদ্ধ মোর মুখে চেয়ে—
নিস্প্রভ আঁখি অশ্রুতে ছেয়ে
ভগ্নকণ্ঠে শুধাল আমায়—
কি করি এখন ক'ন্‌ত ?
শিশিরকীর্ণ স্বচ্ছ প্রভাত
শেফালী-সুরভি বহে শীতবাত,
অকুণ্ঠ নীল অশেষ আকাশ,—
উড়ে চলে নীলকণ্ঠ !

চাহিয়া ঊর্ধ্বে করযোড়ে নমি'
কহিলাম আমি ডাকি'—
উত্তর দাও—নীল গগনের
হে নীলকণ্ঠ পাখি !

# রজনীগন্ধা

সারা দিনমান বারি সন্ধান,—
ফুরাল আমার দিন,
ডুবিল তপন মরুর স্বপন
দিগন্তে অবলীন।

ফিরিবার পথে আসন্ধ্যা তৃষা
কণ্ঠে দিতেছে হানা,
শূন্য কুটীরে রজনীগন্ধা
দ্বারে দণ্ডায়মানা।

শিশিরসিক্তা সুরভিরিক্তা
প্রভাতে হেরেছি তারে,
সারাদিন কই কণাকরুণাও
ঝরেনি ভিক্ষাধারে।

কাঁদিয়া কহিনু সখি,
আমারই মতন তোমারও জীবন
ব্যর্থই ফুরাল কি!
ফুরাল মোদের নিঃস্ব দিবস
নামে নিঃশশী রাতি,
তিমিরের তীরে স্তব্ধ কুটীরে
তুমি আর আমি সাথী।

দুলিয়া উঠিল রজনীগন্ধা,
বহিল পবন মন্দ,
অন্তরে যেন লাগিল আমার
নব মৃদু মধু গন্ধ!

অন্ধকারের নানা সন্দেহে
সন্ধানি আশে-পাশে,
আমারই সখীর শুভ্র বক্ষে
সৌরভ ফিরে আসে!

বিস্ময় ভরে সস্নেহ করে
টানিয়া নিলাম বুকে,
গন্ধ মেলিয়া মর্মের পানে,
চাহে সে উর্ধ্ব মুখে।

আবার কাঁদিয়া কহিলাম সখি
বড় যে সরম মানি,
এবারের মতো অকথিত রবে
ওই গন্ধের বাণী!

নিঃশশী রাতি ঘেরিল এখন
নিঃশেষ-গীতি কণ্ঠ,
নৈরাশ্যের মহামন্দিরে
শুনালে নূতন মন্ত্র।

কে জানিত অয়ি সে তব মন্ত্রে
শূন্য দিনের পাত্রে
নব সুগন্ধি এ অন্ধকার
উপছি পড়িবে রাত্রে !

সাধ্য ত আর নাহি গাহিবার,
নীরবে যাবো তা জপি'
রাতের সুরভি প্রভাতের পায়ে
নিঃশেষে দিতে সঁপি'।

'রজনীগন্ধা—রজনীগন্ধা'
জপিছে রজনী ঝিল্লী-ছন্দা ;
ঝিকি ঝিকি ঝিকি জপে জপমালা
তারার আলোকে অলকনন্দা ;—
'রজনীগন্ধা—রজনীগন্ধা'...

---

# হেমন্ত সন্ধ্যায়

বন্ধু গো মরমীয়া বন্ধু,
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !
সর্ষেক্ষেতের চোখে মোহ-মোহ স্বপ্ন
মুদে আসে মদ-মদ গন্ধে,
তন্দ্রিত ঘুম তার গুঞ্জিত অনিবার
ফোটাফুলি পাখ্‌নার ছন্দে,—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

সব্‌জি স্থুটির ক্ষেতে ফুলে ফুলে শেজ পেতে
বিপথিক রশ্মিরা শুয়েছে,
শ্যামলী আলুর লতা কুন্তলালুলায়িতা
সাঁঝ সোঁতে সদ্য গা ধুয়েছে,—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

নীরস খেজুরগাছে কি রস উপছিয়াছে
ঝর ঝর অফুরান ঝর্‌ণা,
পূবের তিমিরকূলে নিবিড় তিসির ফুলে
নীলিমা ভুলেছে তার ওড়্‌না,—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

মাঠে মাঠে পাকা ধান অঘ্রানী আঘ্রাণ
কার আসা-পথপানে তুল্‌চে ?
দ্বিতীয়ার চাঁদখানি কাস্তের আধখানি
কোন্ কৃষাণীর মুঠে দুল্‌চে ?
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি,
বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান,
হেমন্তসন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন্ সুন্দরে করি সন্ধান !—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

মিছে সব সঞ্চয়, মিছে এ মরণ-জয়
আজীবন টানি' প্রেমে প্রিমিয়ম্,
রবি না বসিতে পাটে মন ছুটে চলে মাঠে,
এ জীবনে সবই যে ব্যতিক্রম,—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু,
বন্ধু গো মরমীয়া বন্ধু ! ৮

---

# ফাল্গুনী রজনী

ফাল্গুনী রজনী,
রজনী জ্যোৎস্নাময়ী,
জ্যোৎস্নাভরা রজনীগন্ধায়
মৌমাছি ঢুলে মধুতন্দ্রায়।

বোমারুবিমান হঠাৎ হল্লা করে,
সামারু কামান অমনি পাল্লা ধরে,
জান্ বাঁচাইতে জ্যান্ত মানুষ
কবরে কবরে ঢুকিয়া পড়ে,—
রজনীগন্ধা শুভ্র ঝাণ্ডা তুলিয়া ধরে।

কদম্বশাখে বাঁধা হিন্দোল দুলচে,
সখীরা সখার পানে পিচকারী তুলচে,
ছুঁড়ে মারে কুম্‌কুম্‌,
রুম রুম ঝুম ঝুম,
ফাগ মেখে চেনা দায়—
কে পড়চে কার গায়?
ফাল্গুনী রজনী—জ্যোৎস্নাময়ী।

কবরে ঢুকিয়া পাঁকের উপর পড়ি'
দেহ আর প্রাণ শুয়ে আছে জড়াজড়ি,
—শুভ্র রজনীগন্ধার ডাঁটি
এই জ্যোৎস্নায় কে নিলরে কাটি ?—
উড়ে চলে মন যেথায় চল্‌চে হোরি।

যেথা, কালিন্দীতটনীপে বৃন্দাবনে,—
যেথা, জঙ্গীবিমানচারী মেশিন গ্যনে,
যেথা, জলেস্থলে উদার নীলগগনে,—
যেথা, রঙেভরা পিচকারী চলে সঘনে,—
যেথা, চলচে হোরি।
যেথা, চলচে হোরি।

যেথা, বুকে বুকে ধমনী ও শিরার তরঙ্গে
জীবন খেল্‌চে হোরি মরণের সঙ্গে,
হৃদয়ের পিচকারী প্রতি হৃৎকম্পে
জীবনের হাতে উঠে লাল রঙে রাঙায়ে
মরণ ফিরায়ে মারে নীল রঙে নীলায়ে,
হৃদয়ের পাম্পে প্রতি হৃৎকম্পে
আজীবন আমরণ চলচে ত লীলা এ,—
চলচে হোরি, চির চলচে হোরি।

মথুরা বৃন্দাবন রাশিয়া ও চায়না
ঘুরে এসে কয় মন—এসব সে চায় না।
আকাশের তারা ডাকে—আয়, আয়, আয় না ;
কিসের হোরি, মিছে কিসের হোরি ?

উড়িয়া চলিল মন		ছাড়াইয়া বৃন্দাবন,
ছাড়াইয়া যত অঙ্গী পতঙ্গের দল,
ছাড়ায়ে চকোর চন্দ্র,		বিরহ মিলনানন্দ,
যেথা উর্ধ্বে উদাসীন নক্ষত্রমণ্ডল।

বসিয়াছে ব্যোমে, সপ্তর্ষির মহাজিজ্ঞাসা-সভা—
'নভোমন্থন ঘূর্ণাবর্তে ওই কি ধ্রুব?'
অসীমের সেই নিত্যপ্রশ্নে চিত্ত ছুটিয়া চলে
আপন গানের দোটানা দু'খানি ডানার ভরে।

ক্ষুদ্র ধরায় দেহ আর প্রাণ শুয়ে আছে
জড়াজড়ি,
আবীরের ভয়ে কবরে ঢুকিয়া মুখগুঁজে পাঁকে
পড়ি'
জীবন মরণ খেলচে তখন হৃৎকম্পের হোরি।

—

# উৎসব

দৈনিক দীনতাগুচ্ছে আটি বাঁধা বাঁধা
বৎসরে বৎসর—
শুষ্ক তৃণস্তূপ,—
জীর্ণপ্রায় পাণ্ডু ত্রি-প্রান্তর।
সহসা বিদীর্ণ করি' তাম্র দিগন্তর
আসে না উৎসব কোনো ?
মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ-পরশে
দাহন-হরষ আনি'
ক্ষণতরে দেয় না রাঙায়ে প্রাণের আকাশ ?
সমস্ত শূন্যতা
সুপ্রসন্ন, করি সুপ্রকাশ ?

এসো এসো হে উৎসব !
হাসিমুখে একবার করহ আহ্বান ;—
পতিত্ মাঠের মাটি
দিনেকের তরে পেয়ে প্রাণ
উঠুক প্রতিমা হয়ে পূজার মণ্ডপে।
তোমারি মায়ায়
একটি রজনীতরে ঝুটা রাংতায়
উঠুক ঝলিয়া
মহামূল্য মাণিক্যখচিত
কষিতকাঞ্চনসমাদর।

বাঁশের বাঁশীর রন্ধ্রে অধমের মুখে—
নহবতে উঠুক বাজিয়া—
দিব্য সুরে বুকের সানাই।
মরণান্তে প্রসাধিত
অবোলা পশুর চামড়ায়
কাড়া ও নাকাড়া ঢোল
করিয়া উঠুক কলরোল।
মণ্ডপের বদ্ধ নির্জনতা
সহসা খুলিয়া দ্বার হোক মুখরিত
গীতে বাদ্যে গণ্ডগোলে,
আলোক-উজ্জ্বল চন্দ্রাতপতলে
দলে দলে জনসমাগমে।
এ মন্দিরে একদিন
সুন্দর-সুন্দরী নবীনা-নবীন
সাজিয়া আসুক সবে বিচিত্র সজ্জায়
গৌরবে গরবে অলঙ্কারে।
বালক-বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রৌঢ় কি প্রৌঢ়ারা
মলিন আটপৌরে ছাড়ি'
যে যার পোষাকী সাজে
একদিন সাজিয়া আসুক সারি সারি।
বহিয়া আনুক গন্ধ, মাল্য, মাঙ্গলিক।
ভুলি' নিত্য তুচ্ছতা ও কুৎসিতের স্মৃতি
এক সন্ধ্যা সুন্দরের করুক আরতি—
বাহুল্যের সহস্র শিখায়।
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা,
পুষ্প পত্র মন্ত্র হোম দান,
নৃত্য হাসি গান,

দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ রব—
আনো আনো আনো হে উৎসব!
তারি মাঝে—
কি আত্মীয় অনাত্মীয়ে
সসম্ভ্রমে করিয়া আহ্বান,
সুমধুর অশনে ভাষণে
সবারে হৃদয় করি দান।
গুরু বৃদ্ধে করিয়া প্রণাম
করপুটে লভিলাম
মুক্তাসম যত আশীর্বাদ,
গাঁথি' মালা, পরায়ে তরুণ-কণ্ঠে,
পূর্ণ কার অন্তরের সাধ।

কার্পণ্যকুঞ্চিত করে
তিন সন্ধ্যা কাঁচ্চা পোয়া ছটাকের জপ
একদিন ভুলাও উৎসব!
দিনেকের তরে
ভারে ভারে মণে মণে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনহ মোর ঘরে।
অনর্জন অসঞ্চয় ঋণ
এক পাত্রে গণি'
এক রাত্রি করো মোরে ধনী,—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণচাঁদে পূর্ণিমা-রজনী সম।
মিথ্যা করি' ভাগ্যলিপি, লঙ্ঘিয়া বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।

ল'য়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ,
কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে' লাগুক ছোঁয়াচ
হাঘোরিয়া উড়নচণ্ডীর!

তার পর?
তার পর দেখিব চাহিয়া—
তোমার বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট ভস্ম তৃণস্তূপ,
তোমার উচ্ছ্বাসবন্যা আনন্দপ্লাবন,
গেছে ভাসি—
গেছে নামি;—
আর—
ঘিরে' চারি ধার—
সংশয়-সঙ্কুল সন্ধ্যা,—
সঙ্কট-পঙ্কিল তেপান্তর!

তা হোক, তা হোক,—
দিগন্ত নিতান্ত নিরুৎসব,
একবার এসো, হে উৎসব!

———

# আমার বসন্ত

( ১ )

ফিরেছে ফাল্গুন।
কাঁপিছে চঞ্চল দিন—
ধরণী-কপোললীন
চঞ্চল অলক।
আকাশ নীলিম নিষ্পলক।
ফাল্গুনের মধ্যদিন,—
ক্লান্তকণ্ঠ থেমেছে প্রভাতী পিক
রাতের পাপিয়া।
দিগন্তে দেয়ালঘড়ি দোলায় দোলক
ধূপফোটা পাখীকণ্ঠে টক্ টকাটক্ ;—
জীবন ত হয়ে এল ভোর।
এ বাসন্তী ধরণীর
কতটুকু পরিচিত মোর ?
ও-অনন্ত আকাশের কতটুকু ঘোর
ধরিয়াছি ভরিয়াছি
আঁখির এ ক্ষুদ্র পেয়ালায় ?

বিধিবদ্ধ গণ্ডীমাঝে কি দেশে বিদেশে
যেথা যাই আসি
চোখের সম্মুখে উঠে ভাসি
মৃত্যুমুখী জীবনের জন্মগ্রামখানি।

আম জাম কাঁঠাল বাগান
শীর্ণ বিল
মাছরাঙা চিল
দোয়েল পাপিয়া কাক
ছাতার কোকিল বুলবুল,
সজিনা বাতাবী ভাঁট চম্পক বকুল,
পাড়ায় পাড়ায় ঘেঁসাঘেঁসি
বিবাদী নির্বাদী
জনকত আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী,
ধূলাভরা পথ দোল রথ মহরম,
স্বল্পপুঁজি দোকানের প্রগল্‌ভ দোকানা,
বাংলার ক্ষুদ্র গ্রামখানি।

এবার, এ জনমের মতো
এইত ধরণী মোর এই স্বর্গ মানি।
এরি মাঠ-ঘাট বেড়া-দেওয়া জমি
সাধ্য নাই যাই অতিক্রমি'।
বসন্ত যখনই আসে দ্বারে
তারেই নূতন ক'রে জানি ;
তারই ঘাসে ঘাসে
ফিরে ফিরে আসে
যত দূর দেশান্তের শীতের শিশির,
সকল বর্ষার মেঘ
নব নব বৈশাখের কালঝঞ্ঝাবেগ,
তাহারি দিগন্ত ঘেরি ঘুরে ;

যেখানের যত পাখী
সে-হাওয়ায় ডানা রাখি'
তাহারি আকাশ ভরি উড়ে ;
তারি স্বজনের স্মৃতি
বিস্মৃতির অন্তরালে
পরাইয়া দেয় বিশ্বমানবের ভালে
অন্তরের প্রীতির তিলক।

এইত ধরণী মোর
ইহারই বাসন্তী ঘোর
ফিরে ফিরে লাগে এ নয়নে,
সেই বাতায়নে
চেয়ে থাকি, জগতের পানে,—
এল গেল বৈশাখ আষাঢ়,
আশ্বিন পউষ খেয়া-পার,
চলেছে ফাল্গুন—
অলক-চঞ্চল দিন
সন্ধ্যার কবরীলীন,
উঠে চাঁদ ফুটে অন্ধকার,
আঁটিয়া রাতের খামে
পাঠাই বিশ্বের নামে
অন্তরের আনন্দ আমার,—
আমের মঞ্জরী-গন্ধ-মাখা
আমার গ্রামের ছাপ আঁকা।

( ২ )

এসেছে ফাল্গুন ;—
মৌমাছি করিছে গুন্ গুন্,
নানান্ মর্‌সুমী ফুল সখের বাগানে
পপি ফ্লক্‌স্ হলিহক্‌স্ জিনিয়া ডালিয়া
দখিনার সোহাগ-পরশে
রঙিন্ সৌখিন্ অঙ্গ দিয়াছে ঢালিয়া,
টুন্‌টুনিরা মত্ত মধুপানে
দুলে' দুলে'
নিতান্ত অজানা ফুলে ফুলে।
বেল জুঁই চাঁপা কি বকুলে
মনে মনে যে-গন্ধ চুঁয়াই—
কোথাও যোগান্ নাহি পাই ;
ক্ষুব্ধ অভিমানে
বসন্ত মূর্ছিয়া পড়ে প্রাণে।

ফিরে যাই,—
ছোট গ্রাম,—
ছায়াছাঁকা বাসন্তী আতপে
ধূলিপথে শুভ্র আলিপনা,
শ্যামচূড় চম্পকমন্দিরে
প্রভাতের নিত্য পুষ্পাঞ্জলি,
ঝরা ফুলে সমুদার বকুলের মূল,
রক্তিম শিমূল চাহি'
চোখ গেল দিগন্তের

বনে ও বাগানে
টুন্‌টুনিরা মত্ত মধুপানে
দুলে' দুলে'
চির পরিচিত বনফুলে ;
আমের মুকুলে গন্ধ ছুটে,
অন্তরে বসন্ত বেঁচে উঠে।

পপি ফ্লক্‌স্‌ হলিহক্‌স্‌—
শুধাই তাদের—
তোমরা এসেছ যেথা হ'তে
সেথায় বসন্ত জাগে কিনা ?
ইতালি সুইডেন্‌ স্পেন ইরান জাপান
কোথা বহে কেমন দখিনা ?
যাযাবরী কৌতূহলে সর্ব বাধা ঠেলে
অপার পর্বত মরু পার হয়ে এলে
কত না দুর্গম পথে পথে
কোমল ফুলের পাতা ফেলে !
অতসী অপরাজিতা
অশোক কাঞ্চন কুরুবক
করবী কুটজ কর্ণিকার
প্রভাতের সূর্যমুখী সান্ধ্য সন্ধ্যামণি
রাতের রজনীগন্ধা—
হ'ল পরিচয় এ-সবার সনে ?
সমাদর করেছে কি তারা ?

পর্যটন-বিহ্বল কৌতুকে
ওপারের বসন্তের মধু
উচ্ছলি' যা উঠে বুকে বুকে
তুলিয়া দিয়েছ কি তা
এপারের মধুপের মুখে ?
কণ্ঠ ভরি' আনিলে যে সুর,
পরদেশী বিহঙ্গের বিচিত্র মধুর,
পাতি' কান
মধ্যাহ্নের স্তব্ধ পিক শুনেছে সে-গান ?
এপারের দিক্‌বদ্ধ ফাল্গুনী আকাশ
তোমাদের চোখে চোখে
পেয়েছে কি পারান্তের বাসন্তী আভাস ?

পপি ফ্লক্‌স্ হলিহক্‌স্ এ্যাষ্টর্ জিনিয়া
লার্ক্‌স্‌পর্ ডালিয়া পিটুনিয়া,
সর্বদেশে বিদেশিনী ওগো
কে বাঁধিবে তোমাদের মর্‌সুমিয়া মন ?
তোমাদেরি আলিম্পন-পথে
দেশান্তরী বসন্তের শাশ্বত ভ্রমণ।
মধুময় চিত্তে তোমাদের
নিত্যলীলা চিরবসন্তের।
তোমাদের রক্তে পীতে নীলে
উড়ে তারি উত্তরীয় নিখিলে নিখিলে।
আমারি বসন্ত কিগো রহিবে বন্ধনে—
ফাল্গুন-চৈত্রের পুটে
মলয়-পর্বতকূটে
অশোকে কিংশুকে, পাপিয়া কোকিলে ?

নামগোত্রগৃহহীন
অবন্ধন উদাসীন
ডাক দেয় সে কোন্ সুন্দর ?
ফাল্গুন ভূষণ খুলে'
জড়াইছে কটি-মূলে
সায়াহ্ন-গেরুয়া দিক্-অম্বর ;
মুছে ফেলে ললাটের চন্দনের ফোঁটা,
—শুক্লা প্রতিপৎতিথি, মিছে চাঁদ ওঠা—,
মালাছেঁড়া ফুলে
আকাশ ভরিল কূলে কূলে।
চলেছে সে পায়ে পায়ে গুনে'
আলোর হলের মুখে
আঁধারের চষা বুকে
উদাস বৈশাখ বুনে বুনে,—
আর পিছু ডেকোনা ফাল্গুনে।

——

# নওজোয়ার

একি—জরার জোয়ার এল জীবনে
দুঁহু অঙ্গের তটে
খরস্রোতে উন্মূল
তীরতরু থর থর পবনে।

চোখে চোখে ছলোছল
নিস্তল কালো জল
ফেনায়ে উছলি' উঠে
শুভ্র চপল কেশগুচ্ছে।
জমাতে সাঁজের পাড়ি
ত্বক্-তরঙ্গে পড়ি'
জীর্ণ প্রেমের তরী ডুব্‌ছে।

হাল ছেড়ে ভরা গাঙে
ঝাঁপ দিল যৌবন
অতলে তলায়ে গেল
সেই তনু অতুলন,
লবণের বন্যায়
ভাস্‌ল লাবণ্য,
গহিন্ ভাঙন-মুখে
ভাঙা রূপগঞ্জে
নিশ্চিহ্ন্ যে আসন্ন।

ফাটা পাড়ে ধরে টান
    গাঙপাখী ছাড়ে খোপ,
ঝুপ ঝাপ ভেঙে পড়ে
    জুঁইঝাড় বেনাঝোপ,
ভাঙা ডাল ছেঁড়া ফুল
ভেসে-যাওয়া যত ভুল
    কোথায় ফিরছে আজ কে জানে,
    চোখের সমুখ দিয়ে উজানে!

তপন ডুবছে বাঁয়ে
আবছা গেরুয়া গাঁয়ে,
    ডাইনে উঠছে অমাবস্যা,
তেজ কোটালের মুখে
তু'পারে পড়েছে ঝুঁকে
    চৈতি ধরণী নিঃশস্যা।

কূলে কূলে উঠে ফুলে
    ছুঃসহ এ জোয়ার,
পরাণ ধরিতে নারে
    তনুধারণের ভার,—সাথী গো
কল্লোলে ভরে কান,
কণ্ঠে কাঁদিছে গান,
চিতার আলোকে আঁখি
    রাঙায় অন্ধকার রাতি গো!

উজান জোয়ারি হাওয়া,
    হে মম বিহঙ্গমী,
সাধ্য ত নাহি আর
    দু'জনে অতিক্রমি ;
ওগো যৌবন-সখি,
    বুঝেছ কি, বুঝিছ কি ?—
দিবসেরি শুকশারী—
    রজনীর চখাচখী ?
আসিছে বাঁশীর ডাক---
জীবন উজানি' যাক্‌,
যৌবনী অপরাধ
    তুমি ক্ষমো আমি ক্ষমি,
অবশ্যম্ভাবীরে
    তুমি নম' আমি নমি।

হে মম বিহঙ্গমী,
    এই নও-জোয়ারে
এমনই বা কোন ক্ষতি ?
ভেঙে চুরে ধুয়ে যদি
    অকূলে এ-কূল যায় খোয়া রে।

——

# কতদূর

নৈদাঘ প্রান্তর,—
শুষ্ক তৃষ্ণা লেলিহান
অন্তরে লুটায় দ্বিপ্রহর।
ছায়াদণ্ডী জর্জর খর্জুর,
নিঃশব্দ কালের পথে নিঃসঙ্গ পথিক,
মায়াবটমূলে চলে অন্যমনা।
কাঁটাগুল্মনিষণ্ণা জম্বুকী
লেলিহ রসনাচ্ছন্দে জপি' জবাকুসুমসঙ্কাশ
রাঙা সূর্যে করিছে কামনা।

আকাশের চষা ভুঁইএ
খুঁজিছে দিনের কূর্ম রজনীতিমিরজলতল।
পল্বলশৈবালগন্ধী অবগাহ লাগি'
রাশিচক্রে মহামীন উৎপুচ্ছ চঞ্চল।
দিকে দিকে দোর্দণ্ড রদ্দুর,—
সে রাত্রি, সে অবগাহ, কোথা, কতদূর?
ঘুমের অর্গলবদ্ধ বাদুড়ের লৌহপক্ষপুটে
বন্ধদ্বার অনিদ্র মধ্যাহ্ন-কারাগার;
দিক্‌পারে মাথা কুটে রুদ্ধকণ্ঠ বিশ্বের জিজ্ঞাসা:—
কোথা আশা, কোথা বা বিশ্বাস?
শূন্যের ভিতরে শূন্য, আকাশের উপরে আকাশ।

দোর্দণ্ড রদ্দুর,—
ছায়াদণ্ডী জর্জর খর্জুর
নিঃসঙ্গ কালের পথে,—
কতদূর, আরও কতদূর?

———

# মিতার জন্মদিনে

আজি বন্ধু, তব জন্মদিনে
    যে সভায় মিলেছে সবাই,
সে সভার যোগ্য কোনো কথা
    অন্তর খুঁজিয়া নাহি পাই।

ভাবি—যত অখ্যাত দিবসে
    তোমার আশিসে আলিঙ্গনে
যে প্রণাম ফুটি' থরে থরে
    আলো করি' রয়েছে এ মনে,
তাদের ছিঁড়িয়া যদি আজ
    না সাজাই বরণের ডালা,
তাদের বিঁধিয়া যদি আজ
    নাহি গাঁথি সুনিপুণ মালা,
তবে সে কি এত অশোভন
    হবে এত গুরু অপরাধ,
হারাইব বাণীর মন্দিরে
    সকলের নয়ন-প্রসাদ ?

আজ যদি সভায় দাঁড়ায়ে
    চাহি কায়ক্লিষ্ট মুখপানে
জন্মদিনে ভিড়ের উৎসাহে
    সহসা মাতিয়া উঠি গানে,—

'ধন্য কবি আনন্দের অনন্ত নির্ঝর
ধন্য তব অমৃত কবিতা !'
তবে বন্ধু, ভুল হয়েছিল যৌবনেই,
ভুল ক'রে বলেছিলে 'মিতা'।

হয়নি হয়নি কোনো ভুল
তোমাতে আমাতে নেই ফাঁকি,
ছন্দে গাঁথা নহে বনফুল
মোদের হাতের এই রাখী।
যদি ছন্দ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়,
যদি ফুল লুটে ধূলিতলে,
যদি বসন্তের পুষ্পরথ
শ্রাবণ-সঙ্কটে নাহি চলে,
তবুও পথের তুমি গুরু,
তুমি বন্ধু, তুমি মোর মিতা ;
—বিপুলা পৃথ্বীর তরে থাক্
নিরবধি তোমার কবিতা,—
অতি ক্ষুদ্র কামনা আমার,
হে আমার নিত্য-স্মরণীয়,
আমি যতদিন র'ব হেথা
ততদিন তুমিও থাকিও।*

———

*মিতা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

# নবজন্ম

হাজার হাজার বছরের সাধন-সমরে
মুমূর্ষু মানবাত্মা
আজ যখন অনন্যশরণ হয়ে
পেটের দ্বারে সমুপস্থিত,
তখন—
আসন্ন হয়ে এল মানুষের নবজন্ম-লাভ।
সৃষ্টিকর্তার মুখ প্রসব করেছিল ব্রাহ্মণ,
বাহুযুগল—ক্ষত্রিয়,
উরুদ্বয়—বৈশ্য
আর—
শ্রীচরণ হ'তে জন্মেছিল শূদ্র।
সেই পুরাতন সৃষ্টিতে পেট ছিল অজন্মা,
তাই-না জগৎজোড়া এই বৈষম্য।
এবার একমাত্র পেট হ'তে
জন্মাবে বিশ্বের নূতন মানুষ।
তারা সবাই হবে সমাধিকারী
বিধাতার পেটের সন্তান,
একেবারে সহোদর।
কিন্তু সেই মানুষের
কী হবে আশা ভাষা আকাঙ্ক্ষা ?
আমরা দুশ্চিন্তান্বিত।

সেই নূতন মানুষের কাব্য,—
সে কি রচিত হয়েই চলবে শ্রাব্য কবিতায় ?
অর্থাৎ ঃ—

সখি, শুনহ পেটের জ্বালা,
চাটিতে চাটিতে কনকিত ভেল
ভড়ুংয়ে পিতল থালা ।—

অচল হবে না কি
ছন্দে ঝঙ্কৃত অলঙ্কারে কলঙ্কিত
এই সব পেটের প্রেমাত্মক
বা প্রেমের পেটাত্মক কবিতা ?
পেট আছে পেটুক নেই,
ক্ষুধা আছে ক্ষুধিত নেই,
অন্ন আছে নিরন্ন নেই,
শঙ্কর ছেড়েছে ভিক্ষা,
অন্নপূর্ণার হাতের হাতা
কাটছে গণেশের ইঁদুর ।
সাম্যে প্রতিষ্ঠিত সেই কাম্যজগতে
অভিন্ন হবে না কি
পেট ও মানুষ, আত্মা ও আত্মীয় ?
আজ আমরা বুঝি সেই মহাযুগের সন্ধিক্ষণে ?
আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ।

হে ভারত, আজি উন্মুখ হয়ে শোনো
গগনে কোথাও গরগর উঠে কোনো ?
কোন্ মহান পেটুক
আজ অতি-ভোজনের সাধন-সিদ্ধিতে

বসুন্ধরা জুড়ে উত্তান অচেতন ?
নীল আকাশ তো নয়—
যেন তারই অভ্রভেদন উদর !
দিক্ হতে দিগন্ত, কুঁচকি হতে কণ্ঠ
বিস্তৃত স্ফীত বেলুনায়িত
নিদ্রিত মহোদর বিরাট পুরুষ,
গরগর তার নাসাধ্বনি ;
না—ঘরঘর তার নাভিশ্বাস ?

মেঘ ছুটছে,
ঝড় উঠছে,
বিদ্যুতের কশাঘাত,
ঐরাবতের শুঁড়,
দধীচির হাড়
উর্বশীর উরু,
উড়োজাহাজ,
বিস্ফোরণ বিদারণ হাহাকার।
ফেটে যাবে, ফেটে যাবে
বিরাটের এই বেলুনায়িত হিরণ্যগর্ভ উদর !
বেরিয়ে আসবে নবজন্মলাভ ক'রে
লক্ষ কোটি নরসহোদর।
আজ বুঝি আমরা সেই সত্যযুগ-সন্ধিক্ষণে ?
আমরা দুশ্চিন্তামগ্ন।

—

## অদ্বয়

থেকে থেকে মন কেন বা এমন
ভেঙে পড়ে বৈরাগ্যে ?
বসন্ত আজ গিয়েছে যখন,—
যাক্ গে।

গেছে যৌবন এসেছে ত জরা
বহু পুণ্যের কল্যাণে ভরা
পাকা চুলে সীঁথি সিন্দূর-পরা
ঘর করে সেই কল্যাণী ;
জড়াইয়ে তারে চীনাংশুকের
অন্তরালে
আজও বাহিরাই যুগ্ম ভ্রমণে
নিদাঘের প্রতি প্রাতঃকালে
বায়ুভূত আয়ু সন্ধানি'।

ভাগ্যবতী সে-আয়ুষ্মতীর স্বামী
নোয়া ক্ষয় দিয়ে আজও বেঁচে আছি আমি ;
বেঁচে আছে আজও আমার বসুন্ধরা,—
আমারি প্রাণের গানে রূপে রসে
গন্ধে পরশে ভরা।
আজও ত আমার আঁখির তারায়
আকাশের তারা আঁধারের চাঁদ
ডুব দিয়ে দিয়ে রূপ খুঁজে পায়,

কর পাতি' তারি দুয়ারে দাঁড়ায়
আলোর ভিখারী রবি,
পলক ফেলিয়া প্রলয় আঁধার
পলে পলে অনুভবি।

আমারি শ্রবণ রচে নিখিলের গান,
আমারি পরশ-পুলকে বিশ্বপরাণু
বেপথুমান।

নিশ্বাসে মোর মালঞ্চ-কোণে
ফুটাই যোজনগন্ধা,
লীলায়িত করে দুলাই আকাশে
বিজন মনের সন্ধ্যা।
আছে এ জীবন, আছে তাই আজও সব,
মূক অতীতের মুখে তাই ফুটে
আগামীর কলরব।

মোর যৌবনে ফাগুন-পবনে
নবমঞ্জরী জাগালো যারা,
কত কুহরণ কত গুঞ্জন
কত রঞ্জনে রাগালো, তারা
একে একে গেছে চলিয়া, তবু
যায়নি কেবলই ছলিয়া গো!

নীরব সে সব পিক-অলিদল
ছেয়ে আছে মোর অন্তরতল
স্মৃত বিস্মৃত অগণিত গীত-সৌরভে,

তাদেরি কণ্ঠ-পরম্পরায়
ঝরা বকুলের মালা গাঁথি আর
ঋতু-বালিকারা কবরী জড়ায়
নিতি নৃত্যের উৎসবে।

মোর জীবনের দিক্-দিগন্ত ভরি'
কুহক-কণ্ঠে যত ডাকে 'কুহু কুহু',—
মাটীর কবরে খুলি' আবরণ
অঙ্কুরি' উঠে শত শিহরণ,
ফুলে ফুলে আঁখি মেলিয়া মরণ
বেঁচে উঠে মুহু মুহু

জাগে গুঞ্জন উথলে গন্ধ
রসের সাগরে রূপের ছন্দ
শতদলে উঠে দুলিয়া।
একবার ছিঁড়ে হারানো ছড়ানো
আর বার গেঁথে কণ্ঠে জড়ানো,—
আপন নিজনে সৃজন-লয়ের
লীলা-মঞ্জুষা খুলিয়া!

আমি যদি আছি, সবই তবে আছে,
এ মোর জীবনে মরণও যে বাঁচে,
মোর দ্বারে জরা যৌবন যাচে,—
মিছে কেন বৈরাগ্য?
আমারি লীলায় যা আসে যা যায়
থাকে থাক্ যায় যাক্ গো।

# নির্বান্ধব

না জানি কখন বন্ধু আমার
অন্তরে আসি মিশালো !
কেন-বা সে তার পীযূষ-কলস
এক ফোঁটা বিষে বিষালো ?
কেন মিশালো, বন্ধু মিশালো ?

নির্বাণহীন শিয়রের বাতি,
নির্বান্ধব অনিদ্র রাতি
মন্থিত করি' যত ডাকি আমি
বন্ধু আমার বন্ধু চাই,—
মহা-অম্বর-গম্বুজে গুরুগম্ভীরে ফিরে
প্রতিধ্বনিয়া
বন্ধু নাই রে—
তুই ছাড়া তোর বন্ধু নাই !

আমার জীবন ভরিয়া, সেকি
চিরতরে গেল মরিয়া গো !
তৃষাবিন্দু কি ললাটের দোষে
সুধাসিন্ধুরে তৃষালো ?
কেন, মিশালো বন্ধু মিশালো ?

---

# নির্বাসন

মিলন-মলিন ধূলিতললীন
ক্লান্ত এ ভালবাসায়, বন্ধু,
বাঁচাও নিবিড় সজল মেদুর
নববিরহের আশায়, বন্ধু!

পাংশু গগনে পাণ্ডুর চাঁদ,
সব-সাধ-মেটা একি অবসাদ!
জ্যোৎস্নার বালুচরে দিগ্‌বাঁধ
ঢেকে দাও কালো মেঘে;
গুরু গুরু গুরু কাঁপাইয়া বুক
বিদ্যুৎ-ব্যথা শিহরি উঠুক,
শুষ্ক মুখের হাস্য ঝরুক্
ঝড়ের শঙ্কা লেগে।

নিদাঘ রজনী নীরবে দু'জনে
জাগি আজ,
তোমারি চরণে জুড়ি' চারি কর
নির্বাসনের নবনির্দেশ
মাগি আজ।
আজ মেঘদূত ফিরাও উজান পবনে,
অলকাক্লিষ্ট মিলনের ব্যথা,
রামগিরি-গুহাভবনে।

পথে যেতে যেতে যাক্‌ সে কুড়ায়ে
মিলন-মথিত ফুলের মালা,
শিথিল মৌর্বী ভ্রূধনুভ্রষ্ট
ব্যর্থ শরের মৌন জ্বালা।

ভিন্ন করিয়া চুম্বনরত
গততৃষা যত অধরপুট,
সিক্ত করিয়া উদাসীন যত
অনিমেষ আঁখি পল্লবে,
ছিন্ন করিয়া ক্লান্ত শিথিল
প্রাণান্ত ভুজবন্ধন
অকস্মাতের দম্‌কা হাওয়ায়
দুর্লভ করি' বল্লভে,—
নবমেঘদূত ভাসিয়া চলুক দেশে দেশে
রুদ্ধ-কক্ষ অলকা ত্যজিয়া
নিবিড়নীল নিরুদ্দেশে।

দুর্লভ করো বন্ধু আমায়
দুর্লভ করো হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
করো অতিবল্লভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে।

সারারাত জ্বলে সন্ধ্যার দীপ,
ছায়া প'ড়ে আছে পা'য়,

ললাটে ক্লান্তি কালিমার টীকা
নির্বাণ করো এ মিলন-শিখা,
দু'টি হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে
নিঃশেষ করো তায়।

বাসি মুখে হাসি পঙ্কজতার
পঙ্কজে বড় লাগে গুরুভার,
ফিরে যায় যদি পঙ্কেতে তার
গহিন তিমিরতলে,
সেথা সে-আঁধারে রচিবে তপন
নূতন মৃণালে নূতন স্বপন,—
গোপন দুরাশা জানাই বন্ধু
চারি নয়নের জলে।

শেষ হ'ল নিশা, আশিস মাগিয়া
প্রভাতী প্রণাম সারিয়াছে প্রিয়া,
ভোরের বাতাসে আঁচল সারিয়া
চলি' যায় শুভ'খন,
ক্ষম' গো বন্ধু এ মম প্রলাপ,
এবার মিলনে হানো অভিশাপ,
অপলাপ হ'তে বেঁচে যাক্ প্রেম
লভিয়া নির্বাসন।

---

## তরুণ

পাখীরা সব
ডাকছে ভোরে
তারই মাঝে
আমার দোরে
'তরুণ!' ব'লে
ডাক দিল কে ওই!

চম্‌কে দেখি
জানলা খুলে
খোকা যাবে
ভোরের স্কুলে
বন্ধুরা তার,
বগলে সব বই।

রাতের কুঁড়ি
রাত পেরিয়ে
গোলাপ হয়ে
ফুটে,

খোকা, মায়ের
কোল ছাড়িয়ে
'তরুণ' হয়ে
উঠে।

# ভাঙা বছর

প্রলয়ের কোন্ লয়ের মুখে
ভাঙা বছর ভাঙলো ওই !
ছন্দলোভী ওরে কবি,
থামলো রে তোর ছন্দ কই ?
কালবোশেখে কালো মেঘে
এল যখন ঝড়ের পালা,
মিল খুঁজে তুই তুলিস গেঁথে
হাসিমুখের হাঁসের মালা !

ওই বুকে তাই তুলিয়ে দিবি ?
ওই আঁখি তুই ভুলিয়ে নিবি ?
ওই ব্যথায় হাত বুলিয়ে দিবি
স্বপ্নসেবী হায় মূঢ় !
পাগলা শিবের পাগল চেলাই
সিদ্ধি ভাবে ভাংএর ড্যালায়,
ভাঙা চাঁদের রাঙা কুচো—
তাই বাঁধে মাথায় চূড়ো !

সেই গুরু তোর সেই ভোলানাথ
বিষের জ্বালায় প্রলয় নাচে,—
তুই কিনা তার ছন্দ খুঁজিস,
অসংগৎ তাণ্ডবের মাঝে !

অভিনয়ের মঞ্চ নয় এ,
নয় আঁখির প্রবঞ্চনা এ,
সুরবাহারের ঝঞ্ঝনায় এ
দেড়গজীদের নৃত্য নয়।
যে-বিরাট আজ প্রাণের ব্যথায়
বেতাল পায়ে হানে তাথ্যয়,
সেই নটরাজ বিশ্বরাজের
নাট্যশালার ভৃত্য নয়।

চোখ মেলে আজ চারদিকে চা,
থামা রে তোর ছন্দ থামা,
সেতারে তোর যে-তার বাঁধা
সব ক'টা তা'র মুচড়ে নামা।

পেটের দায়ে কচমচিয়ে
চিবোয় পদ্মাসনের মৃণাল,
কটির দায়ে গুহায় ফিরে
বাঘের গায়ে তুলছে রে ছাল,
ভূতনাথের নাচের তলে
ভিড়ে যা সেই ভূতের দলে,
যার কাছে তুই মন্ত্র নিলি
সেই ঠাকুরের রাখ্‌ রে মান।

ভাঙা পাঁজর ডুগডুগিয়ে
বেসুর রাগে বেতাল দিয়ে
হাহাস্বরে ওঠরে গেয়ে
আসর ভাঙার শেষের গান।

তা নয়,—নিয়ে মনের তুলি
কুড়িয়ে এনেও মড়ার খুলি
গোলাপ জলে আলতা গুলি'
আকাশে দিস আল্‌পনা!
সেই ছবি—ওই কালবোশেখী
খাতির ক'রে চলবে সে কি?
ছন্দলোভী ওরে কবি,
একি এ ছাওয়ালপনা!
ভাঙা বছর ভাঙলো রে ওই,
ছন্দ যে তোর থামলো না।

——

# ব্যথার ব্যথী

আজ প্রভাতে চোখের জলে
সাধছে আমায় বেদনা ঃ
তোমার পায়ে এই মিনতি
হও যদি মোর ব্যথার ব্যথী
বাঁশীতে সেধোনা আমায়
ছন্দ দিয়ে বেঁধো না।

তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে
অন্তরালে কাঁন্‌তে দিও,
ফুলের সাজ কি অলঙ্কারে
সাজিও না আর আমায় প্রিয়।
জানো না কি অলঙ্কারে
ক্রন্দসীর কলঙ্ক বাড়ে,
ভাঙা বুকে সমান বোঝা
ফুলের হার কি সাতনরী।
কাজরী রাতের নাচ যোগাতে
শিকল বাজে মঞ্জীরাতে,
সাত দুয়োরে যে-হাত পাতা
কাঁকন যে তার হাতকড়ি।

বাঁধন-হারা কাঁদন আমার
ছিল যে নীল অসীম ছাওয়া,
আমার বাণী ছড়িয়ে দিত
বজ্রশিখায় ঝোড়ো হাওয়া।

তোমার বুকে অশ্রু দেখে
ঝ'রে পড়ি মেঘের থেকে ;
হায় দরদী ব্যথার নদী
দুকূল বাঁধা তোমারো গান ?
প্রভাত রবি রশ্মি হানি'
রঙ বেরঙের তূলি টানি'
তোমার মুখে আমার বুকে
আঁকছে হাসির জয়-নিশান।

বাদল যদি ভালে লেখা
নাইবা দিলে মাদলে ঘা
অরণ্যে ক্রেংকার ধ্বনিতে
নাইবা জেগে উঠলো কেকা।
আমি ব্যথা তুমি ব্যথিত্,
জাতে-ঠেলা অধম পতিত,
মোদের গান যে সুরের অতীত
তোমার কাছেই আমার শেখা।
তবে কেন বাজিয়ে বাঁশী
সাজিয়ে ফুলে অলঙ্কারে,
কেঁদে কেঁদে আমায় নিয়ে
ফিরছো প্রিয় দ্বারে দ্বারে ?

———

# বৈশাখের শাখে

মধ্যাহ্নের মরুবিহঙ্গম
নিঃশব্দ পাখায় করি' অতিক্রম
লোহিতসাগর আর সৈন্ধব-সঙ্গম,
ডানা মুড়ি' বসিল আমার বৈশাখের শাখে।
সেথা আজ—
শস্যহারা প্রান্তর ঊষর ;
সেথায় পারদ-রৌদ্রে আকাশ ধূসর।
বিদেশী বিহঙ্গ আন্‌মনে
চঞ্চু ঘসে শাখে,
বিস্ময়-বিহ্বল বনে
পাতাটি না নড়ে
পাখীটি না ডাকে।
ম্লান চোখে শ্রান্তি সুনিবিড়,
পাখী কি বাঁধিবে হেথা নীড় ?
চাহে ঊর্ধ্বপানে,—
পারদ-ধূসর সেথা আকাশ-দর্পণে
অনাগত শুক্লা রজনীর
আধ-চাঁদ-মুখছায়া ভাসে যেন মনে।
তরুতলে চায়,—
সেথা ছায়া পাতি' দাহ ঘুম যায়।
দক্ষিণে ও বামে—শস্যহারা মাঠ,
নিতান্ত নহে ত অনুর্বরা কঙ্কর-প্রখরা,
খড় কুটা শুষ্ক তৃণ সঞ্চয়ের নানা উঞ্ছে ভরা।

কলভাষা আভাসিয়া আসে
স্তব্ধ চঞ্চুপুটে,
শ্রান্ত আঁখি লুব্ধ হয়ে উঠে।
সংগোপনে বনলতা গুঞ্জন তুলায়—
অজানা বিহঙ্গ হেথা বাঁধিবে কুলায়।

অকস্মাৎ এল ডাক!
ছাড়িয়া বৈশাখ,
বারেক বিদ্যুৎকণ্ঠে ছেদি' দিগন্তর,
মেলি' কালবৈশাখীর পাখা,
ভাঙি' তার ক্ষণপূর্ব আশ্রয়ের শাখা
মহাবিহঙ্গম যায় উড়ে
উধাও সুদূরে।

উড়ে গেছে মরুবিহঙ্গম,—
কোন্ শ্যাম উপকূল,
সে কোন্ প্রশান্ত মহাসাগরসঙ্গম!
ভগ্নশাখ বৈশাখের ফাঁকে
নূতন আকাশ মেলে জ্যোৎস্নাপাণ্ডু আঁখি,
থেকে থেকে বহে মেঠো হাওয়া,
ডেকে ডেকে ওঠে বনপাখী।

———

# রামগাথা

গোলোক ছাড়িয়া কে বা
ভূলোকে করিতে সেবা
মানুষের ঘরে আসি হ'ল অবতীর্ণ।
কার শ্যামরূপে ধরা
হ'ল হেন মনোহরা
কোমল দুর্বাদল শ্যামশ্রীকীর্ণ॥

বালক-বয়সী কে সে
ঋষিসনে বনে এসে
নবনীত-কমকরে ধরি' ধনু দুর্জয়।
নির্ভয়ে দুর্গমে
দুষ্টে দমিয়া ভ্রমে
নাশি' যত রাক্ষসে হরে আশ্রম-ভয়॥

পরশি' চরণপুটে
কাঠ সোনা হয়ে উঠে
পাষাণে পরাণ ফুটে ছুঁয়ে কার অঙ্গ।
হেলা ভরে দিয়ে টান
ভাঙি শিব-ধনুখান
কে লভিল ধরণীর বুকচেরা ধন গো॥

শত ক্ষত্রঘ্ন
ভীম জামদগ্ন্য
কার সনে বিনা রণে মাগি নিল পরাজয়।
পিতৃসত্য তরে
পুত্র কে অকাতরে
ত্যজিয়া সিংহাসন বনবাস বরি লয়॥

ভাই কার প্রিয়তম
সাথে ফিরে ছায়াসম
সুখে দুখে রণে বনে আপনারে ভুলিয়া।
বিমাতা-তনয় কার
না ল'য়ে রাজ্যভার
যুগল পাদুকা তার শিরে লয় তুলিয়া ॥

কোন দ্বিজ মিতা ব'লে
চণ্ডালে নিল কোলে
বনবাস-দুখেও কে সুখনীড় বাঁধে গো।
প্রাণের প্রতিমা কার
ছলে হরে দুরাচার
কার দুখে পশু-পাখী তরুলতা কাঁদে গো।

তোমার আমার মতো
কে দেবতা কাঁদে অত
বনের বানর আসি করে কারে শান্ত।
বালীরে বধিয়া ছলে
কোন্ দেব নরে বলে
তোমাদেরি মতো ভাই আমিও যে ভ্রান্ত ॥

দুষ্ট-দমন-পণে
কে নামে অসম রণে
সাগরে জাঙাল বাঁধি' তরে কার শৌর্য।
রাবণ ত্রিলোকজয়ী
কার ডরে কাঁপে ওই
কার আশে কারাবাসে ধরে সতী ধৈর্য।

লাখো ছেলে দুর্বার
সওয়া লাখ নাতি আর
অসহ সে পাপভার বসুধার কে হরে।
দুষ্কৃত দশাননে
নাশি' সম্মুখ রণে
বন্দিনী-বন্ধন বিমোচন কে করে॥
বুঝাইতে প্রেম কি তা
অনলে কে দিল সীতা
দহিল না দেহ তাঁর কার স্নেহ-লেপনে।
দীর্ঘ দুঃখ পরে
রাজ্য লইয়া করে
আপনার সুখ কে-বা স্মরেও না স্বপনে॥
বসিয়া সিংহাসনে
প্রজারে কে প্রভু গণে
গণমন-সেবাপথে প্রাণধনে কে হারায়।
জাগাতে স্মৃতির চিতা
কে গড়ে সোনার সীতা
সসৈন্যে রণে হারি নিজসুতে কে বাড়ায়॥
গাহে গান আদি-কবি
রবিকুলে কে-বা রবি
কে করে জগৎ আলো আপনারে দহিয়া।
পরে দিতে সব সুখ
কে সহিল সব দুখ
ফুরায় না কার কথা শতমুখে কহিয়া॥
গাও বীণা গাও তাই।
রামনাম মহিমাই॥

---

# কবিজাতক কথা

অনেক কালের গল্প এটি,
শৈশুনাগী যুগে,
যে কালে লোক হৈমমৃগ
বল্‌ত সোনামুগে।
বৌদ্ধযুগও হ'তে পারে—
দেখছি পুরাণ সেঁচে—
বুদ্ধ ছাড়া তখন দেশে
সবাই আছে বেঁচে।
সবাই যে ঠিক বেঁচেই আছে
তাই-বা কিসে বলি?
কাঞ্চীপুরে ছন্দায়তী
পড়বে কেন ঢলি;
ছন্দায়তীই নাম বটে তার,
জাতক কথা কিনা—
আল্‌তা পায়ে বাজছে নূপুর
বাজছে সাথে বীণা।
অমন বীণা কে বাজায় রে!
নাম যে গেলাম ভুলে।
নাচের মুখে ছন্দায়তী
সভায় পড়ে ঢুলে।
ঘুম পেল কি? টল্‌ছে কেন;
দেখছে রাজা চেয়ে,
সমের ঘায়ে মূর্ছা গেল
ছন্দায়তী মেয়ে!
মূর্ছা হ'লে ভাঙবে সে তো;
মূর্ছা এ তো নয়;
বিষ খেয়েছে বিষ খেয়েছে—
ফিসফিসিয়ে কয়।
ছন্দায়তী বিষ খেয়েছে!
বিষ দিল সে কে?
রাজবৈদ্য কোথায় এখন?
আন্ তারে ডেকে।
রুম্‌ঝুম্ ঝুমু মিলিয়ে গেল
আল্‌তারাঙা পায়ে,
চম্পাবরণ নীলিয়ে গেল
পত্রলেখা গায়ে;
এলিয়ে প'ল ছন্দেভরা
গ্রীবা গরবী,
অসীম রাতে ডুবলো আঁখির
পদ্মকরবী।
বীণা ছেড়ে দাঁড়িয়ে কেরে!
কাঞ্চীপুরের কবি,—
দেখছে ঝুঁকে লুটিয়ে পড়া
অপরাজিতার ছবি!

বৈদ্য এসে ফিরলো ঘরে সাধ্যাতীত বলি',
মিল্‌লো কিনা কবির বীণায় গুপ্তবিষের থলি!
রাজা সেদিন বলেছিলেন পরম অনুরাগে—
কালনাগিনী নৃত্য কবি দেখাও ভুজঙ্‌গ্‌-রাগে।
কালনাগিনী নৃত্য যখন উঠছে ক্রমে জমে,
ছন্দায়তী লুটিয়ে প'ল ভুজঙ্‌গ্‌ রাগের সমে।
ভাঙলো সভা, আজ্ঞা দিলেন সব্বদমন রাজা
কাল প্রভাতে হবে হেথায় চন্দায়ুধের সাজা।

রাজার প্রিয় সভা কবি চন্দায়ুধই নাম,
চন্দায়ুধ আর ছন্দায়তী, বৈশালীয়া গ্রাম।
চম্পাবনে সংগোপনে মিল্‌ত দুজনে,
জ্যোৎস্নানিবিড় মৃদুলা-তীর কোকিল কূজনে,
চন্দায়ুধের বীণার তালে ছন্দায়তী নাচে,
বনের শিখী নৃত্য ভুলে পেখম তুলে আছে,
বীণার সুরে যেমন তনু তরঙ্গিয়া উঠে
অশোক চাঁপা কমল-কলি অঙ্গ ভরি' ফুটে।

ঝনন্‌ রন্‌ ঝন্‌—
শিরীষ কাঞ্চন,
ঝমক্‌ ঝম্‌ ঝম্‌—
বন্‌-কেয়া কদম,
ছনক্‌ ছন্‌ ধা—
রজনী-গন্ধা,

রিনিক্‌ রিন্‌ রুনুক্‌ রুন্‌ ঝুনুক্‌ ঝুন্‌ ঝুঁই—
শিউলি জাঁতি বকুল পাঁতি চামেলি বেলী জুঁই

মৃগীর পিছে কাঞ্চীরাজ ধনুক তুলে ধায়,
চম্পাবনে যুগল পানে চম্‌কে ফিরে চায়।
বন্ধু বলি' চন্দায়ুধে দিল আলিঙ্গন,
ধন্য করো রাজার সভা, নইলে আসি বন।
কাঞ্চীপুরে চন্দায়ুধ্ আর ছন্দায়তী চলে,
বীণার সাথে নৃত্যে মাতে নিত্য সভাতলে!
ধন্য রাজা সব্বদমন ধন্য সভা তাঁর
চন্দ যেথা বাজায় বীণা ছন্দা নাচে আর,
লোকের মুখে দেশবিদেশে বার্তা গেল রটি'
কাঞ্চীপুরের কবিপ্রিয়া কাঞ্চীরাজের নটী।
এসব কথা আরও আগের— জাতক কথা কিনা,
ছন্দায়তীর নৃত্যকলা চন্দায়ুধের বীণা।
আজকে শুধু দাঁড়িয়ে দেখে কাঞ্চীপুরের কবি
লুটিয়ে পড়া অপ্‌রাজিতা ছন্দায়তীর ছবি।
আজকে শুধু আজ্ঞা দিল কাঞ্চীপুরের রাজা
কাল প্রভাতে হবে হেথায় চন্দায়ুধের সাজা।
রাতের মতো প্রহরীরা প্রহরা দিক্ সব—
হত্যাকারী চন্দায়ুধ, ছন্দায়তীর শব।

রাত দুপুরে অন্তঃপুরে ভাঙলো রাজার ঘুম,
বাজছে বীণা রিন্‌কি-ঝিনি নূপুর রুমুঝুম্!
অবাক মানি চল্‌লো রাজা কবির ভবনে,
খোলা দুয়ার খাচ্ছে আছাড় ফাগুন পবনে।
সভাস্থানে চাঁদের আলোয় প্রহরা দেয় সব
স্তব্ধ কবি চন্দায়ুধ ছন্দায়তীর শব।
ফিরলো রাজা শয়ন-ঘরে, যেমন এল ঘুম,
বাজলো বীণা রিন্‌কি-ঝিনি নূপুর রুমু ঝুম্!

রাত পোহালো সভাস্থলে লোকারণ্য লোকে,
সিংহাসনে স্তব্ধ রাজা কি জানি কোন্ শোকে !
মন্ত্রী হেঁকে কইছে তখন— —শুনতে এ অদ্ভুত,
ছন্দায়তীর হত্যাকারী তুমি চন্দায়ুধ।
বল্‌তে পারো, তোমার যদি বলার থাকে কিছু।
অচল কবি যেমন ছিল রইলো মাথা নীচু।
মন্ত্রী কহে আবার ডাকি— —শোন কবি চন্দ,
বন্ধু হ'লেও, রাজার বিচার— তোমার প্রাণদণ্ড।
স্তব্ধ হয়ে রাজার আদেশ শুনলো হাজার লোক,
সভার মাঝে রইল নাকো অশ্রুহারা চোখ।
শিকল হাতে এগিয়ে এল প্রধান প্রহরী,
চন্দায়ুধের অঙ্গ ছুঁয়ে উঠলো শিহরি' !
মানুষ কোথা ? পাষাণ এযে রাজার সভাকবি !
পাষাণচোখে দেখছে চেয়ে পাষাণময়ী ছবি।
নীলবরণী ছন্দায়তী ধরণী-লীনা,
লুটিয়ে আছে তারই কাছে নীরব বীণা,
কবির সাথে সবাই তারা পাষাণ হ'ল আজ !
আসন ছেড়ে আপনি এসে দেখেন মহারাজ।
চন্দায়ুধ্ আর ছন্দায়তীর যুগল পাষাণে
থাক্ প্রহরা,—আদেশ হ'ল সভাবসানে।
রাত দুপুরে অন্তঃপুরে রাজার এলে ঘুম
বীণায় বাজে রিন্‌কি-ঝিনি নূপুরে রুম্ ঝুম্।
দিনের বেলা কাঞ্চীরাজা সভায় বসে গিয়া
পাষাণ কবি, পাষাণ বীণা, পাষাণী তার প্রিয়া।

বহুকালের জাতককথা কতক গেছি ভুলে ;
শপথ ক'রে বলছি তবু সত্য আছে মূলে।

---

## চোখের জল

ও-চোখে মানাবে না চোখের জল আর।
কাঁদিয়া অপমান কোরোনা বেদনার।

নাই সে নীলনভে বোশেখী কালো মেঘ,
নাই ত দুরু দুরু আষাঢ়-উদ্বেগ,
কোথা সে শাওনীয়া
বাতাস পুরবীয়া,
কোথা বা বিজলীর ঝলক ছলনার ?
ও-চোখে আনিও না চোখের জল আর।

যে-যূঁথি ঝরি' পড়ি' হারালো পরিমল
তারে কি সাজে আর শিশির ঢলোঢল ?
নিদাঘ-নিপীড়নে
যে বুক সমতল
সেথা কি ছলছলে কমল কহ্লার ?
ও-বুকে ফেলিও না চোখের জল আর।

ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপহাস,
ধুতুরা পারে কি গো ফিরাতে মধুমাস ?

নাই সে ধূপছায়া
নাই সে মেঘমায়া
নাই সে গৌরব হাসি কি কান্নার।
ঊষর ও-কপোলে বিফল জলধার

এখন বসো আসি আসনে উদাসীন,
ঘুরায়ে চলো করে সূতায় গাঁথা দিন,
শুনো না কারা হাসে
কাঁদে ও ভালবাসে,
এখন করো শুধু জপের মালা সার।
সমুখে বহি' যাক্ গঙ্গা খরধার।

ফেলোনা ফেলোনা গো বিফল আঁখিজল
কোরো না অপমান গোপন বেদনার।

—

# শ্রাবণ

শ্রাবণ কাঁদে না আমি কাঁদি ?
কি জানি কিসের ক্ষোভে
জটা খুলে বাঁধি !

লবণ সাগরে মইয়া
পবন যে স্থুরবৈয়াঁ
শালবনে দোলা দিয়ে যায়।
কাদের কাঁদন ভুলি'
কাঁধে বেঁধেছিনু ঝুলি ?
তাদের নিশাস লাগে গায়।

কুটজ কামিনী ভরি
চুলে গোঁজা মঞ্জরী
শ্যামলীরা কাজরী নাচিছে,
বাদল মাদল বাজে,
দিনে রাতে থামে না যে ;—
যা দেখি সকলি বুঝি মিছে !

আমার আঘাটে নেয়ে
ওই যে মেঘ্‌লা মেয়ে
বনপথে পথ নাহি পায়,
পায়ে পায়ে কাঁটা ফুটে
চমকি চমকি উঠে,
লাজে কারে পথ না শুধায়।

হে মোর বনের মৃগ
তুমি পথ জানো কি গো ?
এ বন করিয়া দাও পার।
হে পথভুজঙ্গিনী
আঁকা বাঁকা পথ চিনি
পৌঁছিয়ে দাও ঘরে তার।

হে মম গহন পাখী
পায়ে নাই শৃঙ্খল,
তাই কি একাকী শাখে—
আঁখিতে ঝরিছে জল ?

মনে কি পড়িছে কোনো
কুটীরের দাওয়ায়
পিঞ্জরে দোল খাও
বাদলের হাওয়ায় ?

আমার স্মরণে নাই—
কোথায় যে ছিল ঘর
কোন মরণের সাঁঝে
কারে ক'রে এনু পর !

সেই হ'তে চিরদিন
শ্রাবণ বিরামহীন
মেঘে মেঘে মেঘে পথ খুঁজে।
কাঁধে ঝুলি শিরে জট
পথে শত সঙ্কট
সাথে সাথে আমি ফিরিনু যে।

সে কাঁদে ত আমি কাঁদি,
সে সাধে ত আমি সাধি,
তারে চেয়ে আমিও উদাস।
দিনে সে আমার আলো
রাতে সে আমার কালো
বছরে সে মোর বারো মাস।

গহন মেঘের পার
কোথা আছে কে আমার
সে কথা শ্রাবণই বুঝি জানে,
অমন বিবাগীবেশে
আজও তাই ফিরিছে সে
হারানো পথেরি সন্ধানে।

আমিও যে সাথে সাথে
ঘুরে মরি দিনে রাতে
মনে প্রাণে লাগিয়াছে আঁধি,
শ্রাবণ কাঁদে না আমি কাঁদি ?

——

# মা

মা গো—
তোমার আকাশে অশীতি ঘনায়—
আমি ভেসে চলি ঘাটের টানে,
অভ্যাস বশে মা ব'লে যে ডাকি
সে-ডাকের আজ আছে কি মানে ?

মা-নামের মাঝে যে-মধু লুকানো
সে-মধুর স্বাদ ভুলেছি কবে—
যৌবন-পারে কৈশোর-রেখা
তারও আড়ে দূর সে শৈশবে।

তখন ছিলে মা ধ্যেয়ানের ধন
একশ্চন্দ্র মানসাকাশে,
তব মুখপানে বাড়াতাম বাহু
বাঁধা রহি' তব বাহুর পাশে।

তোমারি তনুর অমৃতমথিত
সদ্যোত্থিত নবনীসম
তোমারি বক্ষে ভাসিত তখন
দুর্লভতম সে-তনু মম।

ছিল সে অধরে দুধের তিয়াস
স্তন্য ছিল মা তোমার স্তনে,
কত চুমা ছিল তোমার মুখে মা
কত সুধা মোর সম্বোধনে।

তোমার হাসির অরুণ কিরণে
ফুটিল সে মুখে প্রথম হাসি,
তোমার মুখের ঝরা মধুভাষে
হ'ল সে কণ্ঠ কলোচ্ছ্বাসী।

ছেলে ও মায়ের সে জগৎ হ'তে
দুজনেই আজি নির্বাসিত,
জরাজর্জর কায়মনোবাক
মরণের আশে জীবন ভীত।

বিসর্জিতার কাঠামো প্রণমি'
ভক্তিমূল্যে আশিস চাহি,
মোর মুখ চেয়ে বোঝনি কি মাতা
কতকাল তব পুত্র নাহি?

মা গো—
ছেলে ও মায়ের জগৎ হইতে
সত্য কি মোরা নির্বাসিত?
যৌবন আর শৈশব বিনা
সেথা কি সকলি অবাঞ্ছিত?

যশোদা ম্যাডোনা গণেশজননী
ভুবনেশ্বরী ষোড়শী তারা,
রূপে যৌবনে স্নেহে লাবণ্যে
মহিমান্বিতা সবাই তারা।

মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—
কবি গাহে গান—যে-মায়ে দেখে,
অথই মর্ত্যে মৃত্যু জিনিল
চিত্রী যে-মার চিত্র এঁকে,

যুগ যুগ ধরি কত না শিল্পী
পাথরে ফুটালো যে-মার ছবি
শত সাধনায় বিমুক্তি পায়
ভক্ত যে-মার চরণ লভি',—
সবাই যে তারা যৌবনময়ী
কত গৌরব-গরব-ভরা,
তোমার ছেলের মায়ের মতন
নহে ত ব্যথিতা অশীতিপরা।

শুষ্কতরুর ভগ্ন শাখায়
কাঠ্‌ঠোকরার ঠোকর সম
মায়ের মহিমা পারে কি রাখিতে
মাতৃনাম এ কণ্ঠে মম ?
অরূপার রূপে মায়ের স্বরূপ
ফুটায়ে তুলি যে সে ভাষা কোথা
কোলাহল তুলে' চেতনার মূলে
ভাঙে কালিন্দী কলস্রোতা।

করধৃত তব এ ভাঙা যষ্ঠি
ভাসে নিষ্প্রভ ও-আঁখি-জলে,
ধূমাবতীসমা দুখিনী তুমি মা,
ষোড়শী পূজা কি আমার চলে ?
ভগ্ন প্রাণের যা কিছু প্রণাম
ক্লান্ত ও পায়ে নামানু সতী,
পরের মায়েরে মা ব'লে ডাকিতে
জীবনে যেন মা না হয় মতি।

———

# ভীমরতি

আমার কথা ছেড়ে দে ভাই,
বাহাত্তুরো বয়েস—
পরমান্ন খেয়ে ভাবি
খেলাম বুঝি পায়েস!

হারিয়ে গেছে মনের চাবি,
S. P. দেখে পুলিশ ভাবি,
উত্তুঙ্গ-বল্মীক-স্তূপে
বলি—উইএর ঢিবি।
সামান্য ঘুসঘুসে জ্বরে
খুসখুসিয়ে রক্ত ঝরে,
ভয়ে মরি—এইরে, বুঝি
ধরলো শেষে T. B.!

অন্নাভাবে দলে দলে
মাটির মানুষ স্বর্গে চলে,—
দুর্ভিক্ষ ভেবে আমি
হচ্ছি মিছে নাকাল।
আরও আছে হাসির কথা,—
শ্যাওড়া গাছে সবুজ লতা
টুক্‌টুকে ফল দুল্‌ছে যে সব
ভাবছি তাদের মাকাল!

ঋজু যখন ঠেকছে সোজা
বক্র যা তা বাঁকা,—
এ রোগের আর ওষুধ কোথা ?
মিথ্যে বেঁচে থাকা।

কানে কি আর কান আছে ভাই ?
কান্না শুনি কাঁদলে সবাই।
মৃতদেহ পরশ ক'রে
চম্‌কে বলি—মড়া!
সর্পভ্রম হচ্ছে সাপে,
পিতৃভ্রম আপন বাপে,
রজ্জুভ্রম হচ্ছে, যখন
ঠেকছে গলায় দড়া।

মায়ের বোন্‌কে ব'লে মাসি
নিজের ভুলে নিজেই হাসি,
হয় বেনারস নয়ত কাশী
যাওয়াই এখন ভালো।
ফাঁকি দিলেই বুঝছি ফাঁকি—
ভীমরতির আর কিই-বা বাকি ?
গৌর যখন গৌরবরণ,
কৃষ্ণ যখন কালো !

——

## বকুলতলীর ঘাটে

রূপনদীতটে বকুলতলীর ঘাটে
সকাল আমার সন্ধ্যা হইয়া যায়,
সিনান সারিয়া ফিরিল যে ছায়াবাটে
সে অপরূপার নির্মম নিরাশায়।

সোঁতের জলের স্নান-পরিচয়
পথে আঁকিলেও থাকিবার নয়,—
ছিল না কি তার জানা ?
তবু সে ফিরিল সিক্ত বসনে
আঁটি' নবতনু সজল শাসনে,
গাঁথিয়া চরণ-চিহ্নের মালা,
না শুনি আমার মানা।
শতছিন্ন সে চিহ্নের মালা,
বক্ষে শুকালো মোর—
বকুলতলীর ঘাটের পবন
বকুলগন্ধে ভোর।

চলে রূপনদী ছলকি ছলকি
বরণে বরণে আলোক ঝলকি
পলে পলে শত বিম্ব ফলকি'
লালস-লাস্য ভরে।

চঞ্চলা নদী ফিরে বাঁকে বাঁকে,
পূবের কামনা পশ্চিমে আঁকে,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে মানস-মরাল
ঘুরে নামে চরে চরে।

বকুলতলীর ঘাটে নদীজল
স্থির ছায়াবুকে স্রোত-চঞ্চল,
সারাখন ঝরা বকুলের সাথে
ঝরা ক্ষণগুলি ভেসে যায়।
কুহু কুহু কাঁপে সুরভি বাতাস
কাঁপে কিসলয়ে বাসন্তীবাস
গুন্ গুন্ কাঁপে পাখার আভাস
নীল নভে কলি হেসে চায়।
মোর চোখে সবই
লাগে যে ছায়ার মালা,—
মনে হয় এ ত সবই মরীচিকা ঃ—
অন্তরে জ্বলে অপরূপা শিখা
গভীর শীতল সলিলে নাহিয়া
নিবিল না যার জ্বালা।

এই রূপনদী ফেলিয়া পিছনে
যে গেল ফিরিয়া আপন নিজনে,
মুগ্ধ কবির সাধ্য-সাধনে
ফিরালো যে হেলা ভরে,

নিবানো দীপের ব্যথা হয়ে জমা
যার দুটি আঁখি হ'ল নিরুপমা,
ঝরা পাঁপড়ির নিতি নিবেদন
যাহার ওষ্ঠাধরে,
ফুরানো গন্ধ যার কেশপাশে
লভে চির আশ্রয়,
হারানো কণ্ঠ যাহার মৌনে
চিরগুঞ্জনময়,
যত কিশোরীর গত কৈশোর
যে মুখের মাঝে ধেয়ান-বিভোর,—
বকুলতলীর ঘাটেতে নাহিয়া
ফিরিল সে ছায়াবাটে।
সকাল হইতে সে অপরূপার
ধেয়ানে ঘনালো সন্ধ্যা আমার,
রূপনদীতীরে তারি নিরাশার
আশ্বাসে বেলা কাটে,
বকুলগন্ধে ভরা গো, শূন্য
বকুলতলীর ঘাটে।

—

# রাত্রি আর অন্ধকার

রাত্রি,
আর অন্ধকার,
আর ভয়,
আকাশের বুক হ'তে
বুকের আকাশে
অনন্ত নিঃশব্দ বিনিময় !
অচল ত্রিকালচক্র রথ।
ভরা ভাদ্র,
মেঘান্ধ অমায়,
মূঢ়প্রায় খুঁজিতেছি যে আমার মায়
সম্মুখে দক্ষিণে বামে,
হয়ত পশ্চাতে,
শুধু হাতরাই ;—
স্পর্শ নাহি পাই।
বিশ্বব্যাপী মহা-অবগুণ্ঠনের
টেনে চলে জের—
একটানা ঝিল্লীধ্বনি।
দৃষ্টির পরিধি
চোখের তারার মাঝে হতেছে তন্ময়।
চিত্তমাঝে নিত্য ভয় মাগিছে আশ্রয়।
অসীমা এ অমা !—

সেই কি আমার মাতা
চির-অন্বেষিতা
নারী মহত্তমা ?
যার হিমস্নিগ্ধ বক্ষ আশ্রয় মাগিয়া
নিরাশ্রয় লেলিহ অঙ্গুলি
অন্ধকার ধরি টানে
অনন্ত কাঁচুলি ?
স্তনন্ধয় শুষ্ক ওষ্ঠাধর
যার স্তনবৃন্ত লাগি উন্মুখ কাতর ?
অঙ্গে অঙ্গে যে অঙ্গের আশ্বাস লাগিয়া
খুঁজিতেছি ভয়ে ভয়ে,
আর অন্ধকারে,
আর রজনী জাগিয়া ?

———

# পরিণতি

অকথন কথা—বন্ধু,
কহি তা কেমনে ?
ভালবেসেছিনু—বন্ধু,
নাহি পড়ে মনে।

রাতের স্বপন—বন্ধু,
দুপ'রের হাটে,
ফাগুনের গন্ধ—বন্ধু,
ধানপাকা মাঠে,

লেপের আরাম—বন্ধু,
বৈশাখী গরমে,
যতই না স্মরি—বন্ধু,
আসে কি স্মরণে ?

বয়স বহুত—বন্ধু,
কহি ইসারায়—
বুকে পিঠে বাণ বন্ধু,
প্রাণ বাহিরায় !

কিশোর কিশোরী—বন্ধু,
কহ বা কেমনে
তেঁতুলের পাতে—বন্ধু,
কাটাও দুজনে ?

কেন রাত জাগো—বন্ধু,
মিছে বাতি জ্বালি' ?
দুজোড়া নয়নে—বন্ধু,
কি দেখো দীপালি ?

মুখের কথাতে—বন্ধু,
আছে বা কি মধু ?
কোটিতে গোটিকে—বন্ধু,
কেন ডাকো—বঁধু ?

দু'তনু মিলায়ে—বন্ধু,
মিলন কি কহ ?
তিলেক দুঠাঁই—বন্ধু,
সেই কি বিরহ ?

কাঁদিতে হাসিছ—বন্ধু,
এ কোন কৌতুক ?
লাজে আঁখি ঢাকি'—বন্ধু,
বুকে রাখো বুক !

কিশোর কিশোরী—বন্ধু,
তোদেরি শপথ—
নিতান্ত স্বতন্ত্র—বন্ধু,
মোদেরি জগৎ।

যত গানই গাহি—বন্ধু,
প্রেম প্রেম জপি,
রূপার স্বরূপে—বন্ধু,
তত প্রাণ সঁপি।

কাঁধে করি' ঘুরি—বন্ধু,
চামড়ার থলি,
অন্তর-অন্তরে—বন্ধু,
যত এঁদো গলি।

কি ফল শোনায়ে—বন্ধু,
সব পরিচয় ?
একটি ব্যথা যে—বন্ধু.
না শুনালে নয়।

আছে আছে আছে—বন্ধু,
রাখিও স্মরণ,
অমর প্রেমের—বন্ধু,
জরা ও মরণ।

পাঁপড়ি ঝরিলে—বন্ধু,
গন্ধ যেথা যায়,
ঝরা-তনু প্রেম—বন্ধু,
রহে যে সেথায়।

———

## বাস্তু

বাস্তু ভিটার বাহির আঙিনাতে—
একটি চাঁপা গাছ,
ফুটে আছে একটি-গাছ ফুল।
বাঁশবাগানের ছিন্ন-ধ্বজা-ঘেরা
চির উদাস, পান্থ আকাশ
এমন গাঁয়ে বাঁধলো যে তার ডেরা,—
আমি জানি, এই চাঁপা তার মূল।
তুচ্ছ চাঁপায় নেই যদি সব লোভই,
গাঁয়ের পূবে আজও বেতো জলায়
উঠবে কেন রবি ?
মড়কহানা বাতাস কেন গন্ধ-লোভাকুল ?
জনবিহীন এমন অযৌবনে
ফাগুন কেন ফিরবে কাঁটাবনে ?
খানায় ভরা আমবাগানে
চাঁদের উঁকিঝুঁকি ?
কোকিল কেন গাইবে অহেতুকী ?
সবার মূলে,—
চাঁপা গাছে একটি-গাছ ফুল।

এই গ্রামেরই মাটি ছানি'
পাঁজায় পোড়া ইঁটে
শত সাধের সাত পুরুষের ভিটে
বিজন সুরে কাঁদে।

লক্ষ্মী-ঝাঁপির কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীপেঁচা বাঁধে
বাস্তু সাপের খোলস-খচা বাসা।
সন্ধ্যেবিহীন অন্ধকারে যাদের যাওয়া আসা
কেবা জানে তাদের পরিচয় ?
শয়ন-ঘরে পালঙ্কেরি তলে
নির্বিবাদে চলে কিনা চলে
বনবিড়ালে খ্যাঁকশিয়ালে হাস্যবিনিময় ?

তবু আজও ঐ চাঁপা তার
খোলে যখন ঝাঁপি,
অরুণ হয়ে উঠে আকাশ,
বাতাস ছুটে দিক্‌বিদিকে
গন্ধ বুকে চাপি' ;
ফাগুন সাথে বোশেখ এসে
বাতায়নে দাঁড়ায় হেসে
নিদ্রাহারা বাসর রাতি যাপি' ;
কবাটভাঙা মন্দিরেতে রিক্ত শিলাবেদী
নিত্যপূজার শুভক্ষণে
বারেক উঠে কাঁপি,—
ঐ চাঁপা তার খোলে যখন ঝাঁপি।

বিজন গাঁয়ে একক চাঁপা গাছে
আজও যখন একটী-গাছ ফুল,—
চুকিয়ে আমি দিইনি সকল আশা
শুকিয়ে আজও যায়নি প্রাণের মূল।

কতকালের কান্না হাসির পুণ্যধারা-তীরে
দাঁড়িয়ে আছে ভিটে,—
সে ধারা কি রুধ্‌বে কুচো ইটে ?
ভাঙাবুকের চাঁপাবরণ মায়া
আমার অনাগত-মাঝে
ধরবে না কি নব নব কায়া ?
ওগো আমার সপ্তপুরুষ পিতৃপিতামহ !
এই চাঁপারই নিত্য ফোটায়
লহ, লহ, আমার পূজা লহ ।
মহাকালের মুঠোয় মাপা
ফুরিয়ে যেদিন যাবে চাঁপা,
সেদিন যেন এই ভিটাতেই
বাসা আমার বাঁধি ;
ঠিক দুপুরে ঘুঘুর সুরে
নিশিরাতের অন্ধপুরে
কালপেঁচাদের কণ্ঠ জুড়ে
আমিই যেন কাঁদি ।

—

# প্রণাম

( কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্বর্ধনায় )

যে দেবতা শিরে ধরিল ধরায়
স্বর্গচ্যুত অশ্রুরাশি
ভস্মভূষণ ভালে যার লিখা
অকুহেলি শিশু-চাঁদের হাসি,
যার বেদনার নিবিড়ানন্দ
ছন্দিত করে সকল দ্বন্দ্ব,
সেই শঙ্করে প্রণমি, হে কবি,
তোমারে প্রণাম করার ছলে,—
ধুতুরা-শুভ্র অন্তর যার
নীলাভ গরল-নীলোৎপলে।

———

# হিমভূমি

( ১ )

কি দুরন্ত শীত !
অন্তর আমার অসাড় অচল।
মেরুহিমে ডুবানো কুহেলি-তূলি
নিশ্চিহ্ন করেছে মোর
পূর্ব ও পশ্চিমঘাট বিন্ধ্য হিমাচল।
অকিঞ্চন কাঞ্চনজঙ্ঘায়
প্রভাত-কিরণ আর পথ নাহি পায়।
নিস্পদ্ম মানস সরোবর ;
নিস্পন্দ পাখায় তুহিন-কাতর
পাংশু হংসদল
তটে তটে স্তব্ধ তন্দ্রাতুর।
অকল্লোল জাহ্নবী যমুনাধারা
পথহারা
তুষারকারায় কঠিন শীতল।

এত শীত,—
আমার অন্তরে এত শীত !
অকূল ভবিষ্য আর অনাদি অতীত
দুই হিমসাগরের ক্ষীণ ব্যবধান
এই মোর বর্তমান
অবলুপ্ত,—
হিমাচ্ছন্ন যোজকপ্রমাণ।

( ২ )

হাতে ধনু পৃষ্ঠে তূণ
কিশোর ফাল্গুন,—কত দূর ?
সুতীক্ষ্ণ সায়কাঘাতে তার
কুহু বলি' চমকি উঠিছে কোন্
বেদনা-বিধুর
দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দ্বীপান্তের বন !
সিন্ধুনীল আকাশের কোলে
শুভ্র ঊর্মি-ফেন-দোলে
দলে দলে চলিছে তুলিয়া তরঙ্গ-কপোত।
একাগ্র অর্ণব-বায়ু অরণ্যশাখায় মর্মর-বিহ্বল।
স্বচ্ছ রৌদ্রে পুচ্ছ তরঙ্গিয়া বিচিত্র পাখায়—
উড়িয়া ফিরিছে দিকে দিকে
কাকলি-মুখর অপূর্ব বিহঙ্গদল।
নারিকেল-কুঞ্জতলে
গন্ধ-বিনিময় চলে
চন্দনে ও পেলব এলায়,
সাধে ঢেউ সারাবেলা আতপ্ত বেলায়।
হাতে ধনু পৃষ্ঠে তূণ ফিরিছে ফাল্গুন বনে বনে
দূর দ্বীপান্তের নির্বাসনে।
কম্বু-কণ্ঠে তার
দুলে মুক্তাহার,
উষ্ণীষ কাঁপিছে শিরে শুক্তিগন্ধী সাগর-পবনে।

নীলাম্বরে নির্বিঘ্ন তপন,—
শীতার্তের নিশান্ত স্বপন।

## দোলে দুলে উঠি

বহুদিন পরে, বন্ধু, বহুকাল পরে
এলে যদি ঘরে বন্ধু, আবার শুধাই,—
এর কি উপায় কিছু নাই ?
এই যে ফাল্গুন এলে আচম্‌কা খুশি হয়ে ওঠা ?
ক্ষুদ্র-পক্ষ হুলবান্ কীটের সমান
ফুল হ'তে ফুলান্তরে ছোটা ?
হাজার হাজার বর্ষ ধরি'
একই রস ভিন্ন ভাঁড়ে ভরি'
এই যে চলেছে বিতরণ,—
যুগে যুগে ভবজন যাহা
অগত্যা করিয়া চলে গলাধঃকরণ
কায়ক্লান্তিহর তাড়ির মতন,—
তাই নিয়ে ভাঙা ভাঁড়ে, ঘুরে মরা দ্বারে দ্বারে,—
একি অভিশাপ ! একি নির্যাতন !

নিদাঘে ফটিক জল কেন হাঁকি ?
ঝড়ে ঝোড়ো কাক হয়ে কারে ডাকি ?
বাদলে ভিজে-বেড়াল,—অথবা দদ্দুররূপে
পরম পল্বলানন্দ মাখি !
শরতে সোনালি রৌদ্রে বিজয়ার শুভসিদ্ধি ঘুঁটি,
ঝুলনে ঝুলিয়া পড়ি, রাসে নেচে মরি,
দোলে দুলে উঠি ।

ঋতু-বিপর্যয়ে রোমে রোমে
কভু স্বেদ, কভু কম্প, কভু বা পুলক-শিহরণ !
সাথে সাথে মাসিকে মাসিকে বাৎসরিকে
চলে তারি চুক্তি-সুসম্মত স্বভাব-স্ফূরণ,—
চল্লিশ-ছত্তুরে কবিতায় সম্মান-দক্ষিণা-আহরণ !
এই ত জীবন !

লাগে বন্ধু লাগে মিঠে,—ভাড়াটে শ্রীখোলে উঠে
তাঘিনি তাঘিনি ঘিনি বোল।
মানি বন্ধু মহাপুণ্য,—
কড়িকাঠে-বাঁধা-দড়ি
স্বয়ং শ্রীরাধাগোবিন্দের
প্রেমানন্দে বারান্দার দোল।
তবু আজ ক্ষম প্রিয়তম !
শ্লথছিপি বোতলের সোডাজলসম
বিস্বাদ জীবন মম—ঢেলে ফেলে দাও।
আশ্বাস দিও না আর, ফিরিবে না স্বাদ তার
মিশাও যদি বা বন্ধু মামুলি সুধাও।

কি যে আমি চাই ?—
অভিরুচি নাই বন্ধু তোমারে জানাই।

———

# নব-কণিকা

—এক—

দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি ?
উভয় সঙ্কটে পড়ি' দ্বার রাখি খুলি ;—
ঘরের ভিতরে বেধে গেল চুলোচুলি।

—দুই—

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে
উভয়ই সমান তার বুঝেছে অধম,
নির্বিচারে দেয় তাই উত্তম-মধ্যম।

—তিন—

ধ্বনি কহে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করো
মোর কাছে ঋণী তাই পাছে ধরা পড়ো।
প্রতিধ্বনি কহে তুমি করো না নালিশ,
অঋণ-শালিসী বোর্ডে হইবে শালিস।

—চার—

ছাতা কয় সবিনয়, মাথা মহাশয়,
চিরদিন রৌদ্রবৃষ্টি কারেও না সয়।
নিজগুণে একবার হও যদি ছাতা,
তোমারি তলায় আমি হয়ে থাকি মাথা।

মাথা কয়, ওরে ছাতা তুই বড় গাধা,
এতদিনে বুঝিলিনে মাথার মর্যাদা ?
বুঝিলিনে তারি গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
তোর একমাত্র কাজ তারে রক্ষা করা ?
ছাতা বলে, তাই মাথা হ'তে চাই দাদা,
মাথা ছাড়া কে বুঝিবে মাথার মর্যাদা ?

—পাঁচ—

গ্রীষ্মে রাতভোর গলদ্ঘর্ম,
কাঁদচে একটানা মা'র খোকা,
কর্‌চে গোটা গোটা গায়ের চর্ম
দংশি' মশা আর ছারপোকা,
বাল্যসখা যত বিত্তশূন্য,
ভার্যা ভাষে শুধু হক্ কথা,—
ঘরেই মিলছে ত বনের পুণ্য,
বানপ্রস্থটা মূর্খতা।

—ছয়—

হাটের পথে তরুণ পথিক, 'কবি' ব'লে কর্‌লে প্রণাম,—
চিংড়িমাছের পুঁটলি হাতে আমি তখন ফিরছি বাড়ী।
এই দু'পরে তোমার দ্বারে বন্ধু, আমি তাইত এলাম,
খটকা আমার মিটচে না ভাই, মাছ ছাড়ি কি কাব্য ছাড়ি।

——

# নববর্ষের সূর্য

( ধ্যান )

'রক্ত-অম্বুজ-আসন-সমাসীন
জগৎপতি ভানু গুণের সিন্ধু,
পদ্মে বরাভয়ে শোভিত চারি কর,
মাণিক-ঝলমল মুকুট শিরোপর,
অরুণ তনু ঝলে,
বিশাল ভালে জ্বলে
তৃতীয় নয়নের তিলকবিন্দু।
ও-ওম্ হ্রীং হ্রাং সঃ নমস্কার,
নমি শ্রীভগবান সূর্যে বার বার।'

হে সবিতা, উঠ, জাগো!
নববর্ষে তব মুখে
শুনিবারে নব সৌরগীতা
তোমারি আশ্রিতা পৃথ্বী
তোমারে ধ্যেয়ায় ঊর্ধ্বমুখে।
হেমগর্ভমণিময়মুকুট-ময়ূখে
উদ্ভাসিয়া নিজ পথ
উঠে এস, হে সূর্য,
জাগাও তব এ সৌর জগৎ।
তোমার অদৃশ্য আকর্ষণে
বাঁধা আমাদের পৃথ্বী বসন্তে বর্ষণে।'

বাঁধা বুধ শুক্র বৃহস্পতি গ্রহবর,
মঙ্গলামঙ্গল শনৈশ্চর।
কত উপগ্রহ উল্কাপুঞ্জ কত,
দূর হ'তে দূরে
অচ্ছেদ্য বন্ধনে তোমা করে প্রদক্ষিণ।
ছিন্ন করি' তব
প্রেমের কৈতব
মুক্তি কামনায় যারা
ছুটাইল তাহাদের উর্ধ্বকেতু রথ,—
তারা যুগান্তরে—
হেরিল বিস্ময়-ভরে
সেই তোমা পানে ঘুরে এল পথ!
সকল চক্রের চক্রী,—
সব বন্ধনের কেন্দ্র তুমি।
সপ্তাশ্বযোজিত রথে
সংহৃত-সহস্ররশ্মিধর
প্রণতোঽস্মি তোমা জবাকুসুমসঙ্কাশ
দিবাকর।

নববর্ষে করো সুপ্রকাশ
বন্ধন-বন্দনা মন্ত্র।
লহ অর্ঘ্য সচন্দন সদ্য-ফোটা ফুলে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে তুমি যার মূলে।
বৃন্তের উপর সে শুকায়,
খসিয়া সে পড়ে মৃত্তিকায়,
পুনরায় ঘুরে সে মুকুলে,—
তুমি আছ এ চক্রের মূলে।

ফুলে-ফলে জীবনে মরণে
হাসি ও ক্রন্দনে
ঘুরিছে সকল চক্র তোমারি বন্ধনে,
বন্দিনী এ ধরণীর সনে।

হে সবিতা, উঠ, জাগো!
নববর্ষে তব মুখে
শুনিবারে নবতর বন্ধনের গীতা
আমিও উন্মুখ আজি।
আমি প্রতিদিন জাগি তুমি না জাগিতে,
ভোরের কাকের ডাক শ্রবণে লাগিতে।
কাল মহাবিষুব-সংক্রান্তি-দিনে
উঠেছিলে বুঝি মীনে?
আজিকে উদয় তব মেষে?
আমার যে হ'ল সারা প্রভাতী ভ্রমণ,
কখন হইবে তব
মীন হ'তে মেষে সংক্রমণ?
জানি না কোথায়
কোন্ নক্ষত্রের দেশে
বিশাখা মিলিছে চন্দ্রমায়।
জানি না সে কোন্ দুঃসাহসী
অন্তরীক্ষে পশি'
তব করে বাঁধিছে বৈশাখী রাখী।
আমি শুধু জানি,—
আমার মাঠের শেষে—

বৃদ্ধ অশ্বত্থের বলিজীর্ণ শাখে
আতাম্র নশ্বর নব পল্লবের ফাঁকে
কাল তব হেরেছি উদয়।
আজও তারি পানে আছি চেয়ে,
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বুক বেয়ে
দেখিব তোমার
শ্যাম পত্র হ'তে পত্রান্তরে—
নিঃশব্দ সঞ্চার।

চেয়ে আছি আর শুনিতেছি,
মনে মনে মনে গুণিতেছি—
বুকের ঘড়ির চক্রে
ঘুরে কাঁটা মিনিটে মিনিটে,
বন্ধনের প্রতিধ্বনি মর্মরিয়া
সেকেণ্ডের প্রতি গিঁঠে গিঁঠে।
আজি নববর্ষ-প্রাতে, তোমার উদয় সাথে—
মিলায়ে আমার ঘড়ি
খড়ি টানি' দিয়ে যাবো আঁক,—
দুর্ভাগিনী ধরিত্রীর
মহাশূন্যে নির্বন্ধ-বন্ধন-চক্রপথে—
এই হেথা নব শুভ পহেলা বৈশাখ।

——

# স্ব-রূপ

শোনো ভাই, বঙ্গীয় প্রবুদ্ধ কবিগণ,
তোমাদেরি শ্রাদ্ধীয় এ কবির বিবরণ।
কাব্যের প্রেরণা যে রক্তেরি নেশা রে,
মাথা ঘুরে' প'ড়ে মরি তারি হাই প্রেশারে।
অঙ্গের রং ছিল চিরদিনই ময়লা,
পোড় খেয়ে হ'ল খাঁটি বঙ্গের কয়লা।
জাগাতে পেটের কুলকুণ্ডলী সুপ্ত
মাথায় উঠিছে জাগি মহেন্দ্রলুপ্ত।
বাণীনিকুঞ্জে বীণা সাধিতে ও সাধিতে
দেহখানি গেল ভরি আধিতে ও ব্যাধিতে।
ছন্দোবন্ধে চিরসুন্দরে সেবিয়াই
এত দিনে বাগিয়েছি শ্রীমুখের কী শোভাই!
অধুনা না দেখে থাকো—খুলে ধরো দর্পন,
দু'ফোঁটা চোখের জল করো তারে অর্পণ।
তবু মনে হয় ক্ষোভ—এরি ফটো তুলায়ে
কেন না দেশের লোক রাখে ঘরে ঝুলায়ে!
বুঝেও বুঝি না—একি কবিজন-চেহারা?—
বাণীর পাল্কিবাহী বুড়ো উড়ে বেহারা!
বল্‌বে—এসব কথা দেহসর্বস্ব;
কবির স্বরূপ তার অন্তরে পশ্য।
হায় হায় চর্ম যে মর্মেও ঢুক্‌লো,
কেশ বিনে দেহে মনে কিছু নাই শুক্ল।
ভাবি তাই—দুনিয়ার সব 'ইয়ে' ভ্রান্ত,
পাঠকে ও প্রকাশকে ঘোর চক্রান্ত!

আঙুলের ঠ্যালা-মূলে যতনা গোবর্ধন
পর্বত হয়ে উঠে লভি' সম্বর্ধন।
হায় হায় দেশটা কি হল সূর্যান্ধ!
কবি কি হ'লেই হ'ল, মেলালেই ছন্দ?
সভায় বুঝিয়ে বলি করি কূটতর্ক—
সবাই জোনাকি (মানে অহমেব অর্ক)।
বুদ্ধির সাথে ক্রমে শুদ্ধিরও হয় লোপ,
কোপ তুলে ব'সে আছি—কখন বা আসে ঝোপ।
রসোত্তীর্ণ মহা-আত্মার মহিমায়
দারাসুত পরিবার ঘেঁষে নাকো ত্রিসীমায়!
করিয়া কলমপাত ভরি যার গহ্বর
তারাই যে পুঁছল না,—কা কথা অন্যপর?
তখন স্মরণে আসে দূর গিরিকন্দরে
মোর তরে আঁখি ঝুরে,—সেই চিরসুন্দরে।
কৃপা হয়—দেখে সব আধুনিক চ্যাংড়ায়,
তারি খোঁজে রবাহুত ভুল পথে ল্যাংড়ায়।
তখন কাব্য রচি মনের আনন্দে,
ভাবের ধোঁয়ায় করি সকালকে সন্ধ্যে।
দেহ মনে আত্মায় এহেন যে গুণধর,
সত্য কি তারি লাগি' কাঁদে চিরসুন্দর?
ওগো চিরসুন্দর, অয়ি চিরসুন্দরী!
এবার রেহাই দাও, তোমাদের পায়ে ধরি।
মাঝে মাঝে ভাবি—করি তোমাদেরি দংশন!
এখানো উপায় আছে—দাও মোটা পেন্‌সন্‌।
তোমরা শুনলে যারা প্রবুদ্ধ কবি-ভাই,
তোমাদের কাছে শুধু দু'ফোঁটা অশ্রু চাই।

# কন্যাদান

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে উথ্‌লে উঠে বান।
কোথায় বুঝি সাঙ্গ হ'ল তিন কন্যে দান।

তিনটি মেয়ে ঋণ শুধে যায় তিনটি কাঠা চালে,—
'বউ কথা কও' ডাকছে পাখী কনকচাঁপার ডালে।

ঝাপ্‌সা মাঠে হারিয়ে গেল অশ্রুমতির দুল্,
খেয়ার ঘাটে পড়লো খ'সে খোঁপায় গোঁজা ফুল।

ঘোমটা লেগে খসেছে ফুল নোটন্ বেণী খুলে,
সোঁতে ভেসে ঠেক্‌লো এসে ভাঙাঘাটের মূলে।

ফুলের মুখে একটি ফোঁটা চেনা মুখের হাসি,—
ধরতে গেলে ঢেউএর দোলে সোঁতে চলে ভাসি।

ধোরো না ধোরো না ও ফুল সোঁতের বড় টান ;—
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে—উথ্‌লে উঠে বান।

——

# স্বরাজ সমরে

দিনে ঝোল ভাত, রাত্রে দু'খানি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি,
তাও যে বন্ধু সহিছে না পেটে, দিন রাত খোঁচাখুঁচি।
খুঁজে নিয়ে মালা ঝুলি
ত্রিসন্ধ্যা তাই শুধু হাতড়াই,—এল কি হজ্‌মিগুলি!
যত ব্যথা আছে 'কলিকের' কাছে করে সব ঘাড় নিচু,
দৈব ছাড়া এ দারুণ ব্যাধিতে নৈব উপায় কিছু।
প্রাণের ব্যথার রূপক বানাতে তুলিনি একথা ভাই,
শূলগ্রস্ত পেটের ব্যথার নাহি কূল নাহি থাই।
অসাব্যস্ত জর্জর দেহে চির বুর্জোয়া পেট
দেশজোড়া এই স্বরাজ সমরে করে মোর মাথা হেঁট।
কহ হে অন্তর্যামী,
এই যন্ত্রণা বহিয়া কেমনে হই স্বাধীনতাকামী?
ধরো,—এল স্বাধীনতা ;—
ঘরে ঘরে ঘরে শুধু পেট ভ'রে উঠিবে খাবারই কথা।
যে খাবার খেয়ে হয়েছে আমার এমন যাবার দশা,
সে বিষ সবায় খাওয়াইতে চায় যত না প্রথিতযশাঃ!
আমি ত বুঝি না এ প্রচেষ্টায় মোর কি সুবিধা হবে,
স্বাধীন হইয়া কলিকে ভোগার সেই নব গৌরবে?
সহ্য যাহার হয় না বন্ধু দু'খানি ফুল্কো লুচি
কোন্ ভরসায় গিলিবে সে হায় ডাহা স্বরাজের কুচি?
আমি চ'লে যাবো, কিছুকাল পরে দেখে নিও ভাই তুমি,—
স্বাধীন কলিকে ছট্ ফট্ করে বিশাল ভারত-ভূমি।

বহু ভেবে কহি তাই—
স্বরাজের আগে ছিল প্রয়োজন কলিকের দাওয়াই।
এই স্বরাজের লাগি'
এল গেল কত কবি, বিপ্লবী, কত নিষ্কামী, ত্যাগী।
বরিল তাহারা অকূল আঁধার আলোর পর্দা তুলে',
তরিল মৃত্যু হাসিয়া ফাঁসির লছমন-ঝোলে ঝুলে'।
বন্ধু তাদের নাম—
তোমার খাতায় থাকে না ত লেখা, আমরাও ভুলিলাম!
এ কাটা ঠোঁটের আগে
যে প্রশ্ন আজ উঠিছে ফুটিয়া কহিতে সরমও লাগে।
নামরূপহীন সেই প্রাণগুলি কোথায় ঠেলেছ বন্ধু?
গোপন বিচারে পার করি কারে দিলে গো সপ্তসিন্ধু?
বাংলার কবি যুগশ্লাভিয়ায় চালায় কি কল্-ঘানি?
বাঘা বিপ্লবী হ'ল কি বোমারু ইংরাজ বৈমানি?

পড়ি' তব ফট্‌কায়
কে সে নিষ্কামী ঘর বাঁধিয়াছে দূর কাম্‌স্‌কট্‌কায়?
দেশপ্রেমের পরম পুণ্যে এই বঙ্গেই ঘুরি'
সর্বত্যাগী কে ভাগ্যবান্ লভে খান্-বাহাদুরী?
ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও, বাম হাত হ'তে ডানে,
কখন যে কারে কোথা কেন ঠ্যালো সে কথাটি কে বা জানে?
মিছে যত বিদ্রোহ,
মিথ্যা বন্ধু তোমার রাজ্যে স্বরাজ আনার মোহ।
তোমার জাহাজে বস্তাবন্দী মানবাত্মার মাল
আমদানি আর রপ্তানি-মুখে ঘুরে মরে চিরকাল।
গুদামের মাল গুদামের 'পরে মালিকানি যদি চায়,—
বস্তা বস্তা জাহাজে উঠিয়া সস্তা চালান যায়।

গুদামের ছাদ ছ্যাঁদাময় কেন ?   ছ্যালে ইঁদুরের গর্ত !
মালিক হইয়া কেন রাখিছে না নিজ্ মেরামতি সর্ত ?—
মালে ও মালিকে এ অজাযুদ্ধে, এ-দাম্পত্য কলহে,
কলিক্ ভুলিয়া যদি নাহি ভিড়ি কিবা দোষ তাহে বলো হে !

এবার বন্ধু কোন্ বন্দরে আমার চালান হবে ?
বৈতরণীর স্পেশ্যাল তরণী লবে কোন্ রৌরবে ?—
·········বান্ধবতাময় ছন্দ টুটিয়া কি
সহসা সন্ত্রাসে ভরিবে দুটি আঁখি ?
চরণ ধরি' তব          কাঁদিয়া মাগি লব
একের করুণায় দু'য়ের অপমান ?
বোশেখী আকাশের কালো প্রতীচ্যে
আলোর শঙ্কা যে ঝিলিক্ দিচ্চে,
নেমেছে ঝোড়ো হাওয়া     থেমেছে দাঁড় বাওয়া
পিছনে দ্বিধা ফেলি' উধাও তরীখান !

সকল তরণীর ওগো অতরণীয় !
সকল স্মরণের অবিস্মরণীয় !
আঁধার রাতে রাতে          চলেছ সাথে সাথে
পারায়ে দিতে বুঝি মৃত্যু পারাবার।
জীবনে দিলে ভরি বাঁধন-বিধুরতা,—
মরণে দেবে না কি মরারও স্বাধীনতা ?
ডুবায়ে দিয়ে তরী          যদি গো ডুবে মরি,—
শেষ কি হবে না এ-অশেষ পারাপার ?
বন্ধু, মরণের বন্ধু, হে আমার
বন্ধু গো············

—

# মায়াপাখী

ফাগুন ফুরালো গাছে গাছে ;—
কি পাখী বোশেখী শাখে
একা ব'সে আছে ?
কখনো সে গাহে কুহু,
কভু কাঁদে গেল চোখ,
কভু বা ঘু-ঘ্রূ ঘু-হু
ডেকে তোলে প্রেতলোক।
কখনো ফটিক জল ফুকরায়,
কখনো ফুকর ভালে
ঠক্ ঠক্ ঠুক্‌রায়।
বকম্ বক্ বকম্
কভু বা ধরে পেখম্,
কভু শ্যেন-আঁখি হানি'
মরণে বিঁধিতে চায়।

বোশেখী শাখায় শাখী
ও-কোন্ ফাঁকির পাখী
ফাগুন-ফুরানো এ-অরণ্যে ?
সারা বসন্ত, মন,
করিলি কি আরাধন
হরবোলা ও-পাখীর জন্যে ?
হাতে নিয়ে জাল দড়ি
রদ্দুরে দোড়োদোড়ি—

এ-বয়সে আর কি সে পোষাবে ?
এই কাছে এই দূরে
মায়া-কণ্ঠের সুরে
আজও তোরে ওঠাবে ও বসাবে ?
ওরে ও ছন্নছাড়া
চিরকেলে পাখমারা
শেষে কি পাখীর হাতে মরবি ?
যে গান তুলিলি বেঁধে
তারি ছাঁদ পায়ে ছেঁদে
কাঁটাবনে মুখ গুঁজে পড়বি ?

শোন মোর পরামর্শ'—
যদি থির হয়ে বস'
আপনি হইবে হৃদয়ঙ্গম—
ও যে তোরি মরা গান
ধরেছে পাখীর ভান,
কে ধরিবে সে মায়াবিহঙ্গম ?
যত ফাল্গুনী ফাঁকি
বোশেখে কি থাকে বাকি
বুঝিতে,
ফুরাবি কি বাকি বেলা
বনে বনে হরবোলা
খুঁজিতে ?

ওরে,—ফাগুন ফুরানো গাছে গাছে
মায়াপাখী ফাঁদ পাতিয়াছে !

—

# মালাবদল

ফির্‌তেছিলাম বাইসিকেলে শালগামুদে রোডে
চুকিয়ে পথের শালতামামি চৈতি চড়া রোদে।
বয়স তখন হবে বোধ হয় আটাশ উনত্রিশ,
পায়ের চাপে ঘুরছে চাকা, চলছে মুখে শিস্‌।
সূর্য তখন মাঝ গগনে, দরদরিয়ে ঘাম,—
বুড়ো ঝাউ-এর ছিন্ন ছায়ে বাইক্‌ থামালাম।

শুধাই তারে— বয়স কত ওগো বুড়ো ঝাউ?
বুড়ো বলে— দেওয়ান তখন রামভদ্র শাউ;
এ তল্লাটে কুঠির সেরা শালগামুদে কুঠি,
সাহেব সুবো পা'ক পেয়াদা সদাই ছুটোছুটি।
সেলাম দিলে স্যোয়ান সাহেব দেওয়ান হ'ল খাড়া,
মেমসাহেবের কবর ঘেঁষে লাগাও ঝাউএর চারা।
বয়স আমার কত হ'ল হিসেব করো তাই,—
বড্ড কড়া রোদ হয়েছে একটু বসো ভাই!

বুড়োর কথায় ঈষৎ হেসে বাইসিকেলে উঠে
ডাকবাংলা পৌঁছে গেলাম এক কদমের ছুটে।
বুড়ো তখন ছেঁড়া ছায়া জড়িয়ে কটি-মূলে
হাঁপের টানে টানছে পাঁজর ঊর্ধ্বে শাখা তুলে'।
কথাটা তার ঠেলে আসা হয়নি আমার ভালো,
হয়ত দেখা হবে না আর বাঁচবে কত কাল ও?

তার পরেতে তিরিশ বাদল তিরিশ চৈতি রোদ,—
ভুলের তলে তলিয়ে গেছে বুড়োর অনুরোধ।
বিধিচক্রে চলেছি ফের শালগামুদে রোডে
হাতে লাঠি কাঁধে ছাতি পড়তি ভাদুই রোদে।
আমার চোখে পথ যেন আজ মরুর সরু ফালি,
ওই যে খাসা ঝাউতলাতে শীতল পাটির ডালি!
যৌবনেরি নেশায় তরু রৌদ্র করে পান,
সন্‌সনিয়ে আকাশ পানে সবুজ অভিযান!
ছাতা মুড়ে কোঁচার খুঁটে মুছে মাথার ঘাম
ছায়ায় ব'সে স্নেহের সুরে যত্নে শুধালাম—
কত বছর আছো হেথায় ওগো নবীন ঝাউ?
তরু বলে— দেওয়ান তখন রামভদ্র শাউ—
চম্‌কে উঠে, ছাতা খুলে ঠুক্‌ঠুকিয়ে লাঠি
এলাম ফিরে স্বাস্থ্যনিবাস মাড়িয়ে সকল মাটি।

যত ঘুমুই, একই স্বপন, এও ত বড় জ্বালা,
ঝাউএর সাথে অদল-বদল হচ্ছে গলার মালা।

—

## প্রেম ও কবিতা

হেরি তব কৈশোর কবিতা ফুটিল মোর
দুটি ছোট পায়ে দিনু অর্ঘ্য,
প্রতিদানে—যৌবন সাথে দিলে তনু মন,
হাতে দিলে অতুলন স্বর্গ।
তোমারি প্রেমের ফুলে কবিতা গাঁথিয়া তুলে
সাজাই তোমারি প্রতি অঙ্গ,
জাগিয়া তোমায় হেরি, ঘুমাই তোমারে বেড়ি',
স্বপনেও তোমারি প্রসঙ্গ।
কত না উপদ্রব হাসি-মুখে সহো সব,
হাসে যত বন্ধু ও বৈরী।
যৌবন ভাঙি ক্রমে দু-কূল ভাসিল প্রেমে
বরণ হৈল তার গৈরি'।
খর চঞ্চল নীর ক্রমে থির গম্ভীর,
ছন্দে রচিনু তারো বন্দন ;
নেমে নেমে স্রোতোধার থেমে আসে গান তার
জ'মে উঠে বালুকার বন্ধন।
সে বাঁধনও গানে বাঁধি' তোমারে কাঁদাই কাঁদি
যদি প্রেমে নামে নববর্ষা,
যে-ধারা বালুর তীরে বহে কিনা বহে ধীরে,—
যদি ফিরে হয় খর'পর্শা।
সে আর মোদের পারে চাহে না যে বহিবারে,
ভাঙা তট হয় না পছন্দ,

মাঝে মাঝে বলে খুলে',— ছেঁড়া সীঁথি পাকাচুলে
প্রহসন রস-সম্বন্ধ !
উদাসীন ভালবাসা ছোটখাটো ভালো বাসা
খুঁজে ফিরে সহরের প্রান্তে,
পেলে মন-মতো বাড়ী মোদের এ বাসা ছাড়ি'
জীবন সে যাপিবে একান্তে।
পরাণ-অধিক গণি' করিনু মাথার মণি,
সে আজ এমনি হল পর গো,
যে ঘরের আলো বায়ু দিল তারে পরমায়ু
সে ঘরে করিতে নারে ঘর গো !
ঝামেলা এড়াতে সতি তুমি নাকি সম্মতি
দিয়েছ করিতে বাসা ভিন্ন,
কিছু কিছু খোরাকির আশা পেলে সে নাকি
এখনি বাঁধন করে ছিন্ন।
একথা শুনিয়া'বধি ভাবিতেছি—ভবনদী
পারে গিয়ে খুঁজি অপবর্গ।
নব কবিতার আশে সে যদি ফিরিয়া আসে
সাদা খাতা কোরো উৎসর্গ।

---

# কবির ছবি

ঘরের দেয়ালে টাঙানো কবির
ছবিখানি
পঁচিশে বোশেখে বাইশে শ্রাবণে
টানাটানি।

সাবধানে উঠি' নড়বড়ে টুলে
গিঁঠপড়া দড়ি হুক্ হ'তে খুলে
মাকসার জাল ঝেড়ে ঝুড়ে তারে
পেড়ে আনি।

ভিজে ন্যাকড়ায় সাবান গুলিয়া
সাফ্ করি' তার ফ্রেম্
মলিন টেবিল চাদরে মুড়িয়া
ঠেস্ দিয়ে বসালেম্।

ধূপে দীপে ফুলে সাজায়ে যতনে
ইষ্টবন্ধু ডাকি কয় জনে
গীত-উৎসবে অতি প্রীত-মনে
পূজি বিশ্বের কবি।—
ত্যাখে টেবিলের ছবি।

শেষ হ'লে পূজা উঠি সাবধানে
ভাঙা টুলে
পুরানো দড়িতে নয়া গিঁঠ বাঁধি
হুকে তুলে।

দেয়ালের ছবি ফিরে সে দেয়ালে,—
মোরা খাই দাই আপন খেয়ালে,
শুক্‌নো ফুলের মালা খুলে নিতে
যাই ভুলে।

আশ্রয়হারা চকিত লূতারা
ফিরে এসে জাল বোনে,
পাশে টিক্‌টিকি ছ্যালে বুক রাখি
চেয়ে ছ্যাখে একমনে।

এরি লাগি কবি সারাটী জীবন
ক'রে গেল বুঝি স্বপ্নসীবন!
এরি তরে বরে বাইশে শ্রাবণ
পঁচিশে বোশেখী রবি!—
ভাবে দেয়ালের ছবি।

—

# কাঁদে কিশলয়

কাঁদে কিশলয়, নব কিশলয়
পাণ্ডুপাতার পাশে,
দখিনার ঝড়ে পাছে খ'সে পড়ে,
বাঁধে তারে বাহুপাশে,—
আর,— কাঁদে কিশলয়।

কহে কিশলয়,—এই অবেলায়
পারি কি বিদায় দিতে?
ভবিষ্যতের তীর্থপথের
গৈরিক গোধূলিতে?
এখনি ওপথে যেওনাকো নামি
হে মোর অতীত, হে মম আগামী,
এখনো বৃন্তে বাঁধা আছি আমি ;
—কাঁদে কিশলয়।

চাহে কিশলয় তরুর তলায়
ঝরা পাতাদের পানে,
অঙ্গে যে তার শ্যাম-সম্ভার
ক'দিনের কেবা জানে?
জীবনের নীলে মরণের পীতে
সেজেছে সে আজ এমন হরিতে,
সে কি শুধু বিস্মরণ বরিতে?
—কাঁদে কিশলয়।

ভাবে কিশলয়, হেন মলয়ায়
ঈশানি পরশ লাগে
কে-নটনাথের চরণপাতের
নির্মম অনুরাগে !
কোন্ কিশোরের রাস-উল্লাস
তুলেছে এ পাতাঝরানো বাতাস ?
শ্যাম অঙ্গের খসে পীতবাস !
—কাঁদে কিশলয় !

বসে কিশলয় উদাসী বেলায়
মর্মর বাতায়নে,
পাণ্ডু পাতার বৃন্তে সে তার
মর্মের ধ্বনি শোনে।
কুহু কুহু যত কুহরে কোকিল,
সঘনে শিহরে গগনের নীল,
ফুটে আঁখিকোণে শিশিরের কণা ;
—কাঁদে কিশলয়।

যৌবন বঁধু অধরের মধু
মাগিছে ওষ্ঠপুটে,
ক্ষণে অক্ষণে দখিন পবনে
বুকের কাঁচুলি ছুটে।
একে একে একে জ্ব'লে উঠে দীপ,
সখীরা পরিল জোনাকির টীপ,
পাণ্ডু পাতার মুকুর সমুখে
কাঁদে কিশলয় ;
শ্যাম-সমাকুল কুন্তল তার তুলে বাঁধে আর
কাঁদে কিশলয়।

# ভোরের স্বপ্ন

স্বপন আমি দেখিনু শেষরাতে ;—
প্রথম দেখা তোমারি সাথে—
কুসুম-শয্যাতে।
কিশোরী তুমি, কাঁদিছ তুমি,
বসিয়া মম পাশে,
সজল আঁখি মেলিয়া মুখে
কিসের প্রত্যাশে !
ভাবি,—এ কোন্ সুপুরাতন
নিরতিপরিচিতা
অপরিচয়ে নূতন হয়ে—
আপন-বিস্মৃতা !

না জানি এর কি অভিমান,
কবে কি ব্যথা করেছি দান ?
কুসুম-শেজে কাঁদিয়া এ যে
মিলনরাতি করিল ম্লান।
কাঁদিয়া কহি, নবীনা বধূ কেঁদো না,
জীবন-পথে প্রথম রাখী
বেদনা দিয়ে বেঁধোনা।

কহিতে কথা চকিতে ঘুম ভাঙে,
আধেক খোলা জানালাপারে
পূর্বাকাশ রাঙে।

পড়িল চোখে সুদূরলোকে কৃষ্ণা একাদশীর
রজনীশেষ শশীর
ক্ষয়ের বোঝা বোঝাই-দেওয়া ক্লান্ত তরীখানি
দিনের কূলে প্রভাতী তারা চ'লেছে গুণ টানি'।
আব্‌ছা আলো-আঁধারি ঘরে
পুরানো খাটে বিছানা 'পরে
তুমি ও আমি রয়েছি পাশাপাশি,
ক্লিষ্ট দেহ গ্রন্থিবাতে
আবরি' লেপে শীতের রাতে
ঘুমাতেছিনু দুজনে ঠাসাঠাসি।
আমার ঘুম ভেঙেছে আগে
তোমার ভাঙে নাই,
কাতর ছিলে প্রথম রাতে
বুকের বেদনায়।
পুরানো দুটি জুড়ানো দেহ
এড়ায়ে নব-জরার স্নেহ
নূতন রূপে অচেনা হয়ে মিলিল স্বপনে,
হরিণ-চোখে হারানো প্রীতি
শরণ মাগি' হ'ল অতিথি
নিশীথ-ঘন কাননে বুঝি গহিন গোপনে।
যে-প্রেম সদা তনুর পাকে
ফেনার মতো ঘুরিতে থাকে,
রূপের চির ঘূর্ণা-কূপে সহসা ডুবে' যায়,
ঘুমের আড়ে স্বপন হ'য়ে
মরণ-পারে জনম ল'য়ে
নূতন তনু পেল সে বুঝি অচেত চেতনায়!

জাগ গো এ জীবনের প্রিয়া,
ডাকিছে পাখী আশ্বাসিয়া
অস্তরবি ঘুরিয়া আসে পূবে,
নিশার শেষে কিশোরী উষা
রচিছে নিজ সীঁথির ভূষা
তব সীঁথির সিঁদূরে অয়ি শুভে।
বিধির সাথে আমার বাদ,
পূর্ণ হবে তোমারি সাধ
প্রণামে নিতি উঠিছে যা' জমে',
এ প্রেম-হোম-ভস্মটীকা
হবে গো মম ললাট-লিখা
স্মরণ-পারে আগামী জনমে।

মিলনকামী তুমি ও আমি বাঁধিব ফিরে' ঘর
ধরণীমাঝে নূতন সাজে নবীন বধূবর।
সূচনা তারি স্বপনে এল
স্বপনবাদী কহে,
ভোরের দেখা স্বপ্ন কভু মিথ্যা নহে নহে।
ভাবি গো শুধু মনে,
পুরানো জল দেখিনু কেন
নূতন আঁখিকোণে!

---

# চাঁদের তরী

কৃষ্ণাতিথির নিশি-নিশুতির
চাঁদ গো !
জ্যোছনা-উজোর ওই তরী তোর
এ আঘাটে মোর বাঁধ গো !

না পোহাতে রাতি শয়ন ত্যজিয়ে
ছেড়ে এনু ঘর দুয়ার ভেজিয়ে,
অকূলে চাহিয়ে দাঁড়ানু যে আজি,—
সে বুঝি তোমারি লাগি' ;
যে তরণী 'পরে বিদায়ী রাত্রি
পার করে তার তারার যাত্রী,
সে তব তরীতে মরণ তরিতে
শরণ তোমার মাগি।

শুক্লা রাতির চাঁদেরই খাতির
করেছি জীবন ভোর,
তাহারি আলোকে চাঁদ-চাওয়া চোখে
অশ্রুর নাহি ওর।

অসীম আলসে ঘুমের লালসে
কখনো দেখিনি চেয়ে,
কালো রজনীর ও-কূল আলোকি'
চলে যে এমন নেয়ে ;

সবাই ঘুমালে তুমি ওঠো জেগে,
ঘুমাও সবার জাগরণ লেগে,
ক্ষয়-ক্ষতিভরা রাতের পশরা
নামাও দিনের কূলে ;

পূর্ণিমাহারা অমাপ্রত্যাশী
কি যে অপরূপ ও-মুখের হাসি !
ধ্রুব-ধরা হাল, জ্যোছনার পাল
পূব্ গাঙে তরী দুলে ।

কত ঘাটে কত পাষাণের ঘায়
সারা গায় ক্ষয়চিহ্ন,
ভেঙে গেছে বুক, তবু চাঁদমুখ
সুধা-হাসি-উদ্ভিন্ন ।

জাগে পূবে জাগরণের জোয়ারি,
হে কর্ণধার, রহ হুঁশিয়ারি,—
সকল ক্ষয়ের পরম খেয়ারী
কৃষ্ণাতিথির চাঁদ গো !
প্রভাতী তারার একতারা হাতে
দাঁড়ায়েছি কূলে তোরি ভরসাতে,
নির্ভীক নেয়ে, এসে আঘাটে-এ
বারেক তরণী বাঁধ গো ।

—

# বাসন্তী চা

সাজানো ঘর, টিপয়ে ফুলদানি,
দেয়ালে ছবি, মেঝেয় গালিচা,
পিছন-ফেরা অজানা রূপখানি
পেয়ালা ছাপি' পিরিচে ঢালে চা।
দুধে-আলতা আলতো মুঠি হ'তে
আলতা-দুধে ধোঁয়ানো পানীয়,—
এ মোর মেটে গেরুয়া গেলাসেতে
করুণাময়ি, একটু দানিও।

মধুর-বেশা চায়ের নেশা,
ফুলের বুকে ফোটার তৃষা,
স্নিগ্ধ ভোরে মাঘের শেষা-কুয়াসা-ছাড়া হাই।
ধূর্জটির তপের দ্বারী—
নন্দীগিরি ত্রিশূলধারী,—
সমুচ্ছি্রত তর্জনার শাসানি আজ নাই।
সারের পরে সার
ফুল্ল দেওদার,
আকাশ-ঝরা ক্লান্তিহরা বসন্তীয় চা-য়—
ফাগুন ছাপি' চৈত্র ভাসি' যায়।
পেয়ালা ছেপে পিরিচে পড়ে, পিরিচ হ'তে ট্রে,
পিপাসা কাঁপে রাঙা অধরে আয়ত নেত্রে।

ভূমধ্যীয় আগুনে বৈশাখ,
কেৎলী-হাতে সাহারা-পারে থাক্।
সে দেশ হ'তে কে মরুপাখি
শুক্‌নো ঠোঁট বাতাসে রাখি'
'ফটিক্ জল ফটিক্ জল'—আকাশে পাড়ে আঁক?

ভাঙনে-ভাঙা নদীর কূলে
যে-শুভ্রতা কাশের ফুলে,
প্রিয়ার কেশে অলক ছুঁলে হারায় গৌরব।
নীলেতে সাদা মেঘের ঘটা,
বুড়ো-শিবের পেকেছে জটা;
বন্ধ দ্বারে ধাক্কা মারে বকুল সৌরভ।
নারিকেল-নিকুঞ্জ-ছাওয়া
দ্বীপান্তরী সাগরী হাওয়া
ঊর্মিভাঙা দিগন্তরে মেলিয়া দিল নীলিম চাওয়া
সিনান সারি' দখিন সাগরে;
মলয়-মুখে পাঠালো বাণী
চাঁপার বনে ঘুমভাঙানি—
বোনের ভাই সাতটি চাঁপা জাগো রে জাগো রে!
কূজিছে পিক পাপিয়া অলি
কাঁটা শিমূলও খেল্‌ছে হোলি
অশোক কিংশুক—
চাহনি হিংসুক;—
ডাহিনে বামে শহরে গ্রামে ফাগুন নামে ওই;
ফুট্‌ছে কলি বনে ও টবে,
খস্‌ছে পাতা মাভৈঃ রবে,
ঝরছে ফুল—গোবিন্দায় নমঃ উড়ো খৈ।

ফাগুন এল, কি এলোমেলো জাগিল বিপ্লব,
জয়তু যত যুবতী যুবা,
ক্ষয়তু জরা ভাসা ও ডুবা,
মনে ও মনে বনে ও বনে কলহ কলরব।
প্রিয়ার কাছে প্রিয়েরা যাচে
যখন চায় মন যা,
কত না চীনা চাদানি মাঝে
পীতসাগরী ঝঞ্ঝা!
শ্বস্‌ছে বুড়ো, জাগ্‌ছে বুড়ী-প্রিয়া,
তুলছে হাই তিনটি তুড়ি দিয়া,
প্রমাই পাছে ক্ষয়,—
সেই ত বড় ভয়।

নূতন মাঝি নূতন দাঁড়ি
নবীন নায়ে জমায় পাড়ি
নবজম্পতি,
প্রেমের চুম্বক-বিধানে
আপনে ঠ্যালে পরকে টানে;—
চিলে-কোঠায় ভজন গায় কপোত-কপোতী।
মাতাল হয়ে মলয় বয়,—
মুখে ফুলের গন্ধ কয়,
ফুলদানিটা উল্টে পড়ে পিকদানির ঘাড়ে;
তিন তুড়িতে মরণ ঠেলে চলহ ভবপারে।
ছন্দ ছিঁড়ে অর্থ চিরে জীবন পোহালো,
ঢাকাই কাঁথা কবিতা গাঁথা না হয় না হোলো।

কে যেন এসে লুকালো ফুলদানি,
কে কোথা হ'তে গুটালো গালিচা !
সমুখে মোর পুরানো ঠাকুরাণী—
ফাটা পেয়ালা ভরিয়া খালি চা !
রান্নাঘরে কখন হ'ল ঢালা—
বাসৃটে দুধে কাল্‌চে পানীয় ;—
চা-পান আমি ছেড়েছি বহুদিন—
বন্ধু সেটা স্মরণে আনিও।

হাতল-ভাঙা চায়ের বাটি,
তেঠেঙো কেদারা,
শিবের জটা জটিলে কল-
কলিত-ত্রিধারা ;
উড়িছে ধোঁয়া ঘুরিছে ধোঁয়া
আকাশে আঁকি গাঙ্‌
ভস্মাবৃত বহ্নি আর
রাংতা-মোড়া রাঙ্‌।
কেন যে আজ এলিয়ে যায়
সকল বাঁধনি,
হাসির হাতে দিচ্ছে তালি
বুকের কাঁদনি ?

---

# পঞ্চারতি

ঢং ঢং ক্রাং ক্রাং ওঁ শিব শঙ্কর,
ডগ-ডগ বম্ বম্ বোম্ বিশ্বেশ্বর!
ঘণ্টা-কাংস-ঘন-পটহ-ধ্বননে
জাগো জাগো মহাশিলা প্রসন্ন আননে।
মন্দিরে মন্দিরে লহ এ আরাত্রিক,
পরমতীর্থ ওঁ ওঁ মহাযাত্রিক!
দিপ্ দিপ্ পঞ্চপ্রদীপে দীপাবর্তন,
ঝিক্ মিক্ নভে নভে তারকার নর্তন,
হিমকুজ্ঝটি-ধূপধূম্রাচ্ছন্ন
তুঙ্গ গৌরীশঙ্কর মহাশৃঙ্গ,
নিষ্কামানলে কামানল নিশ্চিহ্ন
গৌরীপট্টালিঙ্গিত শিলালিঙ্গ;
লহ এ আরাত্রিক
ওঁ মহাযাত্রিক!
ঢং ঢং ঢং ঢং ওঁ শিবসুন্দর,
ক্রাং ক্রাং ডগ-ডগ ওঁ ভুবনেশ্বর!
মেরুসাগরের পাণিশঙ্খের বারি ওঁ,
মরু-আরবের হোমকুণ্ডায় ডারি ওঁ,
কর্পূর-কস্তুরী-দহনগন্ধধার-
ধূসরিত নীলকণ্ঠের ধূর্জটাভার,
ওঁ ভালে সদ্য-বিগত অমাবস্যা,
সর্ব-অঙ্গে ওঁ উমার তপস্যা,

আর্য-অনার্যের স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের
বাস্তুলোলুপ, যাযাবরী অবিমৃষ্যের,
মানব-দানব-দেব সবার প্রণম্য,
রুদ্রে রৌদ্র ওঁ ওঁ সোমে সৌম্য,
প্রভাতে কুমারী-চিতে ওঁ ব্রতবন্দন
যুগলমিলনরাতে ওঁ ভুজবন্ধন,
ওঁ মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত যাজ্ঞিক,
ওঁ বৈরাগ্যের ধ্যান অপরাহ্নিক,
কণ্টকায়িত ওঁ বিল্বপাদপমূল,
শিশির-অশ্রুস্নাত ওঁ ধুস্তুরা ফুল,
ডম্বরু ডম-ডম পিনাকের টঙ্কার,
বেণু-বীণা-মৃদঙ্গে সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
ভাস্কর-করে ওঁ ছেদনী ও হাতুড়ি,
শিল্পীর শৈলী ও কারুময় চাতুরী,
কোটি কোটি নগ্নকটিতে ওঁ বস্ত্র,
ভুজে ভুজে ভুজে ওঁ বরাভয় অস্ত্র,
অন্নে দর্বী ওঁ ভিক্ষুকে ভিক্ষা,
ওঁ গুরুগৌরব শিষ্য-সমীক্ষা,
ওঁ রস বাক্‌ছন্দিত কবিচিত্তে,
আনন্দনির্ঝর-তনু ওঁ নৃত্যে,
লহ এ আরাত্রিক,
ওঁ মহাযাত্রিক !

ঢং ঢং ওঁ কৈলাসচূড়া ক্রাং ক্রাং—
হিমজটাগলিত গঙ্গা-য়াংসিকিয়াং,
হর হর হর খর গোমুখীপ্রপাতে
ভেসে-আসা পারিজাত পরে উমা খোঁপাতে,

কন্যাকুমারী ও লবণ-সমুদ্রে
ভালে সিংহলী টীকা জপে মহারুদ্রে,
ওঁ নীলকণ্ঠের প্রশান্ত হৃদিতল
প্রবালের দ্বীপে গাঁথা হাড়মালা ঝলমল,
সপ্তসিন্ধুমুখী শত নদ নদী ওঁ,
সহস্রশাখাজটে প্রচ্ছায় বোধি ওঁ,
ওঁ যব সুমাত্রা বলী নগ-নাগময়,
ব্রহ্ম-শ্যাম ওঁ মালয় মলয়ালয়,
পূর্ব-উদয়াচলে ওঁ আগ্নেয় জ্বালা,
দুর্যোগমেঘে ওঁ মানস-হংসমালা,
ওঁ গোবি সুবিশাল হিমে ঢাকা বৈকাল,
সুমেরু-সমুত্থিত মহাতপা ইউরাল,
কৃষ্ণ কাস্পিয়ান ককেশসী আহ্বান
ইরানী হিন্দুকুশ পামীর প্রশস্ত,
ওঁ পাপমদ ন জাহ্নবী-জর্দন,
আলাস্কা-প্রসারিত ওঁ শিবহস্ত,
লহ এ আরাত্রিক
ওঁ মহাযাত্রিক !

ঢং ঢং ঢং ঢং ওঁ ধূপ ওঁ দীপ,
নমো শিলামূর্তয়ে জম্বুমহাদ্বীপ,
নমো শূলী শঙ্কর নমো প্রলয়ঙ্কর,
অযুত নির্যাতকে ক্ষমো ক্ষমাসুন্দর,
বম্ বম্ ডগ-ডগ অম্বর-পটহে
মৃত্যুঞ্জয়-জয়-ডঙ্কার রট হে,
মন্দিরে মন্দিরে সান্ধ্য আরাত্রিক,—
ওঁ শিব ওঁ শুভ ওঁ মহাযাত্রিক !

---

# মনোরমা

তোমারি মাঝে কবে যে আমি হারানু তোমারে।
বিজন তব গহন মনে হারানু মনোরমারে।

নিবিড় নীল ঝঞ্ঝামেঘে
খুঁজিয়া ফিরে কাতর আঁখি
কোথায় হায় মেলিয়া পাখা
মিলালো মোর সে নীল পাখী?
ক্লান্তিহরা কণ্ঠ তার
পিয়াসী কানে পশেনা আর,
চমক-হানা ধমক মাঝে
দিগন্ত মেঘান্ধকার।
গভীর অমা আঁধারতলে
হারায় স্নেহবটের ছায়া;
রুদ্র মরু-মরীচি-ভালে
হারায় মরীচিকার মায়া,—
তেমনি আমি হারানু তোমারে,—
নিবিড় তব গহন মনে আমার মনোরমারে।

ফিরিছ আজ ছদ্মবেশে—
ভস্ম মাখি' চাঁচর কেশে,
লুলিত করি' ললিত তনু,
ত্রিবলি টানি' ললাটদেশে,

গেরুয়া করি’ চীনাংশুক
রুদ্রাক্ষে ভরিয়া বুক,
উদাস করি’ মায়ালু প্রাণ,
কঠিন করি’ কোমল হিয়া।
ধেয়ানে তাই নয়ন বুঁজি’
তোমারি মাঝে তোমারে খুঁজি,
খেয়াল-খেলা খেলিতে বুঝি
গিয়েছে খোয়া কবির প্রিয়া।
ক্ষমো এ লীলা নিঠুরতম
ফিরায়ে দাও প্রেয়সী মম—
তোমারি সংগোপন মনে
নির্বাসনে কাঁদিছে যে,
বরষা-ঘন বিরহ-ভরে
যে প্রিয়া তার কবিরে স্মরে,
বিভ্রষ্ট-বলয় করে
কবরী নাহি বাঁধিছে যে,
ফোটা ও ঝরা কদম কেয়া
বাহিছে যার দুখের খেয়া,
পূরব বায়ে স্মৃতির দেয়া
গাহিছে যার ব্যথার গান ;
তোমারি নিতি-ছদ্মতলে
যাহার হৃদি পদ্মদলে
গুমরে মধু স্মরিয়া তার
ভ্রমর-মুখে মাধবী পান,
ফিরায়ে দাও সে মনোরমা যে তব মনে নির্বাসিত
ডুবিয়া বিস্মরণী-নীরে মরণে আজো বরেনি সে-ত।

জানি গো জানি কবির গীতি
ঢেউএর বুকে আকাশি চাঁদ,
জানি যে তার প্রিয়ার প্রীতি
স্রোতের মুখে বালির বাঁধ।
যেতে যে হবে একা ও একা
কাহারো সাথী হব না কেহ,
যাবার আগে বারেক দেখা.—
জানি গো জানি ছলনা এহ।
তবু যে সেই দেখার তরে
ঝাপসা আঁখি ঝুরিয়া মরে
নিমেষ-হারা নিমেষ লাগি
তারকা হ'তে তারকা খুঁজি,
হাজারো বার দেখেছি যারে—
আবারও চাই দেখিতে তারে।
শেষের দেখা যদি বা থাকে
দেখার শেষ নাই গো বুঝি।

দাঁড়ানু তাই দেউলমূলে অকূল যেথা কল্লোলিছে।
পাঁজর-ভাঙা পাষাণ ঘাটে ভাঙিছে ঢেউ ঢেউ-এর পিছে,
সন্ন্যাসিনি তোমারে ঘেরি সন্ধ্যা উঠে পিঙ্গলিয়া,—
লুপ্তকারু অভ্রভেদী
দেউল,—সে কি শূন্য-বেদী ?
দুয়ার খোলো প্রদীপ জ্বালো দেখিবে কবি কবির প্রিয়া—
তোমারি মাঝে তোমারে, আর
হারানো মনোরমারে তার।

---

## সমাধান

যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা,—
"প্রেম ব'লে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।"
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ ?
যে-হুতাশনের হুতাশে আমার শুকাইল যৌবন,
যে-পিপাসা মোর রূপ-কূপোদকে নহিল নির্বাপণ,
বৈশাখী তাপে তুলসীর ঝারি,—
যে-সিনান মোরে করে মরুচারী,
যে-দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম,—
আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে ব'লেছিনু—নাই,
চেতনার কূলে বসি' চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।

সেই এসেছিল মোর যৌবনে বৈরাগী বেশ ধরি',
বক্ষে তাহার বেদনার হার চক্ষে অশ্রু ভরি'!
হাতে একতারা গলা ধরা-ধরা গান গেয়ে সে যে কান্ত ;
রুক্ষ চাঁচরে ঘুরাইয়ে বাঁধা ছেঁড়া উড়ানির প্রান্ত।
ছিল না ত তার পিঠে ফুলধনু,
পীত উত্তরী-পিনদ্ধ তনু,
কোথা ফুলসাজ কোথা বীণা বেণু ?—চিনিতে পারিনি তারে।

মিলিয়া পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলা
পথে যেতে তার গায়ে দিত ধূলা ;
আউল বাউল এ কোন্ উদাসী চলেছে ভবের পারে !

আজ পথে-পথে ধূলা ঘেঁটে মরি খুঁজে তারি পদচিহ্ন,
ঘাটে ঘাটে ডুবি,—যদি হাতে ঠ্যাকে তারি উত্তরী ছিন্ন।
কাঁটার আঘাতে ফোঁটায় ফোঁটায়
পথের প্রান্তে বোঁটায় বোঁটায়
রক্ত কুসুম যত ফুটেছিল কোথায় তাদের খুঁজি ?
তারি চক্ষের দুটি জলধার
বক্ষে তাহার রচিল যে-হার
কোন্ নদীজলে খর স্রোত-তলে সে হার হারালো বুঝি।

চিরতরে হায় ঝঙ্কার-হারা
কোথা প'ড়ে আছে ভাঙা একতারা,
মুখর মুখের করোটির পারা কোন্ শ্মশানের কোণে ?
আজ কি কাহারো ধনুকের গুণ
জাগাতে পারে না ক্ষণিক ফাগুন ?
তড়িত-চকিত লাগাতে আগুন মূক কিংশুক বনে ?

আজও বরষার নাহি যে অন্ত,
শীত-শঙ্কিত দ্বারে হেমন্ত ;—
এ অকালে কে জাগাবে বসন্ত জীয়াতে আমার প্রেম ?
পথে পথে শুধু দিতে নিতে দুখ
আঁখি মেলে কভু দেখিনি যে-মুখ,
পেলে ক্ষণতরে বুকে টেনে তারে আর বার হারাতেম।

চিবুক ধরিয়া কহিতাম—ক্ষমো
সারা জীবনের অপরাধ মম,
সাথে-সাথে ছিলে সহচর সম তবু্ বলেছিনু—নাই ;
বহু বিলম্বে এখন বুঝেছি—
তোমারে ঠেলিয়া তোমারে খুঁজেছি,
দূর দুর্গমে কত যে যুঝেছি যদি তব দেখা পাই।

আজ চেতনার কুজ্‌ঝটি-কূলে
নির্বাপিত এ তব চিতামূলে
যৌবন-বেচা জরা বিনিময়ে জড়ত্ব বরিয়াছি,
কুক্ষণে কহা এ মুখের কথা
এত কালে এ কপালে ফলিল তা,
প্রার্থিত সেই শেষ সমাধান আসিয়াছে কাছাকাছি

তুমি নাই তুমি নাই তুমি নাই,—
উঠে ঢেউ পড়ে ঢেউ,—
চেতনে ও জড়ে কাঁদে গলা ধ'রে,
দরদী নাহিক কেউ।

—

# যূথীগন্ধ

আষাঢ় রাতের আর্দ্র তিমিরে নিবিড় শীতল স্নেহ ;
যূথীগন্ধের আহ্বানে মোর পরাণ ছাড়িল দেহ।
বাতায়নতলে প্রভাতে নিতুই
রাতের বাদলে ফুটিয়া যে জুঁই
মাটিতে লুটায়—ছুঁই বা না ছুঁই, এ গন্ধ তার নয় ;
এ যে দুর্গম গহনের ঘ্রাণ
পশিলে মর্মে যার আহ্বান
গেহী ছাড়ে গেহ, দেহ ছাড়ে প্রাণ না মাগিয়া পরিচয়।
পড়িয়া রহিল লঘুগুরুভার,
উড়িয়া চলিল পরাণ আমার,
মরণ-সাগরে কোথা জাগে তার অভিনব দ্বীপপুঞ্জ !
দিক্‌পারে কোথা সে নিরুদ্দেশ
তালি-তমালের নীল সমাবেশ,
পাঠালো এমন শীতল গন্ধ কোথাকার যূথীকুঞ্জ ?
এ যূথীগন্ধ জুড়ালো আমার যত-না যাতনা জ্বালা,
ছিঁড়িয়া ছড়ালো রাঙায় কালোয় রঙানো গুঞ্জামালা।
এই গন্ধেরি মন্থর স্রোতে
না জানি ভাসিয়া আসে কোথা হ'তে
যত ঝরা জুঁই মরা খদ্যোতে তারায় আকাশ ভরি'।
নৈঃশব্দের না মিলে পরশ,
দু'পাখায় কাঁপে অরূপ অরস,
শুধু গন্ধেরি সন্ধানে প্রাণ হবে কি দেহান্তরী ?
যে-যূথীকুঞ্জ পাঠালো এমন সৌরভী আহ্বান
সে-কুঞ্জতল লভিলেও প্রাণ পাবে না কি নির্বাণ ?

---

# ভাঙা-গড়া

নাচ্ ফরমাস করেছিনু ব'লে নেচেই চলবে ঠাকুর ?
দেখবে না চেয়ে পায়ের তলায় মানুষ কি মরা কুকুর ?
এক লোটা ভাঙ্ জোড়া বেলপাতা,—
এতেই তোমার বিগ্‌ড়ালো মাথা !
ষোড়শোপচারে পূজিতা প্রতিমা
ভাঙিলে লাথির ঘায় !
কিলিবিলি করে গোখ্‌রো কেউটে,
নিশ্বাসে বায়ু বিষাইয়ে উঠে,
ভূতের প্রেতের গায়ের গন্ধে
আপামরে বমি পায়।

ফিরে শবলোভী ভীরু ফেরুপাল,
ঘৃণ্য শকুনি টেনে ছেঁড়ে ছাল,
তারি মাঝে তুমি বেহুঁস বেতাল—নাচো,
খেয়াল নেই যে কে মরে কে বাঁচে, আপনি মরো কি বাঁচো !

ছিলে কত সুন্দর,
আজ, কী দশা অরুচিকর।
কে কোথা শুনেছে নাচে যদি শিব
শৃগাল শকুনি হয় উদ্‌গ্রীব ?
তোমার ভিতর এমন ইতর কোথায় লুকায়ে ছিল ?
✓ নটনাথ তরে সাজানো আসরে ভূতনাথ দেখা দিল।

তবু ভেবেছিনু,—হোক্ কিছু মজা
ভৈরব যদি তুলিয়াছে ধ্বজা
না হয় নূতন গাজুনে ভঙ্গি
দু-একটা নেবো শিখে ;
কে জানিত হায় তুমি একেবারে—
মঞ্চ ভাঙিয়া লাফ দেবে ঘাড়ে !
পায়ের চাপনে কত মরে কত
পলায় দিক্ বিদিকে।

ভাঙিল আসর ছিঁড়ে' উড়ে পাল,
এক হয়ে গেল আকাশ পাতাল,
কে জানিত হেন বদ্ধ মাতাল
এতকাল পূজা খায় ?
কাঁধে ফেলে মরা অন্নপূর্ণা
সারা ধরণীটা করো বিচূর্ণা,
যত জীয়ন্তে মরণ হানিলে
মরা কি জিয়ানো যায় ?

বহুদিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে-মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গ'ড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।

আমাদেরি সাথে চলোগো ঠাকুর ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল পাথরও যেন গো ফাটে ।

ভালো লাগিত না আধমরা শিব,
তা ব'লে চাহিনি ক্ষ্যাপা অতিজীব
যাহার চরণ নির্বিচারণ
ছড়ায় মরণ-ঘূর্ণা ।

শঙ্কর ! হও সঙ্কর্ষণ,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা ।

মোরা আছি সাথে, মাভৈঃ মাভৈঃ,
মরে নাই সতী হে মরণজয়ী,
মিছে ভাঙনের প্রয়োজন কই,
এল গড়নের পালা ;
মাঠে মাঠে মোরা ফলাবো ফসল,
ঘাটে ঘাটে তরী হবে চঞ্চল,
আগে বাঢ় ভাই কাঁধে হল, শিরে
কাস্তে চাঁদের ফালা ।

দেবতা যখন পূজা পেয়ে পেয়ে হ'ল দানবের বাড়া,
শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব তবে ভাই পাবে ছাড়া ।

—

# শবরী

আজি মোর শুষ্ক তপোবনে
রিক্ত শাখে দুলে শেষ ফল,
বৃন্তের একান্ত ক্লান্তিভরে
না জানি কখন খসি' পড়ে,
বর্ষশেষ চৈতালির শ্বাসে
চাহিছে সে লভিতে ভূতল।
দ্বিধাভরে আশা ও নৈরাশে
বাতাসে দুলিছে শেষ ফল।

তুমি এস জীর্ণ পর্ণবাসে
এস মোর অসাধ্য-সাধন !
কত বর্ষ, কত মাস, দিন,
যৌবন জরায় হ'ল লীন,
শুকালো মুখের ফলগুলি—
দীনার সকল নিবেদন।
এপথে বারেক পথ ভুলি'
রামরূপে এস গো মরণ !

এস, ল'য়ে রাঙাপদ-ধূলি
আঁকো এ অশীতি-শুভ্র সিঁথি,
কানে কানে ডাকো নাম ধরি'
বলো—'আমি এসেছি, শবরী
সন্ধ্যা হ'ল তব তপোবনে
এ রজনী তোমারি অতিথি।'
এস ত্রস্ত ব্যাকুল চরণে
মর্মরিয়া শুষ্ক বনবীথি।

আজি মোর রিক্ত তপোবনে
শেষ ফল হতেছে নিষ্ফল ;
কখন যে আসো, ভাবি তাই—
যে-আঁখি কখনো মুদি নাই
নিবে-আসা সে-আঁখির জলে
ফুটে ওঠো নব নীলোৎপল !
তুলে নাও রক্তকরতলে
আমার বনের শেষ ফল।

---

# বাঁচা চাই

কোনো কিছুই করতে গেলে
এই দেহটার বাঁচা চাই।
হুইল পেতে ধরবে মাছ,
ফলাতে চাও লাউ-এর গাছ,
কিম্বা স্বয়ং শিবের নাচ,—
উপযুক্ত মাচা চাই।

ভূত কালের অন্ধ ঘরে বর্তমানের ঘুলঘুলি,—
সেথায় খাসা বাঁধছে বাসা ভবিষ্যতের বুলবুলি ;
ডিম ফুটে বেরুবে ছানা,
গজিয়ে কখন উঠবে ডানা,
ওড়ার আগে পুষতে হ'লে
সময়টা ঠিক আঁচা চাই ;
এবং একটি খাঁচা চাই ;
কারণ পাখী বাঁচা চাই।

যাত্রা শুভ করতে হ'লে পাঁজিতে দিন বাছা চাই।
আরও ভালো হবার হ'লে উত্তমাঙ্গ নাচা চাই।
বিফল যদি হ'তে চাও ত পিছনে কেউ হাঁচা চাই।
টিক্‌টিকি টিকুলে পরে
থমকে ব'সে পড়বে ঘরে ;
স্বাধীনতা ভুগতে হ'লেও বছর কয়েক বাঁচা চাই।
পালিয়ে যদি যেতেই হয় ত অধমাঙ্গে কাছা চাই।

ছ্যাঁচা তোয়ের করবে যদি বাঁশগুলো বেশ কাঁচা চাই;
এবং তাদের আগাগোড়া খাসা ক'রে চাঁচা চাই।
মাথা খাবার ক্ষিধে পেলেই
আছে ত সব পাড়ার ছেলেই,
জী'কো জয় আর জিন্দাবাদে নাচিয়ে দিয়ে নাচা চাই।
হাতে যদি কাজ না পাও
ধানে চালে মিশিয়ে দাও;
তদভাবে শাস্ত্রবিধান,—গঙ্গাযাত্রী চাচা চাই।

গদ্য কবির পাকিস্তানে
পদ্য যদি প্রাণে প্রাণে
টিঁকতে চায় ত না থাক মানে
দাশুরায়ী ধাঁচা চাই;
এখন শুধুই বাঁচা চাই।

হাসি যাদের পাচ্ছে না কো লাগাও কোঁকে শুড়শুড়ি;
হাসতে পারে ফরমাসে এক কবি, কিম্বা গুড়গুড়ি।
অনটনের টানে টানে
ধোঁয়া হয়ে উঠছে মানে,
মাথায় যখন টিকের অগুন পেটে হাসির ভুর্‌ভুরি্।
ভাবগুলো সব এর ঘাড়ে ও পড়ছে গিয়ে হুড়্মুড়ি।

এদেশকে ফের হাসতে হ'লে প্রচুর লক্ষ্মীপ্যাঁচা চাই।
বাঁচতে হ'লে হাসা চাই, আর হাসতে হ'লেও বাঁচা চাই

——

# মুক্তি

(১৪।১৫ আগস্ট ১৯৪৭)

শুনিয়াছিনু—উদিবে তুমি তিমির-নিশি-শেষে,
সূর্যসম সুদূরাচলে নবীন কোন প্রাতে।
অকস্মাৎ না-চলা পথে দাঁড়ালে দ্বারে এসে
শ্রাবণ-ঢাকা অন্ধকার চতুর্দশী রাতে!
আধেক ঘুমে ডাকিয়া বলো—
খোলো গো দ্বার খোলো,
আজিকে এই অসময়েই সময় মোর হোলো।

দেখেছি ব'লে পড়ে না মনে, কেমনে তবে চিনি?
বিশ্বভরা অন্ধকার বাদল-ঝরা রাতি—
স্মরণে নাই কণ্ঠ ওই শুনেছি কোনো দিনই,
শঙ্কা জাগে এ দুর্যোগে হইতে তব সাথী।
এখনো চোখে কত যে ঘুম,
ক্লান্তিভরা দেহ,
শয়ন-কোণে স্বপন বোনে ছিন্ন যত স্নেহ।

তবুও তুমি হানিছ কর দাঁড়ায়ে মম দ্বারে;
শূন্যশশী চতুর্দশী, যায়না মুখ চেনা।
অপরিচিতে না বরি যদি অদীপ আঁধিয়ারে
এ রাতে আর পুরানো পথে একা কি ফিরিবে না?
অরুণ-আলো সাজে যে শুধু
উষার হাসিমুখে,
নিশীথরূপে এলে কি তাই আঁধারে-কাঁদা বুকে?

দুঃখঘন শতাব্দীর অন্ধকার মাখি'
বক্ষে ধরি' অসংখ্যের অশ্রুবারিধারা
অসিত-নভোতপন নব, শ্রাবণে মুখ ঢাকি'
আপন হ'য়ে গোপন পথে দুয়ারে দিলে নাড়া।
গভীর রাতে প্রণতি সাথে
স্বীকার করি' ল'ব
সর্বসম্ভাবনাময় ও-কালো-রূপ তব।

বাছোনি তিথি, অতিথিতম, আসিতে মম দ্বারে,
আরতি-দীপ ফুলের মালা কোথা বা এত রাতে?
ব্যোমবিথার অন্ধকার বসিয়া মেঘপারে—
তোমারি তরে তারার হারে অযুত রবি গাঁথে।
কিরণ-রথে অরুণ সম
আসোনি,—নাহি ক্ষতি,
শ্রাবণ রাতে পেয়েছি আজ ব্যথার মতো ব্যথী।

অপরিচিত সুহৃদ্বর,
তোমারি কর ধরি'
বাহির হ'নু বর্ষামাথে অজানা পথোপরি।



# ভাঙা আসরে

বর্ষার মেঘ দু'হাতে সরায়ে সদ্য মুছেছি আঁখি,—
এমন সময় বন্ধু, আমায় কেন করো হাঁকাহাঁকি ?
নূতন করিয়া নামিতে কি হবে এই শারদীয়া আসরে ?
গাহিতে আবার হবে কি সে গান, যাহা তুমি ভালবাস রে ?

কূলে কূলে নদী দেয় করতালি,
ছন্দে ছন্দে ঝরিছে শেফালি,
নীল জটে বাঁধি' মেঘের রূপালি
নাচিছে শুভ্র সুন্দর।
সত্যই মিতে, সাধ হয় চিতে
সেকালের মতো নাচাতে নাচিতে,
দু'জনে মিলিয়া মালা গেঁথে দিতে
কুমুদ-কমল-কুন্দর।

পাগল হাওয়ায় ভুলে যাই ভাই,—
গলা-ভাঙাদের কোনও গান নাই,
মরিচ-মিছরি মিছে চুষে' খাই,
খুলে' বাঁধি গলাবন্ধ;
বেতো পায়ে নাচ, সে যে কি ক্ষ্যাপামি
হাড়ে-নাড়ে আজ বুঝিতেছি আমি,
অকারণ শ্রমে যত উঠি ঘামি'
পায়ে পায়ে ছিঁড়ে ছন্দ।

হয়ে যায় সব আবোল-তাবোল ডুগি-তবলার ভয়ে,
হা-হা ক'রে উঠে আপন কণ্ঠ আপনার পরাজয়ে।

জানো ত বন্ধু, জানো চিরকাল—
পাতাচাপা নয় এ পোড়া কপাল,
কত ঝাঁটালাম ফিরাইতে হাল
কাঁধ মিলাইয়া কাঁধে,
কত মরু মেরু খুঁজিলাম হায়,
যে-নটের নিতি নৃত্যের ঘায়
চিত্তে চিত্তে পদ্ম ফুটায়
সে চির-পদ্মপাদে।

হাড়ে-হাড়ে ভাই যত ঘুণ ধরে,
তত কেঁদে ডাকি সেই সুন্দরে,
ভিড় ঠেলে যাই, সাধ্য ত নাই,
উদ্দেশে তাই নমি।
ভাঙা আসরের বন্ধু আমার,
সময় মোদের হয়েছে থামার,
এবারের মতো অপরাধ যত
তুমি ক্ষমো, আমি ক্ষমি।

# মরামুখ

নয়ন ভরিয়া নীরে দিলে যে কঠিন কিরে
সে হ'তে হইয়া আছি মূক ;—
"গাঁথি' গাঁথি' তব কথা রচি যদি স্তাবকতা
তবে যেন দেখি মরামুখ।"
যে ফাঁকি জীবিত মুখে সহি এলে সুখে দুখে,
সহসা কি হ'ল সে অসহ ?
শেষ হতে সেই ফাঁকি ক'দিনই বা ছিল বাকি ?
অমন কঠিন কথা কহ।

নিবিলে ঘরের বাতি মরামুখে মালা গাঁথি'
মিছা ব'সে জাগি বিভাবরী,
হয় যদি তব মুখই সে মালার ধুকধুকি
ফাঁকি কি উঠিবে তাহে ভরি ?
জীবনে যা জানো মেকি খাঁটি হবে মরিলে কি ?
মরণে কি জুড়ে ভাঙা প্রাণ ?
পড়িয়া মোদের ফাঁদে যে বাঁশী হাসে ও কাঁদে
মিছে কি শুধুই তার গান ?

খাঁটি ভালবাসা বেসে নীরবে ত মরে যে-সে,
কে গাঁথে তাদের সেই কথা ?
মিছা প্রেমও গানে বাঁধি' যদি হাসি যদি কাঁদি
হয়তো তা পাবে অমরতা।

সেই অমৃতের লোভই কবিরে যে করে কবি,—
প্রতিমা গড়িতে মাটী ছানা ;
সচ্ছল যৌবনে মানিতে তা মনে মনে
স্তবগানে ছিল না ত মানা।
আজ যবে মুঠা মুঠা দু'হাতে কুড়াও ঝুটা,—
মোর কাছে মাগো মোতিমালা।
নহে—হানি' মরামুখ ভেঙে দিতে চাহো বুক,
আপনি জ্বলিবে দিতে জ্বালা !

তোমারি মুখ-মুকুরে বাবে বাবে আসি ঘুরে
দেখিতে মিছার ছায়াছবি ;
তারি ব্যথা কথা হয়ে উঠে মোর বুক ব'য়ে,—
তুমি ভাব আমি তব কবি।
ছায়া চেয়ে কাঁদে ছায়া ঘনায় মিছার মায়া,
মুকুরে না কর অপরাধী,
মরে মুখ, থাকে গান, রাখিতে মুখের মান
মিছা কুড়াইয়ে গান বাঁধি।

ক'টা দিন আরও সহ শপথি ফিরায়ে লহ,
ব্যথা গাঁথা স্তাবকতা নয়,
একদিন ভাঙা বুকে জীবিত ও মরামুখে—
হবেত আঁধার বিনিময়।
সেই মহাক্ষণ লাগি' জেগে রহ রে অভাগী
অনিমিখ করিয়া নয়ন ;
চাহি ও-মুকুর পানে আমি ভুলে থাকি গানে
ছায়াবাজি রহে যত ক্ষণ।

---

# চির-চাকরি

যখন, এইখানে আর চাকরি আমার থাকবে না,
যতই করি এরা আমায় রাখবে না,
নিঃক্ষমতার কলম ঝেড়ে
উঠবো হিসাব নিকাশ সেরে,
সে কলম আর এদের কালি মাখবে না ;
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
বিস্মরণের পথের বাঁকে
নাই-বা পিছু ডাক্‌লে।

যখন, ঝরবে বাদল খোড়ো বাসার খড়গুলায়,
রাজপ্রাসাদের রংফলানো ঘরগুলায়,—
লোনাজলের বন্যামুখে
জাগবে ভাঙন্‌ বাঁধের বুকে,
সবুজ ফসল ডুববে দূরের চরগুলায় ;
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
বিস্মরণের পথের বাঁকে
নাই-বা পিছু ডাকলে।

তখন, এমনি ক'রেই গাঁথবে বাড়ী মিস্তিরি,
ভিতর-ফাঁকি বাইরে চূণের ইস্তিরি,
পথের মজুর ভাঙবে পাথর,
চলবে খেটে ছুতোর মেথর,
ঠিকেদারের মিলবে সঠিক দস্তুরি ;
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
বিস্মরণের পথের বাঁকে
নাই-বা পিছু ডাকলে।

তখন, কে বলে গো সেই আফিসে নেই আমি ?
সব সফরে মরবে ঘুরে এই-আমি।
সেই আসনে আসীন রহি'
নূতন নামে করবো সহি,
আসবো যাবো মাইনে নেবো সেই-আমি
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
বিস্মরণের পথের বাঁকে
নাই-বা পিছু ডাকলে।

---

# আলো আঁধার

দিনের শেষে দিক্‌-সীমায়
দীপ্ত রবি নিবিয়া যায়
রাতের তারা তখনো আভাহীন ;—
ধরার কোণে আমার ঘরে
জ্বলেছে নিতি তোমার করে
সন্ধ্যাদীপ স্নিগ্ধ অমলিন।
তোমারি জ্বালা সে দীপালোকে
নিত্য সাঁঝে মুগ্ধ চোখে
দেখেছি তব পাতানো সংসার,
খুঁটি ও নাটি ছোট ও বড়
যা কিছু সব হয়েছে জড়ো—
আলোর পাশে কাঁপিছে ছায়া তার।
তাহারি মাঝে কর্মরত
ফিরিছ পালি' লালন ব্রত,
সকল-দুখ-সহন সুখে হৃদয়খানি ঢালো!
তোমারি জ্বালা প্রদীপে মোর
আঁধার ঘর আলো।
সবার শেষে গভীর রাতে
শোবার ঘরে তোমারি হাতে
নিবেছে নিতি নিশীথ-দীপ মম
কখনো কেশগন্ধভারে
কভু কাঁকন-ঝনৎকারে
অন্ধকার করেছ সুধাসম।

তোমারি দেওয়া অন্ধকার
আঁজল ভরি' বারংবার
পিপাসাতুর করেছি আমি পান ;
তাহারি হিম-পরশ স্নেহে
দিনের দাহদগ্ধ দেহে
নিত্য আমি করেছি সুখস্নান।
চিত্তঘটে তীর্থবারি
ভরেছি সেই অন্ধকারই
বাহিরে বহি গিয়েছে বাকি রাত ;
ভোরের আলো মেলিয়া ডানা
দুয়ারে যবে দিয়েছে হানা
করেছি মানা জুড়িয়া দু'টি হাত।

তোমারি আলো অলোকতম,
আঁধার তব কুসুমকম,—
চিত্তে মম শঙ্কা নাহি আর।
প্রদীপে যদি প্রদীপ জ্বলে
আঁধারে তবে আঁধার ফলে,
জীবন হ'তে মরণ নহে ভার।
দ্বিপ্রহরে উর্ধ্বপানে
চাহিয়া পূজি বিবস্বানে
তুলিয়া ধরি তোমারি জ্বালা
প্রদীপে ভরা ডালা,
নিশীথে অমা-তিমির পাতি'
তোমারি তোলা আঁধার গাঁথি'
শ্মশান-কালী পূজিতে রচি অপরাজিতা মালা।

# স্নেহ-ভিখারী

আমার বুকের স্নেহ না ফুরাতে ফুরালো তোমার ক্ষুধা,
তোমারি ফিরানো সে-স্নেহ আমার ভিখ মাগে এ বসুধা
নীলগিরিমালা দিগন্তচারী
কে জানিত মোর স্নেহের ভিখারী ?
যাচে নদ-নদী গদগদ-বারি তোমারি প্রসাদী সুধা।

অসংখ্য তারা দ্বিধাভরে চায়
এ স্নেহের কণা কে পায় না পায় ;
বনের কুসুম গন্ধ বাড়ায়ে দাঁড়ায় আমার দ্বারে,
কাঙাল কণ্ঠে কুণ্ঠিত পিক যাচে স্নেহ বারে বারে !

মাটি দিয়ে গড়া বুকের কটোরা,—কতটুকু স্নেহ ধরে,
তোমার ক্ষুধাই মিটিবে না তাই রাখিনু তোমারি তরে।
বঞ্চিত আমি করিনু সবারে,
ফিরে না চাহিনু কারা এল দ্বারে,
সাধিয়া যাচিয়া তোমারি অধরে ধরিলাম মৃৎপাত্র ;
শেষ হ'লে তব নিঃশেষে পান
মাটির কটোরি হবে খান খান,—
এই আশা ধরি' তোমা সাথী করি' জাগিলাম অমারাত্র

শেষ রাতে তুমি কহিলে সহসা বন্ধু, চাহিনা আর ;
না ফুরাতে কথা—শিথিল অধর,
এলায়িত মাথা শিথানের পর,
অসীম তৃপ্তি লিপ্ত ললাটে, নয়নে ঘুমের ভার।

চাহিয়া দেখিনু মাটির কটোরা
তোমার প্রসাদী স্নেহে আধভরা।
না পোহাতে রাতি আসে ভিড়-করা স্নেহভিখারীর দল।
আকাশের তারা বাড়ায়েছে কর
দূরে নীলগিরি ফেলে নির্ঝর,
সুরভি পবন বন উপবন মর্মর-চঞ্চল।

তুমি ঘুমাইছ, আমি ব'সে ভাবি,—
কারে রাখি' কার মিটাবো যে দাবি ?
স্নেহ বাঁটিবার দুর্ভর ভার আমারে কি আর সাজে ?
তোমারি অধরবিচ্যুত স্নেহ ব্যথা হয়ে বুকে বাজে।

উদিলে তপন ভরিবে ভুবন বুভুক্ষু কলরবে,—
নূতন ক্ষুধায় সহসা জাগিয়া
বাকিটুকু যদি লহ গো মাগিয়া
তব কল্যাণে হে কল্যাণীয়া বেঁচে যাই আমি তবে।
তোমা হ'তে হয়ে নিঃস্ব
এবারের মতো ফাঁকি দিয়ে যাই ক্ষুধাতুর সারা বিশ্ব।

—

# সমাপ্তি

মরমীয়া বন্ধুর মরুময় সন্ধান ;—
ছুটোছুটি কেটে গেল চৌপ'র দিনমান ।
ঘনাইল ত্রিযামা যামিনী অমাবস্যা,
আকাশে অসংখ্য অসূর্যম্পশ্যা ।
ঝিকিমিকি তারা-ভরা ডুব্-জলে নাবছি,
এ শেষ জলাঞ্জলি কে ধরবে ভাবছি ।
গঙ্গে যমুনে গোদাবরী হে সরস্বতী
তোমাদেরি স্রোতে পূত করো এ স্রোতস্বতী,
সিন্ধু কাবেরী ও নর্মদা তাপ্তী,
স্নাতকে দেহ গো আজি স্নিগ্ধ সমাপ্তি ।

---

সমাপ্ত